একাদশ বর্ষ | তৃতীয় খণ্ড,—১৩৩০

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

‘রহস্য-লহরী’

উপন্যাস-মালার পঞ্চসপ্ততিতম উপন্যাস

(৭৫ নং)

মেকির বুজ্‌রুকি

[প্রথম সংস্করণ]

"মানসী" প্রেস

১৪এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা।

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কার্য্যালয়,—

মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

এই খণ্ডের পূর্ণ মূল্য এক টাকা চারি আনা।

স্মেকির বুজরুকি!

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিউ ইয়র্কের কাসিডি ফ্লাক্সম্যান

আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি—সে দিন লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ ডিটেক্টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক প্রাতর্ভোজনের জন্য তাঁহার ভোজনকক্ষে আসিতে অন্যান্য দিন অপেক্ষা প্রায় আধঘণ্টা বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের কারণ ছিল না। পূর্ব্বরাত্রে তাঁহার বাড়ী ফিরিতে রাত্রি চারটা বাজিয়াছিল। রাত্রি চারটার সময় শয়ন করিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিতে পারে, এরূপ লোক অতি অল্পই দেখা যায়। রাজপরিবারস্থ কোন মহিলার বহুমূল্য হীরকালঙ্কার আধার সহ অপহৃত হওয়ায় পূর্ব্বরাত্রে তিনি তাহারই তদন্তে তত দীর্ঘকাল ব্যস্ত ছিলেন।

দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের পর রাত্রিশেষে শয়ন করিয়া নানাপ্রকার দুশ্চিন্তায় তাঁহার সুনিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছিল; এই জন্য তিনি যখন ভোজন-টেবিলে উপস্থিত হইলেন তখন তাঁহাকে ঝোড়ো কাকের মত স্ফূর্ত্তিহীন ও অবসন্ন দেখাইতেছিল।

স্মিথ টেবিলের অন্য পাশে বসিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। মিঃ ব্লেক চোখ ডলিতে ডলিতে আসিয়া তাঁহার চেয়ারে বসিয়া পড়িলে স্মিথ একটি চক্ষু অর্দ্ধমুদিত করিয়া দেড়খানা চোখে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর হাসিয়া বলিল, "আরও দু' ঘণ্টা না ঘুমাইলে আপনি প্রকৃতিস্থ হইতে পারিবেন না। ঘুম আপনার চোখের পাতা ধরিয়া টানাটানি করিতেছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পেটে জ্বালা ধরিয়াছে, সেইজন্যই তোমার বিলম্ব সহ্য হইতেছে না তা কি আর বুঝিতে পারি নাই? চীনেমর্কটের মত দন্তবিকাশ মুলতুবি রাখিয়া গিলিতে আরম্ভ কর; আমার জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না! এখন আমি এক পেয়ালা কাফি ভিন্ন আর কিছুই খাইব না। আমার এ ডিস্গুলিরও তুমি সদ্ব্যবহার করিতে পার। আমার চিঠিগুলা টেবিলের উপর ও ধারে পড়িয়া আছে কেন, আমার কাছে সরাইয়া দাও।"

স্মিথ চিঠিপত্রের তাড়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার ডিস্গুলিও টানিয়া লইল, তাহার পর ক্ষুদ্র রাক্ষসের মত খাবারগুলি টপাটপ্ মুখে পুরিতে লাগিল। অতবড় পেটুক প্রায় দেখা যায় না; খাইতে বসিয়া সে কখন না বলিত না।

সকালের ডাকে কোন দিনই কুড়ি পঁচিশখানার কম চিঠি থাকিত না; সে দিনও তাঁহার পত্র লেফাপায় ও পোষ্টকার্ডে খানকুড়ি আসিয়াছিল। তিনি কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সেই সকল চিঠিপত্রের উপর চোখ বুলাইতে লাগিলেন।

নানা রকমের চিঠি; তন্মধ্যে পাঁচ সাতখানি কাজের চিঠি ছিল, অর্থাৎ কোন না কোন দুর্ঘটনায় বা রহস্যভেদে তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করা হইয়াছিল। মজার চিঠিও দুই একখানি ছিল। উত্তর স্কট্ল্যাণ্ড হইতে এক বৃদ্ধা তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিল—পত্র পাঠমাত্র তিনি যেন স্কট্ল্যাণ্ড যাত্রা করেন, কোন দুষ্ট লোক তাহার পোষা বিড়ালটাকে গুলি করিয়া মারিয়াছে, লোকটার সন্ধান পাওয়া যায় নাই; তিনি সেখানে গিয়া যদি সেই মার্জ্জারহন্তাকে ধরিয়া দিতে পারেন—তাহা হইলে যাতায়াতের রেলভাড়া ও নগদ এক গিনি শিরোপা পাইবেন! মিঃ ব্লেক এই সকল পত্র বাজে কাগজের ঝোড়ায় নিক্ষেপ করিলেন। একজন সুদখোর ইহুদী তাঁহাকে জানাইয়াছিল—তাঁহার টাকা ধার লইবার আবশ্যক হইলে সে তাঁহার হ্যাণ্ডনোট লইয়াই দশহাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত ধার দিতে পারে—নামমাত্র সুদে! এই পত্রখানিও পূর্ব্বকথিত পত্রের অবস্থা লাভ করিল।

শেষ পত্রখানি হাতে লইয়া মিঃ ব্লেক ঈষৎ বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। প্রকাণ্ড চৌকা লেফাপা; লেফাপার কাগজ অত্যন্ত মূল্যবান; পশ্চাতে লাল ও সোনালী

রঙের সুদৃশ্য মনোগ্রাম, মনোগ্রামের ভিতর দুইটি অক্ষর—পত্রপ্রেরকের নামের আদ্যাক্ষর—অক্ষর দুইটির একটি 'সি' C, অন্যটি 'এফ' F

মিঃ ব্লেক অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "এ-ও বুঝি কোন সুদখোর মহাজনের চিঠি অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়ার লোভ দেখাইয়াছে!"

কিন্তু কেবল অনুমানে নির্ভর করিয়া পত্রখানি বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ না করিয়া, খুলিয়া দেখিবার জন্য তাঁহার একটু আগ্রহ হইল। তিনি লেফাপাখানি খুলিয়া ফেলিতেই তাহার ভিতর হইতে একখানি শুভ্র মসৃণ পুরু কার্ড বাহির হইল। উহা নিমন্ত্রণের কার্ড। কার্ডখানির চারিধার সোণার জল-করা। মিঃ ব্লেক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নিমন্ত্রণপত্রখানি পাঠ করিলেন; তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল:—

"জগদ্বিখ্যাত আমেরিকান ডিটেক্‌টিভ মিঃ কাসিডি ফ্ল্যাক্সম্যান লণ্ডনে পদার্পণ করায় তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আগামী ৫ই আগষ্ট লণ্ডনের আরজেণ্ট হোটেলে ভোজের আয়োজন করা হইতেছে। মিঃ রবার্ট ব্লেক এই সম্মানিত অতিথির অভ্যর্থনায় ও ভোজে যোগদান করিবেন, ইহাই অনুরোধ।"

মিঃ ব্লেক কার্ডখানি অবজ্ঞাভরে টেবিলের উপর নিক্ষেপ করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "জগদ্বিখ্যাত আমেরিকান ডিটেক্‌টিভ মিঃ কাসিডি ফ্ল্যাক্সম্যান। লোকটা 'ইয়াঙ্কি' (আমেরিকান) সন্দেহ নাই, তবে যে জগতে সে বিখ্যাত সে কতটুকু জগৎ বুঝিতে পারিতেছি না! আমাদের ইউরোপ সেই জগতের সামিল হইলে এতদিন তাহার নামটা নিশ্চয়ই শুনিতে পাইতাম; কিন্তু কৈ এ নাম ত কোন দিন শুনি নাই!

"আমেরিকার এই 'জগদ্বিখ্যাত' পুরুষটি কি মতলবে লণ্ডনে পদার্পণ করিয়াছেন তাহাও বুঝিতে পারিলাম না! হঠাৎ তাহার ভক্তের দলই বা কোথা হইতে জুটিল? আমরাও দায়ে পড়িয়া অনেক সময় বিদেশে যাই; ঘটা করিয়া কেহ অভ্যর্থনাও করে না—দল বাঁধিয়া কোন হোটেলে ডিনারেরও আয়োজন করে না! তবে দুর্ভাগ্যক্রমে জগদ্বিখ্যাত হইতে পারি নাই, এই যা দুঃখ। আরজেণ্ট হোটেলে ভোজের আয়োজন, বিলক্ষণ দশটাকা খরচ হইবে। এ দেশে আসিয়া

নাম কিনিবার জন্য লোকটা বড় মন্দ ফন্দী করে নাই; ব্যাপারটা দেখা দরকার!”

‘হোটেল আর্জেন্ট’ লণ্ডনের বিখ্যাত হোটেল। লণ্ডন-সমাজের যাঁহারা মাথার মণি, তাঁহারা ভিন্ন সাধারণ ইংরাজ, এমন কি, যাহারা এদেশে জজ ম্যাজেষ্টার হয়, পুলিশের বড়কর্ত্তা হইয়া আমাদের মত ভ্যাড়ার দলের উপর দাণ্ডা ঘুরায়—তাঁহারাও এ সকল হোটেলে গিয়া কল্‌কে পায় না! সুতরাং কাসিডি ফ্লাক্সম্যান জগদ্বিখ্যাত হোক না হোক মা লক্ষ্মীর প্যাচা, এ বিষয়ে মিঃ ব্লেকের সন্দেহ রহিল না।

মিঃ ব্লেক ঈষৎ হাসিয়া কার্ডখানির দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া স্মিথকে বলিলেন, “ঐ কার্ডখানা একবার দেখ দেখি হে স্মিথ! কিছু ঠাহর করিতে পার কি?”

স্মিথ কার্ডখানি হাতে লইয়া কৌতূহলপ্রদীপ্ত চক্ষে তাহা দেখিতে লাগিল, তাহার পর হাসিয়া বলিল, “কর্ত্তা, আমার মনে হইতেছে—এ নিমন্ত্রণ আপনাকে বিদ্রূপ করিবার জন্য! এই মার্কিণ গোয়েন্দাটা কার্য্যক্ষেত্রে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্যই এ দেশে আসিয়াছে। আপনার সুযশ, খ্যাতি প্রতিপত্তির হিংসা করে—লণ্ডনে এরূপ লোকের অভাব নাই; আপনার উপর টেক্কা দেওয়ার জন্য তাঁহারাই গোপনে পরামর্শ করিয়া মার্কিণের মুলুক হইতে এই ‘জগদ্বিখ্যাত’ জীবটিকে এখানে আনাইতেছে কি না ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না! ‘জগদ্বিখ্যাত’ মহাশয় আপনাকে মানুষের দলে ফেলিলেও আমাকে বোধ হয় কীট পতঙ্গের সামিল করিয়াছে, নতুবা আমার নামেও একখান নিমন্ত্রণ পত্র আসিত। যে সব বড়লোক আপনাকে নিমন্ত্রণ করেন, তাঁহারা ত আমাকে ভুলিয়া থাকেন না! তবে জগদ্বিখ্যাতদের ভিন্ন গোঠ হওয়াই সম্ভব! এই কাসিডি ফ্লাক্সম্যান কে কর্ত্তা! মার্কিণের অনেক বড় বড় ডিটেক্‌টিভের নাম শুনিয়াছি; কিন্তু এই জগদ্বিখ্যাত মার্কিণ ডিটেক্‌টিভের নাম এই কার্ডেই প্রথম দেখিতেছি! আপনি কখন উহার নাম শুনিয়াছেন? —কি কাজ করিয়া এই মহাত্মা জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে জানেন কি?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না স্মিথ! অনেক বড় বড় তদন্তের ভার লইয়া আমেরিকার বড় বড় সহরে গিয়াছি, নিউ ইয়র্কের বড় বড় ডিটেক্‌টিভের সঙ্গে পরিচয়ও আছে; কিন্তু এই জগদ্বিখ্যাত ডিটেকটিভের নাম এই মাত্রই দেখিতেছি! আজকাল টাকা খরচ করিলেই জগদ্বিখ্যাত হওয়া যায়; টাকা ছড়াইলে ভাড়াটে ঢাক বিস্তর মেলে। আমেরিকার ডিটেক্‌টিভদের নামের যে তালিকাখানা আছে, লাইব্রেরী হইতে তাহা লইয়া আসিয়া দেখ ত, নামটা পাওয়া যায় কি না। সখের গোয়েন্দাদের নামের ভিতর হয় ত ঐ নামটা থাকিতেও পারে।"

স্মিথ তালিকার সন্ধানে লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিল। মিঃ ব্লেক একখানা দৈনিক সংবাদপত্র খুলিতেই দেখিতে পাইলেন—প্রথমেই মোটা মোটা হরফে লেখা আছে,—

"সুবিখ্যাত আমেরিকান ডিটেক্‌টিভের লণ্ডনে আগমন!"

মিঃ ব্লেক দেখিলেন উহার নীচে একটি 'কলম' পূর্ণ করিয়া উক্ত মার্কিণ গোয়েন্দার প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছে! সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে এতখানি স্তুতিবাদ বাহির করিতে কত টাকার চেক কাটিতে হয়—তাহা মিঃ ব্লেক না জানিতেন এরূপ নহে; কিন্তু এই বিপুল অর্থব্যয়ের উদ্দেশ্য কি, তাহা তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না। তিনি কৌতূহলভরে সেই সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠ করিতে লাগিলেন :—

"বর্ত্তমান কালে এই ভূমণ্ডলের পুরাতন ও নূতন মহাদেশে যে সকল ক্ষণজন্মা, অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন, ভাগ্যবান পুরুষ ফৌজদারী অপরাধের তদন্তে অক্ষয় কীর্ত্তি ও জগদ্ব্যাপী প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে মিঃ কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, একথা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। মিঃ কাসিডি ফ্লাক্সম্যান গতকল্য 'লুসিটেনিয়া' জাহাজে লণ্ডনে আসিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন। মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান অসামান্য রূপবতী; যৌবনের সহিত রূপলাবণ্যের একত্র সমাবেশে নারী যে বিধাতার

অপূর্ব্ব সৃষ্টি বলিয়া পরিগণিত হয়, মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান তাহার জীবন্ত প্রমাণ; এবং তিনিই যে মার্কিণ মহিলা-সমাজের রূপের আদর্শ—একথাও দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে। যাঁহারা তাঁহার দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিবেন, তাঁহারা একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। এই মার্কিণ দম্পতি হোটেল আরজেণ্টে কয়েকটি কক্ষ ভাড়া লইয়া আপাততঃ সেখানেই অবস্থিতি করিতেছেন। আগামী কল্য এই প্রবাসী দম্পতিকে যথাযোগ্যরূপে অভিনন্দিত করা হইবে, এবং তাঁহাদের সম্মানার্থ যে ভোজের আয়োজন হইবে—তাহাতে শতাধিক মহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সাগ্রহে যোগদান করিবেন।

"আমরা এই বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভের নিকট, তাঁহার লণ্ডনে আগমনের উদ্দেশ্য জানিবার জন্য—একজন প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলাম। মিঃ ফ্লাক্সম্যান তাঁহাকে বলিয়াছেন, আমেরিকার বাহিরে ইউরোপের প্রশস্ততর কর্ম্মক্ষেত্রে ডিটেক্‌টিভের ব্যবসায় করিবার অভিপ্রায়েই তিনি লণ্ডনে আসিয়া বাসা লইয়াছেন। তিনি কতদিন লণ্ডনে থাকিবেন—তাহার নিশ্চয়তা নাই। আমাদের প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে তিনি যথেষ্ট বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, 'আমার প্রতিভার উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র আপনাদের দেশে বর্ত্তমান আছে—এ কথার উল্লেখ করিলে, কথাটা হয় ত আমার পক্ষে স্পর্দ্ধাসূচক বলিয়াই এ দেশের অনেক লোকের ধারণা হইবে; কিন্তু আমার বিশ্বাস, একথা অনতিরঞ্জিত সত্য। আমি আমার স্বদেশের বহু দুর্দ্দান্ত ও দুঃসাহসী দস্যু তস্কর গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পুরিয়া আসিয়াছি; আমার সেই অক্লান্ত চেষ্টার ফলে আটলাণ্টিকের অপর পারে অপরাধের পরিমাণ এতই কমিয়া গিয়াছে যে, আমি কাজের অভাবে অবসর ভোগ করিতেছিলাম! এইজন্য আপনাদের দেশে কাজের সন্ধানে আসিয়াছি; এবং আশা করিতেছি, আপনাদের দেশেও অচিরে দস্যু-তস্করের প্রভাব দূর করিতে পারিব। আমি সংবাদ পাইয়াছি আপনাদের দেশের কতকগুলি দস্যু অতি ভীষণ অপরাধ করিয়া পুলিশের দৃষ্টির অন্তরালে নিশ্চিন্ত চিত্তে কাল-যাপন করিতেছে; পুলিশ প্রাণপণ করিয়াও এ পর্য্যন্ত তাহাদের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারে নাই! আমি অতি শীঘ্রই তাহাদের বিষ-দাঁত ভাঙ্গিয়া পুলিশকে নিশ্চিন্ত

করিতে পারিব—এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, কিছু দিনের মধ্যেই এ দেশের পুলিশ কাজের অভাবে পেন্সন ভোগ করিতে থাকিবে; —আমি তাহাদিগকে অসঙ্কোচে এ ভরসা দিতে পারি!'

"আমাদের প্রতিনিধি আরও বলিয়াছেন, অনন্তর মিঃ ফ্ল্যাক্সম্যান কয়েক মিনিট নিঃশব্দে ধূমপান করিয়া অবশেষে বলিলেন, 'আপনাদের এখানে রবার্ট ব্লেক নামক একজন খ্যাতনামা ডিটেক্টিভ আছেন শুনিয়াছি। তাঁহার খ্যাতির কথা কিছু কিছু আমার কর্ণগোচর হইলেও তাঁহার সহিত কখন আমার পরিচয়ের সুযোগ হয় নাই, তবে তাঁহার তদন্ত-পদ্ধতির কিঞ্চিৎ পরিচয় যে আমি না পাইয়াছি এরূপ নহে; কিন্তু যে পদ্ধতিতে তিনি গুপ্ত অপরাধের তদন্ত করেন—তাহা নিতান্তই সেকেলে, আপনাদের ইংলণ্ডে তাহা চলিতে পারে, কিন্তু আমেরিকায় তাহা অচল!—আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর তদন্ত সম্বন্ধে এই বৃটিশ ডিটেক্‌টিভের অভিজ্ঞতা থাকিলে লণ্ডনে চুরি ডাকাতি, গুপ্তহত্যা ও অন্যান্য গুরুতর অপরাধের পরিমাণ দিন দিন বর্দ্ধিত হইত না। যাহা হউক, আমার আশা আছে—দুই এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি আপনাদের লণ্ডনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভকে উন্নত প্রণালীর তদন্ত-কৌশলটা কিছু কিছু শিখাইয়া দিতে পারিব; তবে বড় ডিটেক্টিভ বলিয়া তাঁহার যে অভিমান আছে—তাহা নষ্ট করিতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই। কারণ অহঙ্কারী ব্যক্তির অহঙ্কারে আঘাত করা শিষ্টাচার-সঙ্গত নহে।'

"বস্তুতঃ মিঃ ফ্লাক্সম্যানের সহিত আলাপ করিয়া আমাদের প্রতিনিধির ধারণা হইয়াছে, তাঁহার প্রতিভা-জ্যোতিতেও গুণ-গৌরবে সমগ্র ইংলণ্ড অচিরে পূর্ণ হইবে। আমরা সাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেছি।"

এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া মিঃ ব্লেকের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল! তিনি কাগজখানি তাল পাকাইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন; তাহার পর অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "সকল দেশেই কতকগুলা দায়িত্বজ্ঞানহীন ঘুঁসখোর সম্পাদক খবরের কাগজের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে; কিছু টাকা খাইয়া যার-তার ঢাক বাজানই তাহাদের পেশা! অথচ এমনই ভঙ্গিতে লেখে, যেন দেশের কাজেই তাহারা

জীবন উৎসর্গ করিয়াছে! পয়সার জন্য উহারা না পারে এমন কোন হীন ও জঘন্য কাজ নাই।

"কিন্তু লোকটা কে ?—লোকটা সত্যই ডিটেক্‌টিভ, না কোন প্রবঞ্চক, এ দেশের লোকগুলার চোখে ধূলা দিয়া উপার্জ্জনের ফন্দীতে এই রকম চাল চালিতেছে ? আমেরিকায় অন্নের সংস্থান করিতে না পারিয়া অনেকেই ইংলণ্ডে আসিয়া নানা কৌশলে বিলক্ষণ দশটাকা গুছাইয়া লইয়া যায়। এ কি সেই দলের কেহ ? চালাক লোক বটে, গোড়া বাঁধিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে ! কি স্পর্দ্ধা ! দুই এক সপ্তাহেই আমাকে গোয়েন্দাগিরির দুই একটা নূতন ফন্দী শিখাইয়া দিবে !—তুমি যত বড় চালাকই হও, তুমি যা করিলেই আমি তোমার মতলব বুঝিতে পারিব। আমার চোখে ধূলা দেওয়া কিছু কঠিন হইবে মিঃ ফ্লাক্সম্যান ! মার্কিণের মুলুক হইতে আসিয়া আমাকে তুমি গোয়েন্দাগিরি শিখাইবে ? দেখা যাক, তোমার দৌড় কতদূর ! খবরের কাগজওয়ালাদের কাছে আমার কাজের নিন্দা করিয়া তোমার ভোজে আমাকে নিমন্ত্রণ করিতে লজ্জা হইল না ?—"

মিঃ ব্লেক বোধ হয় আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় স্মিথ একখানি চটি কেতাব লইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং তাহা খুলিয়া বলিল, "কর্ত্তা, নামটা পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু লোকটা কি গুণে যে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে—তাহার কোন পরিচয় খুঁজিয়া পাইলাম না ! এই দেখুন ৭ম পৃষ্ঠায় তাহার সম্বন্ধে কি লেখা আছে—'কাসিডি ফ্লাক্সম্যান।—সখের গোয়েন্দা। চুরি ডাকাতির সন্ধান করাই ইঁহার কাজ। সরকারের নথিভুক্ত হইতে পারে—এরূপ কোন গোয়েন্দাগিরির পরিচয় নাই। ঠিকানা, ৮৫ নং রাস্তার ১১২ নং ভবন।'—ইহার অধিক আর কিছুই নাই। সাধারণ গোয়েন্দা ! লণ্ডনে ব্যবসায় করিতে আসিয়া গোড়াতেই যে দু'হাতে মুঠা মুঠা টাকা উড়াইতেছে ? এত টাকা লোকটা কোথায় পাইল ?"

মিঃ ব্লেক স্মিথের হাত হইতে পুস্তকখানি টানিয়া লইয়া নিঃশব্দে পাঠ করিলেন ; তাহার পর মাথা তুলিয়া বলিলেন, "খবরের কাগজ পড়িয়া জানা

প্রথম পরিচ্ছেদ

গিয়াছে—গোয়েন্দা মশায় তার স্ত্রীটিকে লেজে বাঁধিয়া লণ্ডনে গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়াছে! মিসেস্ ফ্লাক্সম্যানের রূপের প্রশংসায় সম্পাদকের জিহ্বা হইতে লালা বর্ষণ হইয়াছে। আমার মনে হয়, উহার স্ত্রী কোন টাকাওয়ালা ব্যবসাদারের মেয়ে; তাহারই টাকায় লোকটার এই সব চালবাজি! আমি মনে করিতেছিলাম—যে এ প্রদেশে পা দিতে না দিতে খবরের কাগজে আমাকে খাটো করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করাই উচিত; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম, আমার সেখানে যাওয়াই দরকার; লোকটাকে পরীক্ষা করিবার এরূপ সুযোগ ত্যাগ করা সঙ্গত হইবে না। তাহার দুই চারিটি কথা শুনিলেই আমি তাহার মতলব অন্ততঃ খানিকটা বুঝিতে পারিব। হাঁ, আমি 'আরজেণ্ট হোটেলে' তাহার ভোজে যোগদান করিব। ব্যাপার কি জানিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অভ্যর্থনাসভায় ভীষণকাণ্ড !

তখন সায়ংকাল। লণ্ডনের পিকাডেলীতে 'হোটেল আরজেণ্টের' বিশাল হর্ম্ম্যের সম্মুখস্থ রাজপথের বহুদূর হইতে গাড়ী-বারান্দা পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান শকটে পরিপূর্ণ, কত রকম গাড়ী! লণ্ডন সহরের বড় বড় লোক গাড়ী হইতে নামিবামাত্র তাঁহাদিগকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া, সুপ্রশস্ত শুভ্র মার্ব্বেল-সোপানশ্রেণী দিয়া দোতালায় লইয়া যাওয়া হইতেছে।

মিঃ ব্লেকের ট্যাক্সি শ্রেণীবদ্ধ শকটগুলির পাশ দিয়া হোটেলের গাড়ীবারান্দায় প্রবেশ করিল। মিঃ ব্লেক গাড়ী হইতে নামিয়া সোফারের হাতে ভাড়ার টাকা গুঁজিয়া দিলেন, তাহার পর দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেই অভ্যর্থনা-কারী সসম্ভ্রমে তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইল। মিঃ ব্লেক অতি উৎকৃষ্ট সান্ধ্য-পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরিচ্ছদেব কোন আড়ম্বর ছিল না; কেবল শুভ্র সার্টের সম্মুখভাগে একখানি মহামূল্য হীরক ধ্বক্ ধ্বক্ করিতেছিল। নেপালের মহারাজা যেবার ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, সেইবার তিনি মিঃ ব্লেকের নিকট বিশেষ কোন উপকার পাওয়ায় তাঁহাকে এই হীরকখণ্ড উপহার দিয়াছিলেন। কোন উৎসবে যোগদান করিবার সময় তিনি তাহা ব্যবহার করিতেন।

মিঃ ব্লেক মার্কিণ ডিটেকৃটিভ নবাগত কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের আয়োজনের ঘটা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। লণ্ডন-সমাজের বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককেই তিনি সেখানে দেখিতে পাইলেন; আগন্তুকগণের অনেকেই তাঁহার সুপরিচিত।

তিনি দেখিলেন হীরকরত্নালঙ্কার-বিভূষিতা বহু কুলমহিলা তাঁহাদের স্বামী পুরুষগণের সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া হোটেলে প্রবেশ করিতেছেন;

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উজ্জ্বল বিদ্যুতালোক তাঁহাদের পরিচ্ছদে ও হীরকালঙ্কারে প্রতিফলিত হইয়া ঝক্-মক্ করিতেছে! বিজলিচ্ছটা যেন চারিদিকে হিল্লোলিত হইতেছে। সে দিকে চাহিলে চক্ষু ধাঁধিয়া যায়। যেন সরোবরে অসংখ্য সোনার কমল বিকশিত হইয়াছে!

মিঃ ব্লেক কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় কে পশ্চাতে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে হস্তস্থাপন করিল; তিনি সবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই দেখিলেন, তাঁহাব প্রিয় সুহৃদ ইন্‌স্পেক্টর গজ!—ইন্‌স্পেক্টর গজ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রবীণ কর্ম্মচারী। বিশাল বপু, পাঁচ হাত লম্বা জোয়ান; তাঁহার নাম গজ—দেখিতেও একটি ছোটখাট হাতীর মত!—তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তুমিও আসিয়াছ ব্লেক! এই অদ্ভুত মার্কিণ ভদ্রলোকটির কাণ্ডকারখানা দেখিবার লোভ তুমিও সংবরণ করিতে পার নাই?"

মিঃ ব্লেক তাঁহার হাত ধরিয়া প্রচণ্ড বেগে ঝাঁকুনি দিয়া বলিলেন, "আর তুমি? তোমার মত গম্ভীরপ্রকৃতি বেরসিক. লোক যদি এ লোভ সংবরণ করিতে না পারে, তাহা হইলে আমি এরকম হুজুগে যোগদানের সুযোগ ত্যাগ করিব, ইহা তুমি কিরূপে প্রত্যাশা করিতে পার?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "এই মার্কিণ ভদ্রলোকটিকে দেখিবার কৌতূহল সংবরণ করিতে পারি নাই, একথা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। আমি তাহার নিমন্ত্রণপত্র পাইবার পূর্ব্বে তাহার নাম পর্য্যন্ত জানিতাম না! লণ্ডনে আসিয়াই লোকটা সমাজটাকে সরগরম করিয়া তুলিয়াছে; দু'হাতে মুঠা মুঠা টাকা ছড়াইয়া সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করিতেছে! গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়া আপনাকে জাহির করিবার জন্য আর কেহ কখন এ রকম আড়ম্বর করিয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না! কিন্তু লোকটা কে? আমেরিকার কোন্ সহর হইতে আসিয়াছে? খ্যাতিলাভ করিতে পারে—এরূপ কাজ কিছু করিয়াছে কি? তুমি ত আমেরিকার অনেক খবর রাখ; উহার সম্বন্ধে কিছু জান কি? তোমার কিছু জানা থাকিলে আমাকে বল, শুনিবার জন্য ভারি আগ্রহ হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমিও তোমার মত কিছুই জানি না ভাই! ব্যাপার কি জানিবার জন্য কৌতূহল হইল বলিয়াই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছি। আমিও পূর্ব্বে উহার নাম পর্য্যন্ত শুনি নাই, তবে মার্কিণ গোয়েন্দাদের নাম ও পরিচয়ের কেতাব খুঁজিয়া উহার নামটা পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু পরিচয় দিতে পারে এমন কোন কাম করিয়াছে কি না তাহার সন্ধান পাইলাম না!"

ইন্‌স্পেক্টর গজ্‌ বলিলেন, "তাহা হইলে তোমার ধারণা, লোকটা—"

মিঃ ব্লেক তাঁহার কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিলেন, "যাহাকে জানি না, চিনি না, তাহার সম্বন্ধে হঠাৎ একটা ধারণা করিয়া বসা ত সঙ্গত নহে। উহার সম্বন্ধে আমি কোন ধারণাই করিতে পারি নাই। আমেরিকানদের ব্যবসাদারী চাল আমাদের চেয়ে অনেক বেশী; উহারা আমাদের এক হাটে কিনিয়া অন্য হাটে বেচিতে পারে! তোমাকে দিয়া একটাকা দামের এক টিন বিস্কুট কিনাইবার জন্য উহারা বিজ্ঞাপনের পশ্চাতে অম্লানবদনে দশহাজার পাউণ্ড খরচ করিবে। আমাদের দেশের ব্যবসাদারদের সাধ্য কি—এরকম সাহস করে! আমার বিশ্বাস, ফ্লাক্সম্যানও ঐ রকম কোন একটা মতলব লইয়া এদেশে আসিযাছে। তবে লোকটা যে নিশ্চয়ই ধড়িবাজ—এরূপ সন্দেহের কোন কারণ পাওয়া যায় নাই; খাটি লোক হওয়া অসম্ভব নহে। কোন লাভের আশা না থাকিলে শুধু নামের খাতিরেই এত টাকা খরচ করিতেছে —এরকম ত মনে হয় না। অবশ্য, তেমন অসার লোকও যে সংসারে নাই—একথা কি করিয়া বলি? তবে মার্কিণগুলার প্রকৃতি সে রকম নয়। লাভের আশা না থাকিলে উহাদের আঙ্গুলের ফাক দিয়া শিকি পয়সাও বাহির হইবে না। নাম করিবার মত কিছু না থাকিলে লোকটা এরকম হৈ-চৈ আরম্ভ করিত না বলিয়াই আমার বিশ্বাস।"

ইন্‌স্পেক্টর গজ মিঃ ব্লেকের কথাগুলি মন দিয়া শুনিয়া বলিলেন, "তোমার কথাগুলা অসঙ্গত নয়। ফ্লাক্সম্যান কার্য্যক্ষেত্রে তোমারই প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবে! এতদিন তুমি যে সুনাম অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছ—এবার তোমাকে

তাহা হারাইতে না হয়। ফ্লাক্সম্যান ইতিমধ্যেই কাগজওয়ালাদের কাছে বলিয়াছে, তোমার কার্য্যপ্রণালী নিতান্ত সেকেলে হইয়া গিয়াছে,—তোমার গোয়েন্দা নীতি না কি এ বৈজ্ঞানিক যুগে অচল ; সে না কি শীঘ্রই তোমাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দান করিবে! তাই বলিতেছি—তোমাকে অপদস্থ হইয়া কার্য্যক্ষেত্র হইতে শেষে সরিয়া দাঁড়াইতে না হয়!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মুখের কথা খয়রাৎ করা কঠিন নয় ; হাতে কলমে বাহাদুরী দেখানই শক্ত। আমি যেখানে অকৃতকার্য্য হইব, সেখানে যদি সে কৃতিত্ব দেখাইতে পারে—তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রেই উহাকে ওস্তাদ বলিয়া স্বীকার করিব। সেরূপ সুযোগ না আসা পর্য্যন্ত আমার অবলম্বিত গোয়েন্দানীতি সেকেলে মনে করিয়া ক্ষুব্ধ বা হতাশ হইবার কারণ দেখি না।"

কথাবার্ত্তা শেষ হইলে, তাঁহারা দুই বন্ধুতে দোতালার সিঁড়ির কাছে উপস্থিত হইলেন ; একজন পরিচারক তাঁহাদের হ্যাট ও কোট লইয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল, আর একজন দ্বাররক্ষক তাঁহাদের নামের কার্ড পরীক্ষা করিতে লাগিল। সে মিঃ ব্লেকের নাম পাঠ করিয়া কাঁশার মত খন্‌খনে আওয়াজে বলিল, "মিঃ রবার্ট ব্লেক!"

অনেকগুলি আগন্তুক সেই স্থানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল ; তাঁহার নাম শুনিয়া অনেকেই তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চ সোপানে দাঁড়াইয়া কাসিডি ফ্লাক্সম্যান প্রত্যেক নিমন্ত্রিত ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে রাখিয়া আসিতেছিলেন। মিঃ ব্লেকের নাম উচ্চারিত হইবামাত্র তিনি মিঃ ব্লেকের অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হইলেন ; মিঃ ব্লেক দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা দণ্ডায়মান! মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার আপাদ-মস্তক দেখিয়া লইলেন। দেখিবার মত চেহারা বটে! দীর্ঘদেহ, প্রশস্ত ললাট, উজ্জ্বল চক্ষু, বুদ্ধি ও চাতুর্য্য মুখে সুপরিস্ফুট ; দেহে কৃষ্ণবর্ণ মূল্যবান সান্ধ্যপরিচ্ছদ। শুভ্র সার্টের সম্মুখে একখণ্ড সুবৃহৎ অত্যুজ্জ্বল হীরা ঝক্‌মক্ করিতেছে। তাহার জ্যোতিঃ মুহূর্ত্তের জন্য মিঃ ব্লেকের চক্ষু ধাঁধিয়া দিল। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত হীরক তিনি চিনিতেন, তাহাদের মূল্যও জানিতেন। ফ্লাক্সম্যানের বুকের সেই

হীরকখণ্ড দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন ; কিন্তু তাঁহার মনের ভাব মুখে প্রকাশিত হইল না।

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন, এবং মিঃ ব্লেকের করমর্দ্দন করিয়া মোলায়েম স্বরে বলিলেন, "আ, মিঃ ব্লেক ! আপনি কেমন আছেন ? আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় বড়ই সুখী হইলাম ; বিশেষতঃ আপনি যে কষ্ট করিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছেন, আমার পক্ষে ইহা বড়ই আনন্দের কথা। আজ আপনাকে অতিথিভাবে সম্ভাষণ করিতেছি বটে, কিন্তু আশা করি ভবিষ্যতে আপনাকে ভাল করিয়াই চিনিবার সুযোগ পাইব।"

কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের এই শেষ কথার ভিতর যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল, তাহা মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিবেন না—ইহা সম্ভব নহে। তিনি যে কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দাঁড়াইয়া মিঃ ব্লেকের প্রতিযোগিতায় কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন,—এই একটি কথাতেই মিঃ ব্লেক তাহার আভাস পাইলেন, কিন্তু তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক হাসিয়া বলিলেন, "আমারও আশা, ভবিষ্যতে আমরা পরস্পরকে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে জানিবারই সুযোগ পাইব। আপনি যে মহামূল্য হীরক বক্ষে ধারণ করিয়াছেন—উহা যে-কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গর্ব্বের বস্তু, একথা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। আপনার মহাসম্ভ্রান্ত স্বদেশবাসী লৌহব্যবসায়ী কোটীপতি অগ্‌ডেন কার্জ্জ 'এল্ কাজার' নামক যে বিখ্যাত হীরক উৎসবাদিতে ব্যবহার করেন দেখিয়াছি—তাহার সহিত আপনার এই হীরকখানির সাদৃশ্য এতই অধিক যে, উহা এল্ কাজার বলিয়াই আমার ভ্রম হইতেছিল। দুইখানি হীরকে এতদূর সৌসাদৃশ্য আমি আর কখনও দেখি নাই।"

মিঃ ব্লেকের মনে হইল, তাঁহার এই কথায় কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের নয়নে চাঞ্চল্য ও উদ্বেগের চিহ্ন মুহূর্ত্তের জন্য লক্ষিত হইল ; কিন্তু সে ভাব চক্ষুর নিমেষে অন্তর্হিত হইল। কাসিডি ফ্লাক্সম্যান ঈষৎ নীরস হাসি ওষ্ঠপ্রান্তে সঞ্চয় করিয়া বলিলেন, "হুঁ, মিঃ ব্লেক, আমার এই হীরাখানা দেখিয়া আপনি একাই যে এ মন্তব্য প্রকাশ

করিলেন, এরূপ নহে ; সুবিখ্যাত এল কাজার হীরকখানি যাঁহারা চেনেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইহাদের সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। আমারও বিশ্বাস দুইখানি মহামূল্য হীরকে এরূপ অদ্ভুত সাদৃশ্য আর কখন লক্ষিত হয় নাই। আর এই সাদৃশ্যের জন্যই এল্ কাজারখানি লাভ করিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছিল। একবার আমার ইচ্ছা হইয়াছিল—উহার জন্য যত টাকা দিতে হয় তাহাই দিয়া কার্জ্জের নিকট হইতে তাহা কিনিয়া লইব। আমার এ কথা শুনিয়া আপনি বিস্মিত হইবেন না ; আমাদের দেশের কোটীপতিরাও ন্যায্য মূল্যের অধিক টাকা পাইলে তাঁহাদের সখের জিনিস পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে আপত্তি করেন না। আমার স্ত্রীর ইচ্ছা ছিল সেখানি পাইলে এই একজোড়া হীরায় এমন সুন্দর এয়ারিং প্রস্তুত করাইতেন যে, রকফেলার বা ভাণ্ডারবিল্টের মেয়েরাও তাহা লাভ করা সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিত; কিন্তু আমি এল্ কাজারখানি কিনিবার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই শুনিলাম—কার্জ্জের নিকট হইতে তাহা চুরি গিয়াছে। এই সংবাদে আমার কিরূপ আপশোষ হইয়াছিল তাহা অনুমান করিতে পারিবেন ; কিন্তু সে কথা যাক, আমার স্ত্রীর সহিত আপনার পরিচয় করিয়া দিই। ইরেণী ! ইনি বৃটীশ ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবর্ট ব্লেক ; ভাল ডিটেক্‌টিভ বলিয়া এদেশে ইনি খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তুমি বোধ হয় উঁহার নাম শুনিয়া থাকিবে। মিঃ ব্লেক, ইনিই আমার স্ত্রী।"

মিঃ ব্লেক মাথা নোয়াইয়া মিসেস্ ফ্লাসম্যানকে অভিবাদন করিলে, যুবতী তাহার দস্তানাঢাকা দক্ষিণ হাতখানি তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত করিল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন এই মার্কিণ যুবতী পরমাসুন্দরী বটে ! তাহার পরিচ্ছদের ঘটা ও হীরকালঙ্কারের ছটা দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, তাহার বাপের টাকা আছে বটে ; সাধারণ গোয়েন্দার স্ত্রী এত হীরক রত্ন কোথায় পাইবে ? যুবতী সহাস্যে মিঃ ব্লেককে প্রত্যভিবাদন করিয়া তাহার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল, একটু হাসিয়া বলিল, "ইনিই মিঃ রবার্ট ব্লেক ! আমি আর উঁহার নাম শুনি নাই ? তুমি কি যে বল !"

মুহূর্ত্তকাল পরেই আর একজন [illegible] সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন

তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ফ্র্যাঙ্কম্যানকে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া মিঃ ব্লেক পার্শ্বস্থ জনপূর্ণ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ইন্‌স্পেক্টর বন্ধুটিও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। ফ্র্যাঙ্কম্যান বা তাঁহার রূপসী পত্নী ইন্‌স্পেক্টর গজকে তেমন আমোল দিলেন না দেখিয়া তিনি একটু ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিলেন না।

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর সহ যে কক্ষে উপস্থিত হইলেন সেই কক্ষের মধ্যস্থলে একটি কৃত্রিম ফোয়ারা হইতে গোলাপ জলের ধারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া কক্ষটিকে সুরভিত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার এক পাশে হোটেলের একটি খিদমৎগার মদের জলছত্র খুলিয়া বসিয়াছিল! অভ্যাগত অতিথিগণ তাহার নিকট গিয়া, যাহার যে মদ পান করিতে ইচ্ছা, তাহাই লইয়া মহানন্দে পান করিতেছিল।

মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ইচ্ছামত দুই গ্লাস সুরা লইয়া ধীরে ধীরে চুমুক দিতে লাগিলেন। মিঃ ব্লেক দেখিলেন সেই খিদমৎগারটি তাঁহার পরিচিত; কারণ তিনি এই হোটেলে মধ্যে মধ্যে আহার করিতে আসিতেন। এই খিদমৎগারের নাম চার্লস্; সে আমেরিকান। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডনে আসিয়া সে এই হোটেলে চাকরী লইয়াছিল।

আশে-পাশে অন্য লোক নাই দেখিয়া মিঃ ব্লেক সেই খিদমৎগারকে বলিলেন, "দেখ চার্লস্, তুমিও ত আমেরিকান; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নিউ ইয়র্ক সহর হইতেই লণ্ডনে আসিয়াছ, তাহাও জানি। তুমি দেশে থাকিতে মিঃ ফ্র্যাঙ্কম্যানকে কোন দিন দেখিয়াছ?"

চার্লস্ বলিল, "হাঁ মহাশয়, দেখিয়াছিলাম বলিয়াই মনে হইতেছে, কিন্তু অনেক দিনের কথা, কোথায় দেখিয়াছিলাম তাহা স্মরণ নাই। তবে একথা জোর করিয়া বলিতে পারি—এ দেশে আসিয়া তিনি যে রকম আমিরী চাল সুরু করিয়াছেন, দেশে তাঁহার ঐ রকম চাল নিশ্চয়ই ছিল না; তাহা থাকিলে আমি সে কথা ভুলিতাম না। তা ছাড়া আমি দেশে উঁহাকে যে সকল লোকের সঙ্গে চলা-ফেরা করিতে দেখিয়াছিলাম—সে সকল লোক আপনাদের কাছে বসিবারও যোগ্য নয়! লোকটা হঠাৎ এত বড়লোক হইল কিরূপে,

তাহা আমি ঠাহর করিয়া উঠিতে পারি নাই ; তবে পুরুষের ভাগ্য, কখন কাহার কপাল কিরূপ ফিরিয়া যায়, তাহা ত বলা যায় না।”

মিঃ ব্লেক চার্লসের কথা শুনিয়া কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না, এবং পরের কথায় নির্ভর করিয়া ফ্রাঙ্কম্যান সম্বন্ধে কোন একটা ধারণা করিয়া বসাও সঙ্গত মনে করিলেন না। বিশেষতঃ ফ্রাঙ্কম্যান নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগুলির সহিত যে ব্যবহার করিতেছিলেন, তাহা এরূপ শিষ্টাচার ও সৌজন্যপূর্ণ যে, তাঁহার সম্বন্ধে প্রতিকূল ধারণা জন্মিবার কোন কারণ ছিল না। মিঃ ব্লেক কক্ষান্তরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ফ্রাঙ্কম্যান একদল সম্ভ্রান্ত মহিলা ও পুরুষে পরিবেষ্টিত হইয়া সরস গল্পে ও রসিকতায় তাঁহাদিগকে আমোদিত করিতেছেন। তিনি গম্ভীর ভাবে দুই একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন, আর শ্রোতার দলে হাসির গররা উঠিতেছে! মিঃ ব্লেক দেখিলেন, সেই দলে লণ্ডনের সর্ব্বপ্রধান বংশের লোকও দুই একজন আছেন। ইনস্পেক্টর গজও পূর্ব্বেই সেখানে আসিয়াছিলেন।

ইনস্পেক্টর গজ দেখিয়া-শুনিয়া ফ্রাঙ্কম্যানের কতকটা পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন ; তিনি নিম্নস্বরে মিঃ ব্লেককে বলিলেন, “দেখ ব্লেক, ফ্রাঙ্কম্যান বেশ আমুদে ও খোস্‌মেজাজের লোক বলিয়াই মনে হইতেছে ; লোকটার হাতও খুব দরাজ! উহার কথা শুনিয়া বুঝিলাম, নিউ ইয়র্কের পুলিশে আমার যে সকল বন্ধু-বান্ধব আছে—তাহাদের দুই চারিজনের সঙ্গে বেশ জানা শুনাও আছে। লোকটা যেমন তুখোড়, সেই রকম স্বাবলম্বী। সংসারে কি করিয়া উন্নতি করিতে হয়—তাহা ভালই জানে। লোকের মনের উপর ওরকম প্রভাব বিস্তারের শক্তি না থাকিলে কি সমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন হওয়া যায়? আমার ত ভাই মনে হইতেছে, ভদ্রলোক এখানে ব্যবসায় আরম্ভ করিলে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কাজ অর্দ্ধেক কমিয়া যাইবে। বড় বড় তদন্তের ভার ফ্রাঙ্কম্যানের ঘাড়ে চাপাইয়া আমরা দিব্য আরামে নাক ডাকাইয়া ঘুম মারিব। এখন চাকরীটা কোন রকমে বজায় থাকিলে বাঁচি!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমার এখানে আসিবার পূর্ব্বে তুমি বোধ হয় উহার

বাহাদুরীর গল্পও দুই চারিটা শুনিয়াছ। বড় রকম গোয়েন্দাগিরির দুই একটা দৃষ্টান্ত দিয়াছে ?"

ইন্‌স্পেক্টর গজ বলিলেন, "হাঁ, তা দিয়াছে বৈ কি! ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের চিকাগো সহরে সেবার 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক' হইতে অদ্ভুত কৌশলে বিস্তর টাকা চুরি যায়—তা বোধ হয় তোমার স্মরণ আছে। ফ্লাক্সম্যান বলিলেন, নিউ ইয়র্কের সরকারী গোয়েন্দারা অনেক চেষ্টার পর হাল ছাড়িয়া দিলে, উনিই ধূর্ত্ত তস্কর ডার্ক ব্লেড্‌কে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পুরিয়াছিলেন! মার্কিণ গবর্মেণ্ট সেজন্য উঁহাকে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।"

ফ্লাক্সম্যান সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনার অবসর হইল না। বিবাহ সভায় তর্ক-বিতর্ক চলিতে চলিতে হঠাৎ যদি কেহ আসিয়া বলে, 'মশায়রা গা তুলুন, পাতে লুচি পড়িয়াছে!' তাহা হইলে সকল তর্ক-বিতর্ক মুলতুবি রাখিয়া বরযাত্রীর দল যেমন লুচির সন্ধানে ধাবিত হয়, সেইরূপ 'টেবিলে খানা দেওয়া হইয়াছে'—এই সংবাদ শুনিয়া নিমন্ত্রিত মহিলা ও পুরুষের দল গল্পগুজব বন্ধ করিয়া ভোজন কক্ষের দিকে ধাবিত হইলেন। এবিষয়ে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের আদর্শ প্রায় এক রকম!

ভোজন-কক্ষে তিনখানি সুদীর্ঘ ডিনার-টেবিলে রকম বেরকম বেলোয়ারি কাচের ও পালিশকরা উজ্জ্বল রৌপ্য-পাত্র বহুবিধ ভোজ্যদ্রব্য পরিবেশনের জন্য থরে থরে সজ্জিত হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে দেখিলেন, মিসেস্ ফ্লাক্সম্যানের হাত ধরিয়া ভোজন করিতে যাইবার সম্মান তাঁহাকেই প্রদত্ত হইয়াছে! এত বড় বড় লোক উপস্থিত থাকিতে এই লোভনীয় সম্মান তাঁহাকেই দেওয়া হইল কেন, মিঃ ব্লেক তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

যাহা হউক, মিঃ ব্লেক এই দুর্লভ সম্মানে খুসী হইয়াই মিসেস্ ফ্লাক্সম্যানের সম্মুখে মাথা নোয়াইয়া, তাহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাহার প্রসারিত করপল্লব ধারণ করিলেন; অনেকেই তাঁহাদের দিকে ঈর্ষাপূর্ণ কটাক্ষপাত করিল; কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহা গ্রাহ্য না করিয়া সেই রূপসীকে পাশে লইয়া যথাস্থানে

উপবেশন করিলেন। মুহূর্ত্ত পরে সুবেশধারী পরিচারক তাঁহাদের সম্মুখে পরিবেশন করিতে আসিল।

মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান মিঃ ব্লেকের মুখের উপর লালসাপ্রদীপ্ত নেত্রের সাংঘাতিক কটাক্ষশর হানিয়া মধুর স্বরে বলিল, "মিঃ ব্লেক, আমার অনুমান, আমার স্বামীর সম্বন্ধে অনেক কথাই পূর্ব্ব হইতে আপনি জানেন। কেমন জানেন না কি? আপনি যে তাঁহারই সমব্যবসায়ী; উভয়েই বড় টিকটিকি!"

মিঃ ব্লেক সেই উৎকট কটাক্ষে বিন্দুমাত্র আহত না হইয়া কৌতুকহাস্যে বলিলেন, "এত বড় যে, গিরগিটি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! কিন্তু আমি এ কথা স্বীকার করিতে সত্যই বড় ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইতেছি যে, তিনি আমার সমব্যবসায়ী ও প্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না; এমন কি, তাঁহার নিমন্ত্রণ পত্র পাইবার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত আমি তাঁহার নামও জানিতাম না!"

মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান হীরকাঙ্গুরী-ভূষিত চম্পকাঙ্গুলী দ্বারা এক টুকরা রুটি গুঁড়া করিতে করিতে কিঞ্চিৎ অভিমানের সুরে বলিল, "ওঃ, তাহা হইলে আপনি আমাদের দেশের কোন সংবাদপত্রই পাঠ করেন না বলুন?"

মিঃ ব্লেক মার্কিণ দেশের সংবাদপত্র পাঠ করেন না—তাঁহার এ বদনাম কেহই দিতে পারিত না; ইউনাইটেড ষ্টেটসের প্রধান সংবাদপত্রগুলি প্রতি 'মেলে'ই তাঁহার নিকট আসিত, এবং আমেরিকার বিভিন্ন দেশের উল্লেখযোগ্য সকল ঘটনার বিবরণ তিনি নিয়মিত ভাবেই পাঠ করিতেন; কিন্তু কেন বলিতে পারি না, তাঁহার বিরুদ্ধে আরোপিত মিসেস্ ফ্লাক্সম্যানের অভিযোগ তিনি অস্বীকার করিলেন না, মাথা পাতিয়া অপরাধটা স্বীকার করিয়া লইলেন! আমেরিকার প্রধান প্রধান ফৌজদারী মামলা, ও উল্লেখযোগ্য চুরি ডাকাতির তদন্তের বিবরণ তিনি তাঁহার নোট-বহিতে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন, একথা তিনি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিলেন না।

আহারে বসিয়া মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিল, তাহা শুনিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, এই যুবতী কেবল যে অসামান্যা সুন্দরী

ও চতুরা এরূপ নহে, সে উচ্চ শিক্ষিতা ; শিল্পে, সাহিত্যে ও নৃত্য গীতাদিতেও তাহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা আছে ! যে সকল গুণ থাকিলে ইউরোপের সম্ভ্রান্ত মহিলাসমাজের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিতে পারা যায়, তাহার সেই সকল গুণ পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। মিঃ ব্লেক কি ভাবে গোয়েন্দাগিরি করেন, তাঁহার তদন্তকার্য্যের ধারা কিরূপ, ইত্যাদি এত কথা সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, মিঃ ব্লেকের সন্দেহ হইল সে তাহার স্বামীকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া নিজেই গোয়েন্দাগিরি করে না কি ? গোয়েন্দাগিরির ফন্দী ফিকির সম্বন্ধে সে এরূপ অভিজ্ঞতা কোথা হইতে সঞ্চয় করিল ? যদিও তাহার প্রশ্নগুলি নারী-সুলভ কৌতূহলের ফল বলিয়াই প্রথমে তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, কিন্তু শেষে তাঁহার সন্দেহ হইল, সে কোন গুপ্ত উদ্দেশ্যেই তাঁহার মনের কথা টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে ! তখন তিনি সতর্ক ভাবে তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এরূপ সন্দেহের আরও একটা সঙ্গত কারণ ছিল ; তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলেন, ফ্লাক্সম্যান তাঁহাদের খুব নিকটেই আহার করিতে বসিয়া কাণ পাতিয়া তাঁহার সকল কথা শুনিতেছে ! তাঁহার মনে হইল, মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া খাইতে বসিযাছে—তাহার কোন গুপ্ত অভিসন্ধিই ইহার কারণ। কিন্তু তাহার অভিসন্ধি যাহাই হউক, সে যে মিষ্ট হাসি ও লোভনীয় কটাক্ষ খয়রাত করিয়া মিঃ ব্লেকের মনের কথা টানিয়া বাহির করিবে—মিঃ ব্লেক তেমন পাত্র নহেন। সুদক্ষ বেদের ওস্তাদের মত তিনি সাপকে ছোঁ মারিতে দিলেন, কিন্তু সাপের একটা ছোবলও তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিল না ! সাপ্ বোধ হয় মনে করিল, সে অনেকখানি বিষ ঢালিয়া তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিয়াছে।

আহার্য্য দ্রব্যরাজির আয়োজন দেখিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন, এই ভোজ দিতে প্রাসিডি ফ্লাক্সম্যানের বিপুল অর্থব্যয় হইয়াছে ; এরূপ ব্যয়সাধ্য ও উপাদেয় 'খানা' দেওয়া ইউরোপের অনেক লক্ষপতিরও কষ্টসাধ্য। আমাদের দেশের বড় লোকেরা হাজার দু'হাজার লোককে 'পোলাও কালিয়া' খাওয়াইলে লোকে মনে করে, উঃ, কি টাকাটাই খরচ করলে, টাকার শ্রাদ্ধ হয়ে গেল !' কিন্তু বিলাতের

এই রকম হোটেলে দুই তিন শত লোককে খানা খাওয়াইতে তাহার ত্রিশগুণ টাকা বেশী খরচ হয়! এক এক বোতল উৎকৃষ্ট মদের দাম শুনিলে পীলে চম্‌কাইয়া যায়, এবং সেরূপ কুড়ি পঁচিশ বোতল মদের দামে দুই চারিজন ডেপুটী সব-জজের এম-এ বি-এল পাশ ছেলেকে কন্যাদায়গ্রস্ত মেয়ের বাপ নিলামে কিনিয়া লইতে পারে! নানাবিধ দুর্লভ মদ্যের বোতলের কাক্ যখন ফটাফট্ শব্দে খোলা হইতে লাগিল, আর ভোক্তার দল সেই সুপেয় সুধা আকণ্ঠ পান করিয়া গোলাপী নেশায় বিভোর হইয়া উঠিল, তখন খানার টেবিলে হাসি ও রসিকতার জোয়ার ছুটিল।

মিঃ ব্লেক অপরিমিত সুরাপানের পক্ষপাতী ছিলেন না; পূর্ণগর্ভ স্ফটিক-পাত্র নিকটে আসিতেই তিনি হাত নাড়িলেন। তিনি প্রথম হইতেই কাপ্তিডি ফ্লাক্সম্যানের উপর দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তিনি আহার করিতে করিতে তাঁহার পার্শ্বস্থ ভোক্তাদের সঙ্গে যে সকল কথার আলোচনা করিতেছিলেন, মিঃ ব্লেক তাহা খুব মন দিয়া শুনিতেছিলেন।

তিনি দেখিলেন ফ্লাক্সম্যানের উদরটি একটি জালা বিশেষ, যত দাও আপত্তি নাই; তিনি না বলেন না! বোতলের পর বোতল শূন্যগর্ভ করিয়া তাঁহার 'খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট!' তিনি তাঁহার বাহাদুরীর গল্প বলিতে লাগিলেন, এবং এরূপ আভাস দিলেন যে, স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডটাকে তিনি শীঘ্রই মুঠায় পুরিবেন; বড় বড় ডিটেক্‌টিভ যাহারা দু'পয়সা করিয়া খাইতেছিল, তাহাদের দোকান শীঘ্রই বন্ধ হইবে, এবং অগত্যা গোয়েন্দাগিরি ছাড়িয়া ক্ষুর কিনিয়া তাহারা নাপিতের ব্যবসায় আরম্ভ করিবে!—এই কথা বলিয়া তিনি মিঃ ব্লেকের দিকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

মিঃ ব্লেক এ কথা শুনিয়া বিরক্তিভরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মিসেস্ ফ্লাক্সম্যানের মুখের দিকে চাহিলেন। মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান চক্ষু রাঙ্গা করিয়া এরূপ কুপিত দৃষ্টিতে তাহার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল যে, তাহার মুখ দেখিয়া ফ্লাক্সম্যানের নেশা ছুটিয়া যাইবার উপক্রম হইল!

মিঃ ব্লেক চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া মনে মনে বলিলেন, "এই স্ত্রীলোকটির যে

বুদ্ধি ও বিবেচনা আছে, উহার দাম্ভিক স্বামীর তাহা নাই। এই যুবতী উহার স্বামী অপেক্ষা অনেক চতুর। আমার বিশ্বাস, এই অসংযতবাক্, উদ্ধত ও স্থূলবুদ্ধি পুরুষটাকে উহার স্ত্রীই পরিচালিত করে। স্ত্রীর বুদ্ধিতে না চলিলে এতদিনে উহাকে গোল্লায় যাইতে হইত।"

মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান মিঃ ব্লেকের মুখ দেখিয়া তাঁহার মনের ভাব কতকটা বুঝিতে পারিল; সে তাহার স্বামীর চপলতার পরিচয়ে মর্ম্মাহত হইয়া বলিল, "দেখুন মিঃ ব্লেক, আমার স্বামী তাঁহার বৈষয়িক কাজে এতই মস্গুল, আর গোয়েন্দাগিরিতে তাহার উৎসাহ এতই বেশী যে, সময়ে সময়ে তিনি নিজেই নিজের কাজের তারিফ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন; তাহার আত্মপ্রশংসা লোকে কি ভাবে লইতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পান না। ইহা উহার নিজের উপর অত্যধিক অন্ধ বিশ্বাসের ফল। আশা করি, আপনি উহার এই দম্ভের পরিচয়ে অসন্তুষ্ট হইবেন না। আর সত্যের অনুরোধে আপনাকে একথাও বলিতে পারি যে, উহার দম্ভটা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, দম্ভ করিবার উহার একটু অধিকার আছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, হাঁ, নিশ্চয়ই আছে মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান! কিন্তু একথাও বিশ্বাস করি যে, আপনি মূল্যবান উপদেশ দ্বারা উহাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন, আপনার আন্তরিক চেষ্টা ও যত্নেই উনি কর্ম্মক্ষেত্রে এতদূর সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছেন। কোথায় কোন্ কাজ করিয়া উনি প্রতিভাবান ডিটেক্‌টিভ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, আপনার মুখে তাহা শুনিবার জন্য কিঞ্চিৎ আগ্রহ হওয়া আপনি বোধ হয় আমার পক্ষে অশিষ্ট কৌতূহল বলিয়া মনে করিবেন না।"

মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান মুহূর্ত্তের জন্য মিঃ ব্লেকের মুখের উপর সন্দিগ্ধ কটাক্ষপাত করিল; তাহার পর হাসিয়া বলিল, "সেইরূপ দুই একটি ঘটনার কথা আপনাকে বলিতে আমার আপত্তি ছিল না, মিঃ ব্লেক! কিন্তু খানার টেবিলে বসিয়া ত সেই দীর্ঘকাহিনী শেষ করিতে পারিব না। আপনি দয়া করিয়া অবসরমত এখানে আসিয়া এ সম্বন্ধে কাসিডির সঙ্গে কিছুকাল আলাপ করিবেন। তিনি আপনার আগ্রহ পূর্ণ করিবেন এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

মিঃ ব্লেকের মনে হইল, তাঁহার কৌতূহল সংযমের সীমা অতিক্রম করিয়াছে মনে করিয়া মিসেস্ ক্লাক্সম্যান হয় ত একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছে; তাহার কণ্ঠস্বরে যেন বিরক্তির আভাস ছিল!

মিঃ ব্লেক তাঁহার ত্রুটি ঢাকিয়া লইবার জন্য বলিলেন, "হাঁ, উঁহার কাছে আসিয়া উঁহার বুদ্ধিনৈপুণ্যের ও চাতুর্য্যের গল্প শুনিবার জন্য আমার খুব আগ্রহ হইয়াছে বটে, কিন্তু অবসর বড়ই কম; তবে আমার সহকারী অনেক বিষয়েই আমাকে সাহায্য করে, তাহাকেই অধিকাংশ স্থলে পাঠাই।"

কথাটা বলিয়াই তিনি ভাবিলেন, "এ কথা না বলাই উচিত ছিল, কোন রকম সন্দেহ করিয়া না বসে!"

মিঃ ব্লেক তাঁহার অসংযত কৌতূহলের জন্য কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়াছেন বুঝিয়া, মিসেস্ ক্লাক্সম্যান আমোদ বোধ করিল, হাসিয়া বলিল, "আশা করি কিছুদিনের মধ্যেই আমার স্বামীর সহিত আপনার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইবে। আমার স্বামী এখানে ব্যবসায় করিতে আসিবেন শুনিয়া আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, লণ্ডনে গিয়া মিঃ ব্লেকের ব্যবসায়ের অসুবিধা ঘটাইবার দরকার কি? স্বদেশে ত কাজের অভাব নাই। আমার কথা শুনিয়া উনি বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের লোককে খুসী করিতে পারিলে তাহারা পয়সা দিতে কৃপণতা করে না; বিশেষতঃ লণ্ডনে দুইজন বড় ডিটেক্‌টিভ অনায়াসেই প্রতিপালিত হইতে পারে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার স্বামী অসঙ্গত কথা বলেন নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে গুরুতর অপরাধের সংখ্যা অল্প নহে! আমার বিশ্বাস, আপনার স্বামী পুলিশের কাজ অনেকটা হাল্কা করিয়া দিতে পারিবেন।"

মিসেস্ ক্লাক্সম্যান হাসিয়া বলিল, "আপনার পক্ষে তাহা ত তেমন প্রার্থনীয় হইবে না। দেশে রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস হউক, ইহা কোন দেশের কোন ডাক্তার ইচ্ছা করে কি?"

মিঃ ব্লেক এ সম্বন্ধে আর কোন কথা বলা সঙ্গত মনে করিলেন না; বিশেষতঃ নারীর সহিত তর্ক-বিতর্কে কোন দিনই তাঁহার আগ্রহ ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে

মহিলার দল সেই সময় গাত্রোত্থান করায় তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন, হাসিয়া বলিলেন, “এ সব আলোচনা আর একদিন করা যাইবে, মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান !”

মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান বলিল, “সুখের কথা। আপনারা পুরুষেরা ত এখানে থাকিলেন ; আশা করি আমার স্বামীর সঙ্গে দশ মিনিটের আলাপেই আপনাদের বন্ধুত্ব হইয়া যাইবে। আপনাদের উভয়েরই খোলা প্রাণ।”

মহিলাগণ খানার টেবিল হইতে চলিয়া যাওয়ার পর পুরুষেরা ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলেন। মিঃ ব্লেক একটা চুরুট মুখে গুঁজিয়া ধূমরাশি উদ্গীরণ করিতে করিতে আড় চোখে ফ্লাক্সম্যানকে দেখিতে লাগিলেন। ফ্লাক্সম্যান তখনও কয়েকজন ভদ্রলোকের কাছে নিজের কথাই দশকাহন করিয়া বলিয়া যাইতেছিল ! তাহা শুনিতে শুনিতে মিঃ ব্লেকের কান ঝালাপালা হইয়া গেল ; তিনি মনে মনে বলিলেন, “সাধারণ ইয়াঙ্কিদের হামবড়া ভাব ইহাতে আঠার আনা বর্ত্তমান। যে লোক নিজের প্রশংসা লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে সে কাজ করে কখন ?”

ফ্লাক্সম্যান তখন হাত মুখ নাড়িয়া এবং চক্ষুর দশরকম ভঙ্গী করিয়া বলিতে ছিলেন, “বড়গোছের চুরি হোক, ডাকাতি হোক, আর গুপ্তহত্যাই হোক, একটা তদন্তের ভার আমার হাতে আসিলেই আপনারা দেখিবেন, গোয়েন্দাগিরির কৌশল কি রকম করিয়া খাটাইতে হয়। তদন্ত হাতে লইব, আর তিন দিনের মধ্যে অপরাধীকে ধরিয়া সকল রহস্য প্রকাশ করিয়া দিব। আপনাদের মনে হইবে সকল কাজ কলে হইতেছে! সে কল যে আমার বুদ্ধি ও কৌশল, তা আপনারা জানিবেন কিরূপে ? হুঁ, হুঁ ! বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার গোয়েন্দাগিরি ত আর আপনারা দেখেন নাই ; আপনারা জানেন সেকেলে সেই বকেয়া গোয়েন্দাগিরি—সভ্য জগতে যা সম্পূর্ণ অচল।” তিনি অবজ্ঞাভরে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া খুব জোরে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িলেন ! দেখিয়া শুনিয়া মিঃ ব্লেকের মন বিতৃষ্ণায় পূর্ণ হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন, “তোমার টাকার জোর আছে ; টাকা ঢালিয়া নিজের ঢাক খুব জোরে বাজাইতে পারিবে, লোকে খাতিরও দিন কত করিবে। কিন্তু এ রকম বচন-

বাগীশ হাঁদারাম ক'দিন পসার রাখিবে? আর যদি সত্যই মেকি হয়, তাহা হইলে উহার বুজরুকি তিনদিনেই ধরা পড়িয়া যাইবে। টাকার এত জাঁক! এ টাকা নিশ্চয়ই উহার স্বোপার্জ্জিত নহে, গোয়েন্দাগিরি করিয়া ত নয়ই। আমার অনুমানই সত্য। উহার স্ত্রী বাপের সম্পত্তি পাইয়াছে। শ্বশুরেব পয়সায় এত নবাবী! আমাদের দেশের বড় বড় লর্ডই যখন মার্কিণ দেশে বিবাহ করিয়া শ্বশুরের ধনে আমিরী করে, আর লম্বা লম্বা কথা বলে, তখন এই বচনবাগীশ মার্কিণটার আর কি দোষ দিব? একটা কোটীপতি শ্বশুর জোগাড় করিয়া লইতে পারিলে লম্বা চাল দেওয়ার খুব সুযোগ ঘটে।"

হায় ব্লেক! বুড়া বয়সে তুমি বৃথা আক্ষেপ করিতেছ!

ফ্লাক্সম্যান সম্বন্ধে তাঁহার অনুকূল ধারণা হইল না, তিনি ক্ষুব্ধভাবে বলিলেন, "ঘণ্টা কয়েক সময় অনর্থক নষ্ট করিলাম! আহারটা ভালই হইল বটে, কিন্তু এই কয় ঘণ্টায় অনেক কাজ শেষ করিতে পারিতাম; তবে মার্কিনটার রুচি প্রকৃতি ও বল বুদ্ধির কতকটা পরিচয় পাওয়া গেল বটে। মিসেস্ ফ্লাক্সম্যানকেও চিনিয়া রাখিলাম। সাধারণ রমণী সমাজের বহু ঊর্দ্ধে উহার স্থান; উহার স্বামী উহার সম্পূর্ণ অযোগ্য! বানরের গলায় মুক্তার মালা।"

হঠাৎ ফ্লাক্সম্যান মিঃ ব্লেককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মিঃ ব্লেক, কি ভাবিতেছেন? আমি এখানে ব্যবসায় আরম্ভ করিলে আপনার পশার নষ্ট হইবে ভাবিয়া কি উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন? হা, হা, হা।"—হাসির চোটে তাহার সোনার বাঁধান দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িল।

মিঃ ব্লেক সহজ স্বরে বলিলেন, "না মিঃ ফ্লাক্সম্যান দুশ্চিন্তার, কোন কারণ নাই। ইংলণ্ডে দুইজন ডিটেক্টিভের অন্নসংস্থানের স্থানের অভাব নাই।"

ফ্লাক্সম্যান মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা বটে; কিন্তু কোন কাজ হাতে লইয়া আমি তাহাই শেষ করিতে দশ পনের দিন কাটাইয়া দিব, আমাকে এরূপ ঢিমে মনে করিবেন না। যা হাতে লইব, চব্বিশ ঘণ্টাতেই তা শেষ হইবে! সুতরাং পনের আনা তদন্তের ভার আমারই হাতে আসিবে।"

মিঃ ব্লেক ক্রোধ গোপন করিয়া বলিলেন, "বেশ ত। আপনার তদন্তের

বৈজ্ঞানিক কৌশলটা আপনার কাছে শিখিয়া লইতে পারিব, ইহাও মস্ত লাভ!

ফ্লাক্সম্যান এ কথায় খুব আমোদ বোধ করিয়া দন্তবিকাশ করিয়া বলিলেন, "হাঃ, হাঃ, বুড়া বয়সে আমার সাক্‌রেদী করিবার জন্য আপনার সখ হইয়াছে? বেশ, বেশ! আপনার আশা পূর্ণ হইবে।"

মিঃ ব্লেক এই আত্মম্ভরী বাচালের সহিত বাক্যালাপে আর সময় নষ্ট না করিয়া উঠিলেন। তিনি সেই কক্ষ হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই হোটেলের ম্যানেজার ফ্যাঙ্কো ফেবার দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া মাথা সবেগে আন্দোলিত করিতে করিতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখে প্রকাণ্ড একজোড়া গোঁফ, কিন্তু মাথাটা ঘসাপয়সার মত মসৃণ, বিশাল টাক! তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। মুখ ব্লটিং কাগজের মত সাদা হইয়া গিয়াছিল।

ম্যানেজারের ভাব দেখিয়া সকল লোক বিস্ময়ে লাফাইয়া উঠিল। সকলেই বুঝিল নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে; কিন্তু কাসিডি ফ্লাক্সম্যান বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া বলিল, "ব্যাপার কি ফেবার! এ রকম বিচলিত হইয়াছ কেন?

ম্যানেজার স্খলিত স্বরে বলিলেন, "ভদ্র মহোদয়গণ! আমার বেয়াদপি আপনারা মার্জ্জনা করিবেন। আমি আপনাদের আমোদ-প্রমোদে বাধা দিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছি তাহা বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু মিঃ ফ্লাক্সম্যান, মিঃ ব্লেক, আমি আপনাদের উভয়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনায় আসিয়াছি। বড়ই ভীষণ কাণ্ড! আমার হোটেলে যে এ রকম কাণ্ড ঘটিতে পারে ইহা স্বপ্নের অগোচর।"

ইন্‌স্পেক্টর গজ ম্যানেজারের সম্মুখে গিয়া বলিলেন, "স্থির হউন মসিয়েঁ ফেবার! অনর্থক আর্ত্তনাদ না করিয়া ব্যাপার কি তাহাই আগে বলুন।"

ম্যানেজার পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ঘর্ম্মাক্ত ললাট ও মুখমণ্ডল মুছিয়া ফেলিলেন, তাহার পর জড়িত স্বরে বলিলেন, "চুরি! হোটেলে ভয়ানক চুরি হইয়া গিয়াছে; এ কাণ্ড বোধ হয় দুই এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই ঘটিয়াছে। লেডি কাম্বারল্যাণ্ডের মহামূল্য হীরার নেকলেস কে চুরি করিয়াছে! তিনি এই হোটেলেই বাসা লইয়া বাস করিতেছেন; তাঁহার ঘর হইতে উহা চুরি গিয়াছে।—মহামূল্য নেকলেস!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ব্লেক বনাম ফ্লাক্সম্যান

হোটেল আরজেন্টের ম্যানেজার ফেবারের কথা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর গজ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "লেডি কারভারের মহামূল্য হীরার নেকলেস্ চুরি গিয়াছে, এই হোটেল হইতে? কি সর্ব্বনাশ!

নিমন্ত্রিত অতিথিরা ম্যানেজারের কথা শুনিয়া এতই বিস্মিত হইয়াছিলেন যে তাঁহাদের কাফি পানে ব্যাঘাত উপস্থিত হইল; পেয়ালার কাফি টেবিলের উপর ঠাণ্ডা হইতে লাগিল, এবং অনেকের চুরুটের আগুন নিবিয়া গেল!

ম্যানেজার বলিলেন, "ভয়ঙ্কর ব্যাপার মহাশয়! ইহার পর কি হীরক জহরত লইয়া কেহ এখানে বাস করিতে সাহস করিবে? আমাদের ব্যবসায় ও হোটেলের প্রতিপত্তি সমস্তই নষ্ট হইবে!"

ইন্‌স্পেক্টর গজ অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "চুরিটা ঠিক ত মসিয়ে ফেবার?"

ম্যানেজার বলিলেন, এ কি সন্দেহ করিবার বিষয়, ইন্‌স্পেক্টর! যাঁহার নেকলেস্ গিয়াছে তাঁহার ক্ষতির ত কথাই নাই, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও যে সর্ব্বনাশ হইবে!"

ইন্‌স্পেক্টর গজ বলিলেন, "তাহা হইলে 'পুলিশ কেশ' করুন। এই চুরির তদন্তভার ত পুলিশেই হাতে লইবে। আপনি পুলিশে সংবাদ পাঠাইয়াছেন, না, আমিই সংবাদ দিব?"

মসিয়ে ফেবার মাথায় হাত দিয়া হতাশ ভাবে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, তাহার পর ইন্‌স্পেক্টর গজকে বলিলেন, "আপনি বলিতেছেন কি মহাশয়! পুলিশে খবর পাঠাইতে হইবে? না মহাশয়, ঐ কাজটি আমাকে দিয়া হইবে না। তাহাতে কেলেঙ্কারীর একশেষ হইবে; কত বড় বড় লোকের

আমার হোটেলে বাসা করিয়া আছেন ; পুলিশ আসিয়া তাঁহাদের বাক্স তোরঙ্গ খানাতল্লাস করিবে, তাঁহারা অপদস্থ ও অপমানিত হইবেন। কথাটা জানাজানি হইলে অপমানের ভয়ে আর কোন ভদ্রলোক আমার হোটেলের ছায়াও মাড়াইবেন না! আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। তা ছাড়া লেডি কারভার এতদুর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও পুলিশ ডাকিতে রাজী নহেন ; তাঁহাকে থানা আদালতে দৌড়াদৌড়ি করিতে হইবে, সাধারণ লোকের মত প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার জেরা জবানবন্দী চলিবে, এ চিন্তাও তাঁহার অসহ্য। ক্ষতি ত হইয়াছেই, তাহার উপর তাঁহার অপমানের সীমা থাকিবে না। না, এই চুরির সংবাদ তিনি সাধারণকে জানাইতেও সম্মত নহেন। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, মিঃ ক্লাক্সম্যান ও মিঃ ব্লেক এখানে আছেন, তাঁহাদেরই সহায়তা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইংলণ্ড ও আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভদ্বয় এখানে উপস্থিত থাকিতে পুলিশে সংবাদ দিয়া লাভ কি? তাঁহারা দু'জনে যাহা পারিবেন, লণ্ডনের সমস্ত পুলিশ একত্র চেষ্টা করিয়াও তাহা করিতে পারিবে না। আমি লেডি কারভারের পক্ষ হইতে মিঃ ক্লাক্সম্যান ও মিঃ ব্লেকের সহায়তা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। আশা করি তাঁহাদের চেষ্টায় অপহৃত হীরক নেকলেস্ পাওয়া যাইবে।"

মিঃ ব্লেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন ; তাঁহার ধারণা হইল এ নিতান্ত সাধারণ চুরি, এ চুরি ধরিতে প্রতিভাবান ডিটেক্‌টিভের সহায়তা গ্রহণের আবশ্যকতা নাই ; পুলিশের চেষ্টাতেই তাহা ধরা পড়িবে। এরূপ সাধারণ চুরির তদন্তভার গ্রহণ করিয়া সময় নষ্ট করা তাঁহার বাঞ্ছনীয় মনে হইল না ; বিশেষতঃ তখন তাঁহার হাতে অনেকগুলি বড় বড় তদন্তের ভার ছিল।

মসিয়ে ফেবারকে উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "দেখুন মসিয়ে ফেবার, লেডি কারভার যদি আমার উপর এই তদন্তের ভার দিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন তাহা হইলে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আমি তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিব না। এই ভার পুলিশের হস্তে অর্পণ করিতেই আমি তাঁহাকে উপদেশ দিই ; ইহাতে কোন অপমান নাই।"

ক্লাক্সম্যান হতাশভাবে দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া বলিলেন, "কিন্তু আপনি.

অতি অসম্ভব কথা বলিতেছেন! একে ত এই তদন্তভার পুলিশের হাতে দিতে লেডি কারভারের আদৌ ইচ্ছা নাই; তাহার উপর আমাকেও আমার হোটেলের স্বার্থ দেখিতে হইবে। বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা ও পুরুষ দেশ দেশান্তর হইতে আসিয়া আমার এই হোটেলে বাস করিতেছেন, এই চুরির সংবাদ এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের কর্ণগোচর হয় নাই; কিন্তু পুলিশ আসিলেই এই চুরির সংবাদ সংবাদপত্রে বাহির হইয়া যাইবে, সকলেই ইহা শুনিতে পাইবেন। তাহার পরই তাঁহারা হোটেল হইতে প্রস্থান করিবেন।—মিঃ ব্লেক, আমি আপনার প্রস্তাবের সমর্থন করিতে পারিলাম না। আপনি আমাদের সাহায্য করিতে সম্মত না হইলেও, আশা করি মিঃ ফ্লাক্সম্যান এই তদন্তভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে আপত্তি করিবেন না। তিনি তাঁহার অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়া নিশ্চয়ই আমাদিগকে মুগ্ধ করিবেন। লণ্ডনে পদার্পণ করিয়াই যদি তিনি এত বড় একটা চুরি সহজে ধরিতে পারেন, তাহা হইলে তিন দিনেই এদেশে তাঁহার নাম জাহির হইবে, পশারও হু-হু করিয়া বাড়িয়া যাইবে।”

ফ্লাক্সম্যান আর এক গ্লাস মন্ত গলাধঃকরণ করিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের উপর একটা অবজ্ঞাপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন; তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন, “একটা পুরাতন প্রবচন আছে ‘দেবতারা যেখানে পদক্ষেপণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন, আহাম্মুকেরা সেখানে দল বাঁধিয়া হল্লা করিতে যায়’—আমি কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই প্রাচীন প্রবচন উল্টাইয়া দিয়া বলিতে চাই,—‘আহাম্মুকেরা যেখানে গিয়া হল্লা করিতে ভয় পায়, দেবতারা সেখানে অসঙ্কোচে পদক্ষেপণ করেন। অবশ্য, আমার এ কথায় মিঃ ব্লেকের বিরক্ত হইবার কারণ নাই; যেহেতু তিনিও দেবতা নহেন, আর আমিও আহাম্মুক নহি। আমার বিশ্বাস—লেডি কারভারের অপহৃত হীরকনেকলেস্ উদ্ধার করিতে আধ ঘণ্টার অধিক সময় লাগিবে না, অর্থাৎ পুলিশকে খবর দিয়া এখানে আনাইবার পূর্ব্বেই তাঁহার নেকলেস্ তাঁহার গলায় উঠিবে। অবশ্য, উহার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতে মিঃ ব্লেকই প্রথমে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন; তবে কাজটার গুরুত্ব বুঝিয়া যদি বাতব্যাধিতে উঁহার চরণযুগল আড়ষ্ট হইয়া থাকে, এবং, সেজন্য

উনি অচল হন, তাহা হইলে একটি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলার সম্মান রক্ষার খাতিরে তদন্তভারটা হাতে লওয়া আমার পক্ষে নিশ্চয়ই অমর্য্যাদাজনক মনে করিব না। হা, হা হো হো। (বিকট উচ্চহাস্য।)

দুঃখের বিষয়, সমাগত ভদ্রমণ্ডলী সেই হাস্যে যোগ দিলেন না, বরং মিঃ ব্লেকের শক্তি সামর্থ্যে অন্যায় কটাক্ষপাত করিতে দেখিয়া কেহ কেহ একটু অসন্তুষ্টই হইলেন ; মার্কিণ শিষ্টাচারের এ নমুনা তাঁহাদের নূতন বলিয়াই মনে হইল। মিঃ ব্লেকের মুখমণ্ডল ক্রোধে আরক্তিম হইল ; তিনি ফ্লাক্সম্যানের মুখের উপর তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া নীরস স্বরে বলিলেন, "মহাশয়, আপনার ইতর রসিকতার মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে পারিলাম না ! আপনি কি দেখিয়া সাব্যস্ত করিলেন যে, আমি অচল হইয়াছি ?"

ফ্লাক্সম্যান বলিলেন, "অচল কি আর কেহ ইচ্ছা করিয়া হয় ? কঠিন ভার ঘাড়ে লইয়া পাছে অপদস্থ হইতে হয়, এই ভয়ে পা থাকিতেও অনেককে অচল হইতে দেখা যায়। আমার একটা মহদ্দোষ—আমি বড্ড স্পষ্টবাদী ; সত্য কথা বলিতে কি, ইহা আমাদের জাতীয় চরিত্রেরই বিশেষত্ব।"

মিঃ ব্লেক ঘৃণাভরে বলিলেন, "ইহা বেহায়াদের চরিত্রগত বিশেষত্ব ; আপনার অনুমান শক্তিটাও খুব প্রবল দেখিতেছি !"

ফ্লাক্সম্যান বলিলেন, "অতি নির্ব্বোধের পক্ষেও ইহা অনুমান করা কঠিন নয় যে, আপনি এই তদন্তভার হাতে লইয়া যদি কৃতকার্য্য হইতে না পারেন, আর তাহার পর আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে অপহৃত হীরক-হার উদ্ধার করিয়া দিতে পারি —তাহা হইলে আপনাকে কিরূপ অপদস্থ ও দুর্নামগ্রস্ত হইতে হইবে তাহা বুঝিতে পারিয়াই মানে মানে পিছাইয়া পড়িতেছেন ; তদন্তের ভার পুলিশের হাতে দিয়া সেই সম্ভ্রান্ত মহিলাটিকে অপমানিত ও এই ম্যানেজার মহাশয়কে বিপন্ন করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন ! নিজে পারিবেন না উত্তম, কিন্তু অন্যের সাহায্যে অনুসন্ধান ও অনিষ্ট হয় এরূপ পরামর্শ দেওয়া বুঝি খুব শিষ্টাচারসঙ্গত ? আর একথা বলাই বেহায়ার চরিত্রগত বিশেষত্ব ? চমৎকার !"

ফ্লাক্সম্যানের বক্তৃতা শুনিয়া কয়েকটি মাতাল যুবক উৎসাহে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "ঠিক কথা! বহুতাচ্ছা মিঃ ফ্লাক্সম্যান!"

আর একজন হাত তুলিয়া তাহাদিগকে থামাইয়া বলিল, "এত বড় একটা প্রকাণ্ড চুরি হইয়া গেল, ব্যাপারটা তুচ্ছ নয়; গোয়েন্দাগিরিতে দক্ষতাপ্রকাশের উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত। মিঃ ব্লেক চুরি ধরিতে পারিবেন বুঝিলে তিনি কি এই সুযোগ ত্যাগ করিতেন? মিঃ ফ্লাক্সম্যানের সাহস আছে, নিজের উপর বিশ্বাস আছে, তিনি তদন্তভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।—এই ব্যাপারে পুলিশ ডাকিতে পরামর্শ দেওয়াই মিঃ ব্লেকের আত্মশক্তিতে অপ্রত্যয়ের সুস্পষ্ট নিদর্শন।"

মিঃ ব্লেক অসহিষ্ণু ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মহাশয়গণ, আত্মশক্তিতে আমার প্রত্যয় আছে কি না তা আমার জানা আছে; আপনাদের প্রশংসার লোভে আমি গোয়েন্দাগিরিতে কাহারও সহিত প্রতিযোগিতা করিতে ইচ্ছুক নহি। আমার সম্মান ও প্রতিপত্তি এত ক্ষণভঙ্গুর নহে যে, একজন বিদেশীর সহিত জুয়া খেলিতে অসম্মত হইলেই তাহা নষ্ট হইবে। আমি অপদস্থ হইবার ভয়ে এই চুরির তদন্তভার গ্রহণে অসম্মত—মিঃ ফ্লাক্সম্যানের এই ধারণা যে নিতান্তই ভ্রান্ত, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্যই আমাকে অনিচ্ছার সহিত এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপণ করিতে হইতেছে। মসিয়ে ফেবার, আমি আপনার ও লেডি কারভারের অনুরোধে সম্মত হইলাম।"

ফ্লাক্সম্যান চেয়ার হইতে সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমিও, মসিয়ে ফেবার! আমিও এই তদন্তভার গ্রহণ করিলাম। আর কোন কারণে না হউক, আপনাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভকে আমাদের দেশের নূতন ধরণের গোয়েন্দাগিরির কৌশলটা দেখাইবার জন্যই এই ভার গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করিতেছি। মসিয়ে ফেবার, কোথায় যাইতে হইবে আমাদের লইয়া চলুন।"

ম্যানেজার আশ্বস্ত চিত্তে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, মিঃ ফ্লাক্সম্যান, আমার বিশ্বাস, আপনাদের উভয়ের সমবেত চেষ্টায় লেডি কারভারের অপহৃত হীরক-নেকলেস্ শীঘ্রই পাওয়া যাইবে; আমার হোটেলের সুনাম বজায় রহিবে। লেডি কারভারের সৌভাগ্য যে, চুরির অব্যবহিত পরেই আপনাদের ন্যায় দুইজন বিখ্যাত ও সুনাম-

ধন্য ডিটেক্‌টিভকে একত্র পাওয়া গেল! অন্যান্য ভদ্র মহোদয়গণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন, তাঁহারা দয়া করিয়া এখানেই অপেক্ষা করুন; আর আমার অনুরোধ, যেসকল কথা তাঁহারা শুনিলেন, তাহা যেন বাহিরে প্রকাশ না হয়।”

যে সকল নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই ইচ্ছা ছিল—মসিয়ে ফেবারের অনুসরণ করিয়া ডিটেক্‌টিভদ্বয়ের হার-জিৎ প্রত্যক্ষ করিবেন; কিন্তু তাঁহার এই অনুরোধের পর সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করা শিষ্টাচারসঙ্গত হইবে না বুঝিয়া তাঁহারা অনিচ্ছার সহিত সেই কক্ষেই বসিয়া রহিলেন। মিঃ ব্লেক ও ফ্লাক্সম্যান ম্যানেজারের অনুসরণ করিলেন।

মিঃ ব্লেক অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন; ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই ভাবে তদন্তকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া তিনি অপমানজনক ও অত্যন্ত বিড়ম্বনার বিষয় মনে করিয়া রাগে ফুলিতেছিলেন। কাসিডি ফ্লাক্সম্যান কৌশল করিয়া তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলে তাঁহাকে পরিচালিত করিল, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষোভ ও আক্ষেপের বিষয় বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন, “চুলোয় যাক্ লেডি কারভারের হীরার নেকলেস্! কি কুক্ষণেই আজ আমি বাড়ী হইতে পা বাড়াইয়াছিলাম! হোটেল আরজেণ্টে ভোজ খাইতে আসা বড়ই ঝকমারি হইয়াছে। আজ যদি এই দাম্ভিক ইয়াঙ্কিটার দর্প চূর্ণ করিতে না পারি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে গোয়েন্দাগিরি করাই আমার পক্ষে কঠিন হইবে; যদি অপদস্থ হই তাহা হইলে মানসম্ভ্রম বজায় রাখিতে পারিব না। বড়ই বিপদে পড়িলাম দেখিতেছি!”

ফ্লাক্সম্যানের সাহস স্ফূর্ত্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় পাইয়া তিনি যেন আরও বেশী অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। ফ্লাক্সম্যান এরূপ ভাব ভঙ্গী প্রকাশ করিতে লাগিলেন—যেন চোরা নেকলেস্ ছড়াটা তাঁহার পকেটেই আছে, উহা লেডি কারভারকে ফেরত দিতেই যে কিছু বিলম্ব! তদন্ত আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই ডিটেক্‌টিভের এরূপ আত্মপ্রত্যয়, এরূপ নিশ্চিন্ত ভাব কতকটা অস্বাভাবিক বলিয়াই তাঁহার মনে হইল। লোকটা কি যাদুকর? না খড়ি পাতিয়া গণিয়া বলিতে পারে চোরা মাল কোথায় আছে? তাঁহার হৃদয়ে তুমুল ঝটিকা আরম্ভ হইল।

ম্যানেজার মিঃ ব্লেক ও কাসিডি ফ্লাক্সম্যানকে সঙ্গে লইয়া বৈদ্যুতিক ‘লিফ্‌টে’

উঠিলেন, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহারা লেডি কারভারের বাসকক্ষের অদূরে অবতরণ করিলেন। কয়েকটি সুসজ্জিত কক্ষ ভাড়া লইয়া লেডি কারভার হোটেলের এই অংশে বাস করিতেছিলেন।

লেডি কারভারের বয়স হইয়াছিল। যৌবনসীমা অতিক্রম করিলেও তিনি যুবতীসুলভ বেশবিন্যাসের অনুরাগিণী ছিলেন। যৌবনকালে তিনি যে অসামান্যা রূপবতী ছিলেন, তাহা তাঁহাকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। বহুমূল্য অলঙ্কারে ও পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া তিনি তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রজাপতির ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন; কিন্তু মহামূল্য হীরক নেকলেস্ হারাইয়া তিনি বিহ্বল হইয়াছিলেন। তাঁহার আত্মসংবরণের শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল। ম্যানেজার ডিটেক্টিভ দ্বয়কে সঙ্গে লইয়া যখন তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি ব্যাকুলভাবে সেই কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।

ম্যানেজার তাঁহার ব্যাকুলতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার আশায় বলিলেন, "আপনি ধৈর্য্যধারণ করুন। এই দুইজন বিখ্যাত ভদ্রলোকের সহিত আপনার পরিচয় করিয়া দিই। ইনি লণ্ডনের সুবিখ্যাত ডিটেক্টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক, আর ইনি মিঃ কাসিডি ফ্লাক্সম্যান, আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্টিভ, সংপ্রতি ব্যবসায় উপলক্ষে লণ্ডনে আসিয়া এই হোটেলেই বাসা লইয়াছেন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে ইঁহারা দুইজনেই আপনার অপহৃত নেকলেস্ উদ্ধার করিবার জন্য এই চুরির তদন্তভার গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন। ইঁহাদের ন্যায় অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ডিটেক্টিভ পৃথিবীর অন্য কোন দেশে নাই, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

লেডি কারভার সাগ্রহে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আবেগভরে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনাকে দেখিয়া আমি কত সুখী হইয়াছি তা আমার প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। আপনার শক্তির কথা আমার অজ্ঞাত নহে, আর কে বা তা না জানে? আপনাকে দেখিয়া আমার ভরসা হইতেছে—আমার অপহৃত হীরক-নেকলেস্ শীঘ্রই আমার হস্তগত হইবে।"

মিঃ ব্লেক লেডি কারভারকে অভিবাদন পূর্ব্বক সবিনয়ে বলিলেন,

"আমার যাহা সাধ্য, আপনার অপহৃত নেক্লেস্ উদ্ধারের জন্য তাহার ত্রুটি করিব না, একথা বলাই বাহুল্য ; তবে আমার চেষ্টা যে নিশ্চয়ই সফল হইবে—একথা দৃঢ়তার সহিত বলা আমি সঙ্গত মনে করি না। আমার অভিমত জানিতে চাহিলে আমি-এই চুরির তদন্তভার পুলিশের হাতে দেওয়ার জন্যই আপনাকে অনুরোধ করিতাম। কারণ অগ্রপশ্চাৎ ইহা পুলিশের অনুসন্ধানের বিষয় হইবে, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই, কিন্তু আপনি যখন পুলিশের সাহায্য গ্রহণে অনিচ্ছুক তখন এজন্য আপনাকে অনুরোধ করা বৃথা। আপনি আমার সহায়তা গ্রহণের জন্য উৎসুক শুনিয়াই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি ; অবশ্য, তদন্ত-ভার গ্রহণে সম্মত হইয়াই আসিয়াছি।"

ক্যাসিডি ফ্লানাম্যান টেবিলের অদূরে দাঁড়াইয়া, অকুন্ঠিত চিত্তে একটা চুরুট ধরাইয়া লইয়া তাহাতে দুই এক টান দিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আপনি আপনার স্বদেশীয় ডিটেক্‌টিভকে অগ্রে সম্বোধন করিয়া তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করায় আমি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হই নাই, একথা আগেই বলিয়া রাখি। স্বদেশীয়ের প্রতি পক্ষপাত মানুষের চরিত্রগত বিশেষত্ব। তা মিঃ ব্লেক আপনার সাহায্যের জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগুন, এবং গোড়াতেই আপনাকে নিরাশার বাণী শুনাইয়া দিয়া তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি জাহির করিবার চেষ্টা করুন ; ইতিমধ্যে চুরুট টানিতে টানিতে আপনাদের আলাপের মর্ম্মটা শুনিয়া লই।"

মিঃ ব্লেক সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, লেডি কারভাবকে বলিলেন, "আপনার নেকলেস্‌চুরি সম্বন্ধে যাহা যাহা জানেন সকল কথা বলুন ; কখন কি ভাবে চুরি হইল তাহা আমার জানা আবশ্যক।"

লেডি কারভার বলিলেন, "আপনাকে বিশেষ কিছু বলিতে পারিব সে আশা নাই। উহা চুরি গিয়াছে—এইমাত্র বলিতে পারি। আমার এই নেকলেস্ বহুমূল্য হীরকে খচিত ; তেষট্টিখানি অত্যুৎকৃষ্ট হীরক এই নেক্‌লেসে গ্রথিত আছে। দুই পাশের হীরার আকার ঠিক সমান ; সেগুলির আকার দুই পাশ হইতে সমান ভাবে ক্রমেই ছোট হইয়া আসিয়াছে। গত বৎসর আমার স্বামী ইহা কুড়ি হাজার পাউণ্ডে (তিন লক্ষ টাকায়) কিনিয়া আমাকে উপহার দিয়া-

ছিলেন। সুতরাং ইহা যে কিরূপ মহামূল্য অলঙ্কার—তাহা আপনি বুঝিতেই পারিতেছেন। আমার স্বামী এই দুঃসংবাদ শুনিয়া রাগের মাথায় কি করিয়া বসিবেন —তা বুঝিতে পারিতেছি না! এই জন্যই আমি অধিক ভীত হইয়াছি।

"আজ একটা নাচের মজলিসে নিমন্ত্রণ ছিল বলিয়া সেখানে যাইবার পূর্ব্বে নেকলেস্ ছড়াটা বাহির করিয়া পরিয়াছিলাম। উহার স্প্রিংটা একটু ঢিলে ছিল; এই জন্য নাচের সময় যদি আমার অজ্ঞাতসারে উহা গলা হইতে খসিয়া পড়িয়া যায়, এই ভয়ে শেষে মনে করিলাম—উহা না লইয়া যাওয়াই ভাল। উহা খুলিয়া রাখিয়া নাচের মজলিসে যাইব স্থির করিয়া, ডিনারের পর ভোজনাগার হইতে দোতালায় আমার ঘরে আসিলাম; তাহার পর নেকলেস্ খুলিয়া লইয়া আমার পোষাকের টেবিলের দেরাজ হইতে অলঙ্কারের বাক্সটা বাহির করিলাম, এবং সেই বাক্সে নেকলেস্ পুরিয়া তাহা দেরাজে বন্ধ করিয়া রাখিলাম।

"প্রায় আধঘণ্টা পূর্ব্বে আমি শয়ন করিতে যাইব, এমন সময় হঠাৎ মনে হইল, তাড়াতাড়িতে আমার অলঙ্কারের বাক্সটা চাবি দিয়া বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। তখনই দেরাজ হইতে অলঙ্কারের বাক্স বাহির করিলাম। তাহা খুলিয়া দেখি—নেকলেস্ নাই! কে কি কৌশলে উহা চুরি করিল—তাহা আমার অজ্ঞাত; কিন্তু মিঃ ব্লেক, আপনি উহা উদ্ধার করিয়া দিতে না পারিলে আমার প্রাণ বাঁচিবে না। উহার উদ্ধারের জন্য যত টাকা লাগে, আমি দিতে প্রস্তুত।"

সকল কথা শুনিয়া চুরিটা সাধারণ চুরি বলিয়াই মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আপনার অনুপস্থিতি কালে এই কক্ষে অন্য কোন লোকের প্রবেশ করা কি সম্ভব বলিয়া আপনার মনে হয়? আমার এ কথার অর্থ এই যে, আপনি যখন ঘর হইতে বাহিরে গিয়াছিলেন, তখন কি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, না খোলা অবস্থায় ছিল?"

লেডি কারভার বলিলেন, "ঘরের কপাট চাবি দিয়া বন্ধ করিবার আবশ্যক হয় না। দুই কপাট সমান ভাবে টানিয়া দিলে উহা আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়; তাহার পর বাহির হইতে ঘরে প্রবেশ করিতে হইলে চাবি না লাগাইলে

উহা খুলিতে পারা যায় না। এইজন্য দরজার চাবি সর্ব্বদাই আমার কাছে থাকে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দরজার কলের দ্বিতীয় চাবি আছে কি?"

লেডি কারভার বলিলেন, "আমার কাছে ত উহার একটা চাবিই আছে, অন্য চাবি আছে কি না জানি না।"

হোটেলের ম্যানেজার মসিয়ে ফেবার অদূরে দাঁড়াইয়া স্তব্ধভাবে সকল কথা শুনিতেছিলেন, এবার তিনি বলিলেন, "হাঁ, উহার আর একটা চাবি আমার কাছে আছে; তাহা আমি আমার আফিসের লোহার সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি। তাহা কাহারও হস্তগত করিবার সম্ভাবনা নাই।"

মিঃ ব্লেক লেডি কারভারকে বলিলেন, "আপনার পরিচারিকা কোথায়?"

লেডি কারভার বলিলেন, "আজ সন্ধ্যার সময় আমার কেশবিন্যাস ও প্রসাধন শেষ হইলে তাহাকে ছুটী দিয়াছি। কয়েক ঘণ্টার ছুটী লইয়া সে বাহিরে গিয়াছে, রাত্রি এগারটার পূর্ব্বে ফিরিবে না।"

পরিচারিকা ছুটী লইয়া বাহিরে গেল, তাহার খানিক পরেই চুরি হইল, এ অবস্থায় পরিচারিকার বাহিরে যাওয়ার সঙ্গে চুরির সম্বন্ধ থাকিতে পারে—এরূপ সন্দেহ হওয়া অসঙ্গত নহে। মিঃ ব্লেকেরও সন্দেহ হইল, প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক আর পরোক্ষ ভাবেই হউক—তাঁহার পরিচারিকা এই চৌর্য্য ব্যাপারে লিপ্ত আছে।

লেডি কারভার যে সকল কথা বলিতেছিলেন, তাহা সমস্তই কাসিডি ফ্লানাগ্যান অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতেছিলেন; কিন্তু তিনি এ পর্য্যন্ত লেডি কারভারকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক মনে করেন নাই। লেডি কারভারের কথা শুনিয়া এক একবার তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্ত মৃদু হাস্যে অনুরঞ্জিত হইতেছিল। তিনি একই স্থানে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

লেডি কারভার হোটেলের পর পর তিনটি কক্ষ ভাড়া লইয়া বাস করিতেছিলেন। একটি সুসজ্জিত কক্ষ তাঁহার বৈঠকখানা রূপে ব্যবহৃত হইত; তাহার পাশের কক্ষটিতে তিনি শয়ন করিতেন; সেই কক্ষের পাশে যে কুঠুরী

ছিল, তাহা তাঁহার গোসলখানা। এই তিনটি কক্ষের মধ্যেই দ্বার ছিল; সেই দ্বার দিয়া এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে যাতায়াত করা হইত।

মিঃ ব্লেক উপবেশন-কক্ষের বাতায়নগুলি পরীক্ষা করিলেন। সেই সকল বাতায়নের সম্মুখে পর্দ্দা প্রসারিত ছিল, তিনি তাহা সরাইয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি দেখিলেন, শতাধিক ফিট নীচে পিকাডেলির রাজপথে নৈশদীপমালা শোভা পাইতেছে।

মিঃ ব্লেক সেখান হইতে সরিয়া গিয়া লেডি কারভারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার শয়নকক্ষটি কি একবার পরীক্ষা করিবার সুবিধা হইবে না লেডি কারভার!"

"কেন হইবে না?"—বলিয়া লেডি কারভার তাঁহার শয়ন-কক্ষের দিকে অগ্রসর হইয়া মিঃ ব্লেককে তাঁহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। মিঃ ব্লেকের সঙ্গে ম্যানেজার মসিয়ে ফেবার এবং ক্লার্কম্যানও চলিলেন!

সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া, লেডি কারভার অঙ্গুলী নির্দ্দেশে মিঃ ব্লেককে তাঁহার পোষাকের টেবিলটি দেখাইয়া দিলেন। সেই টেবিলের উপর তাঁহার হীরকালঙ্কারগুলির আধারটি খোলা পড়িয়া আছে তাহাও তাঁহারা দেখিতে পাইলেন।

লেডি কারভার বলিলেন, "ঐ বাক্স হইতে নেকলেস্ চুরি গিয়াছে; দেখুন উহা খালি পড়িয়া আছে। আমার অন্যান্য অলঙ্কার ঐ বাক্সে ছিল না, সেগুলি সমস্তই আমার গায়ে আছে।"

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই কক্ষের সকল অংশ একবার দেখিয়া লইলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহারা যে দ্বার দিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন—সেই দ্বার ব্যতীত সেই কক্ষে প্রবেশ করিবার অন্য কোন পথ নাই। উপবেশন-কক্ষ হইতে বাহিরে যাইবার একটি দ্বার; তদ্ভিন্ন এই তিনটি কক্ষের কোন কক্ষ হইতে বাহিরে যাইবার অন্য কোন দ্বার নাই। জানালার সম্মুখে সবুজবর্ণের পুরু পর্দ্দা প্রসারিত ছিল। মিঃ ব্লেক সেই পর্দ্দা সরাইয়াই বিস্ময়সূচক অস্ফুট শব্দ করিলেন! কারণ তিনি দেখিলেন, উহা 'ফরাসী প্যাটার্ণের' জানালা, জানালার

ফিড়কি খোলা আছে, সেই জানালার বাহিরে একটি সঙ্কীর্ণ বারান্দা। সেই বারান্দাটুকু প্রাচীরবেষ্টিত।

মিঃ ব্লেক হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া লেডি কারভারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি সাধারণতঃ এই জানালার ফিড়কি খুলিয়া রাখেন?—আজ রাত্রে এই জানালার ফিড়কি বন্ধ ছিল কি না আপনি পরীক্ষা করিয়াছিলেন?"

লেডি কারভার বলিলেন, "না, উহা বন্ধ ছিল কি না তাহা আমি লক্ষ্য করি নাই। আমার পরিচারিকাই এ সকল দেখা শুনা করে, এবং জানালা খোলা থাকিলে উহার ফিড়কি রাত্রে বন্ধ করিয়া দেয়।"

মিঃ ব্লেক সেই জানালা দিয়া উহার বাহিরের বারান্দায় আসিলেন এবং সেখানে দাঁড়াইয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি পকেট হইতে একটি ক্ষুদ্র—ফাউণ্টেন পেনের আকারবিশিষ্ট বৈদ্যুতিক দীপাধার বাহির করিয়া তাহা জ্বালিলেন। তাহা ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিতেই যে স্থানে জানালার ফিড়কি ছিল সেই স্থানে উহার সুতীব্র আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হইল। তিনি দেখিলেন, কোন তীক্ষ্ণধার সূক্ষ্ম অস্ত্রের আঘাতে সেই স্থানের রঙ্গ চটিয়া কাঠের উপর আঁচড়ের দাগ পড়িয়াছে। তিনি বুঝিলেন সেই রাত্রেই কোন অস্ত্রের সাহায্যে ঐ ফিড়কি খোলা হইয়াছিল, কারণ অস্ত্রের দাগটা টাটকা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফ্ল্যাক্সম্যান কর্ত্তৃক নেকলেস্ উদ্ধার

মিঃ ব্লেক তাঁহার বিজলি-বাতি নির্ব্বাপিত করিয়া পকেটে রাখিলেন। তাঁহার মনে একটু আনন্দ হইল; কারণ চোর কোন্ পথে আসিয়া নেকলেস্ চুরি করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার আর কোনও সন্দেহ রহিল না। ইহা যে নিতান্ত সাধারণ চুরি—তাঁহার এই অনুমান সত্য, ইহার অকাট্য প্রমাণ পাইলেন।

মিঃ ব্লেক সেই সুদীর্ঘ বারান্দাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। উহার অন্ত প্রান্তে একটি কাচের দ্বার ছিল। লেডি কারভারের ব্যবহৃত কক্ষ তিনটির মধ্যে যেরূপ দ্বার ছিল, এই দ্বারটিও সেইরূপ। কিন্তু এই দ্বার বন্ধ ছিল, এবং তাহার ছিটকিনিও আঁটা ছিল। বারান্দাটি গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

মিঃ ব্লেক কয়েক মিনিট সেখানে দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিলেন; তাহার পর যে পথে সেখানে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই লেডি কারভারের শয়নকক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন।

মিঃ ব্লেক ম্যানেজারকে বলিলেন, "লেডি কারভারের শয়ন-কক্ষের যে ঘেরাবারান্দা দেখিলাম, সেই বারান্দা—এই তিনটি কক্ষের অন্ত পার্শ্বে যে কক্ষ আছে—সেই কক্ষের বাহিরেও প্রসারিত আছে, অর্থাৎ ইঁহার গোসলখানার অন্য পাশের কুঠুরী হইতেও তাহার দ্বার খুলিয়া ঐ বারান্দায় যাওয়া যায়। ঐ কুঠুরী কাহাকে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে?"

ম্যানেজার বলিলেন, "লেডি কারভারের গোসলখানার অন্য পাশের কুঠুরী? একটু অপেক্ষা করুন ভাবিয়া দেখি। লেডি কারভার ১১, ১২, ১৩ নং কুঠুরী লইয়াছেন, তাহার পাশের কুঠুরীর কথা বলিতেছেন। না, ঐ কুঠুরীতে কোন

ভাড়াটে নাই ; ব্যারন আমার ঐ কুঠুরীর ভাড়াটে ছিলেন। তিনি চলিয়া যাইবার পর গত দুই সপ্তাহ তাহা খালি পড়িয়া আছে।"

লেডি কারভার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "চুরির কিছু সন্ধান করিতে পারিলেন কি, মিঃ ব্লেক!—আপনার মুখ দেখিয়া মনে হইতেছে আপনি রহস্যসূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। কে আমার নেকলেস্ চুরি করিয়াছে বলুন।"

মিঃ ব্লেক হাত তুলিয়া বলিলেন, "অত ব্যস্ত হইলে চলিবে না, লেডি কারভার! আমি মানুষ মাত্র, খড়ি পাতিয়া গণনা করিবার শক্তিও আমার নাই; অথচ আপনি মনে করিতেছেন মন্ত্রবলে আমি আপনার অপহৃত নেকলেস্ উদ্ধার করিয়া দিব। আপনি আমাকে সেরূপ অসাধারণ লোক বলিয়া মনে করিবেন না। এত অল্প সময়ে ও অল্প চেষ্টায় কার্য্যোদ্ধার করা আমার সাধ্যাতীত, একথা স্বীকার করিতে আমার লজ্জিত হইবার কারণ নাই; তবে আমি সামান্য কিছু আবিষ্কার করিয়াছি একথা সত্য। কে আপনার নেকলেস্ চুরি করিয়াছে তাহা স্থির করিতে না পারিলেও, কি উপায়ে তাহা চুরি গিয়াছে সেটুকু জানিতে পারিয়াছি।"

মসিয়ে ফেবার তাঁহার মোটা মোটা চোখ দুটি কপালে তুলিয়া, বিস্ফারিত নেত্রে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এ্যা, কি কৌশলে উহা চুরি গিয়াছে এই অল্প সময়েই তাহা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন? ধন্য আপনি! অসাধারণ আপনার ক্ষমতা!"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "ভুল মসিয়ে! আমার ক্ষমতা এক তিলও অসাধারণ নহে; উহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। আমি যাহা করিয়াছি যে-কোন চালাক চতুর বালকেও তাহা করিতে পারিত। চোর—তা সে স্ত্রীলোকই হউক, আর পুরুষই হউক, লেডি কারভারের গোসলখানার পাশের কুঠুরী—যাহাকে আপনি ১৪ নং কুঠুরী বলিলেন—সেই কুঠুরী দিয়া ঐ ঘেরা-বারান্দায় আসিয়াছিল; সেখান হইতে অস্ত্র-সাহায্যে জানালার খিড়্‌কি খুলিয়া সে এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার পর আপনার অনুপস্থিতির সুযোগে

আপনার কুড়িহাজার পাউণ্ড মূল্যের নেকলেস্ আত্মসাৎ করিয়া সে যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই অন্তর্দ্ধান করিয়াছে।”

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া হোটেলের ম্যানেজার কিঞ্চিৎ আবেগের সহিত বলিলেন, “কিন্তু মিঃ ব্লেক, আপনি একটা কথা ভুলিয়া যাইতেছেন! ১৪নং কুঠুরী এখন খালি পড়িয়া আছে, সে ঘরে কেহ বাসেন্দা নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “চোরের পক্ষে সে ত সুবিধারই কথা। যদি ঐ কক্ষে কোন্ ভাড়াটে থাকিত, তাহা হইলে তাহাকেই সন্দেহ করিতাম। হোটেলের কোন স্থায়ী বাসেন্দা একাজ করিয়াছে ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। লেডি কারভার, আপনার পরিচারিকাটি বিশ্বাসের পাত্রী ত?”

লেডি কারভার বলিলেন, “আমি তাহার হাতে সর্ব্বস্ব দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। গত পাঁচ বৎসর হইতে সে আমার কাছে চাকরি করিতেছে, কখন আমার একটি পয়সাও ক্ষতি করে নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সে ছুটী লইয়া গেল, আপনারও নেকলেস্ অন্তর্হিত হইল! এই জন্যই কথাটা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম; নতুবা তাহাকে সন্দেহ করিবার সঙ্গত কারণ কিছুই নাই; বিশেষতঃ, সে যখন আপনার সম্পূর্ণ বিশ্বাসের পাত্রী। তবে একটা বিষয়ে আমার যে অভিজ্ঞতা আছে, তাহা উপেক্ষা করা চলে না। আমি জানি বড় লোকের পরিচারিকারা যতই বিশ্বাসের পাত্রী হউক, তাহাদের পেটে কথা থাকে না; ইহা জানে বলিয়াই অনেক চতুর দস্যু তস্কর নানা ছলে তাহাদের সঙ্গে আলাপ করে, এবং তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া তাহাদের মনিবের ঘরের অনেক কথা কৌশলে বাহির করিয়া লয়। সেই সকল সন্ধান লইয়া চোরেরা চুরির সুযোগ পায়। পরিচারিকারা বুঝিতেও পারে না তাহাদের অসংযত জিহ্বা তাহাদের প্রভুপত্নীর সর্ব্বনাশের জন্য কতখানি দায়ী! আমার বিশ্বাস, এই চুরি লণ্ডনের কোন পেশাদার চোরেরই কাজ। লণ্ডনে এরূপ চোর বিস্তর আছে, বড় বড় হোটেলগুলিই তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র। এই জন্য আমি প্রথমেই বলিয়াছিলাম এই চুরির তদন্তভার পুলিশের হাতে দেওয়া উচিত; একাধিক কারণে তাহাই সঙ্গত বলিয়া আমার

ধারণা হইয়াছিল। লণ্ডনের প্রত্যেক পেশাদার চোরের উপর পুলিশের দৃষ্টি আছে। কোন্ তস্করদল কোথায় কি ভাবে চুরি করিল তাহার সন্ধান লওয়া পুলিশের পক্ষে যত সহজ, আমাদের পক্ষে তত সহজ নহে; সুতরাং চোরা নেকলেস্ দস্যুকবল হইতে উদ্ধার করা তাহাদের পক্ষে তেমন কঠিন হইত না। বিশেষতঃ, তাহারা আপনার পরিচারিকাকে জেরা করিয়া জানিতে পারিত সম্প্রতি কোন্ কোন্ ভদ্রলোকের সঙ্গে তাহার আলাপ হইয়াছে; এবং সে কাহারও কাছে কথায় কথায় আপনার মহামূল্য হীরকালঙ্কারের প্রশংসা করিয়া, কত বড় ধনবানের স্ত্রীর সে পরিচারিকা ইহা বুঝাইবার চেষ্টায় আপনার ঘরের কথা প্রকাশ করিয়াছিল কি না। তাহার মুখ হইতে এমন অনেক কথা বাহির হইত, যাহার সাহায্যে তদন্ত অনেকটা সহজ হইয়া আসিত।"

লেডি কারভার বলিলেন, "কিন্তু আমি পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করি না। এই চুরির কথা সংবাদপত্রে আলোচিত হয় ইহা আমি আদৌ ইচ্ছা করি না।"

ম্যানেজার বলিলেন, "আমিও না। ইহা আমাদের হোটেলের পক্ষে বড়ই ক্ষতিকর, তদ্ভিন্ন এরূপ কার্য্যে উঁহার সম্মানের লাঘব হইত। পুলিশের সাহায্য লওয়ার সঙ্কল্প আপনি ত্যাগ করুন মিঃ ব্লেক!"

এতক্ষণ পরে কাসিডি ফ্লাক্সম্যান কথা কহিলেন; তিনি বলিলেন, "মসিয়ে ফেবার ঠিক কথাই বলিয়াছেন। অন্য উপায়ে যদি চোরা মাল পাওয়া যায় তাহা হইলে পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ফ্যাসাদে পড়িবার দরকার কি? গোয়েন্দাগিরি করিতে গিয়া, যাহারা অকৃতকার্য্য হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখে, তাহারাই পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া নিজের ইজ্জৎ বজায় রাখিবার চেষ্টা করে! হাতুড়ে ডাক্তার রোগ চিনিতে না পারিয়া বলে, অমুক সিবিল সার্জ্জনকে ডাক। পুলিশ হাতুড়ে-গোয়েন্দার সিবিল সার্জ্জন, হা, হা, হা!"

ফ্লাক্সম্যানের বিকট হাস্যে সেই কক্ষ কাঁপিয়া উঠিল।

মিঃ ব্লেক সরোষে ফ্লাক্সম্যানের মুখের দিকে চাহিলেন; তাঁহার ইচ্ছা হইল, এক ঘুসিতে তাহার উদ্ঘাটিত দন্তশ্রেণী নির্ম্মূল করেন। কিন্তু তিনি কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিলেন।

লেডি কারভার এ পর্য্যন্ত ফ্লাক্সম্যানকে আমোলেই আনেন নাই ; এতক্ষণ পরে ফ্লাক্সম্যানের কথাগুলি তাঁহার কর্ণকুহর শীতল করিল ; কারণ ফ্লাক্সম্যান তাঁহার মনের মত কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি ফ্লাক্সম্যানকে বলিলেন, "মিঃ ফ্লাক্সম্যান, আপনি কি মনে করেন এই ব্যাপারে পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ?"

ফ্লাক্সম্যান সোৎসাহে বলিলেন, "আলবৎ মনে করি ; এক শ বার মনে করি। আধঘণ্টায় যে কাজ শেষ হয়, সেই কাজের জন্য কত জল্পনা, কল্পনা, গবেষণা, পুলিশ ডাকিবার পরামর্শ! ছোঃ! আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া লণ্ডনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভের বুদ্ধির বহর মাপিতেছিলাম। কি বলেন মিঃ ব্লেক, আপনার তদন্তের সাধ মিটিয়াছে ত ? যথাসাধ্য চেষ্টার পর এখন পুলিশকে ডাকা ছাড়া আপনার আর কিছুই করিবার নাই ত ?"

মিঃ ব্লেক ক্ষোভে অপমানে মুখ ফিরাইলেন ; কোন কথা বলিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না।

কিন্তু ফ্লাক্সম্যান তাঁহাকে পরাজয়-স্বীকার না করাইয়া ছাড়িবার পাত্র নহেন ; তিনি বলিলেন, "আপনি স্বীকার করুন আপনার আর কিছুই করিবার নাই ; আপনিই প্রথমে তদন্তভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে ভার আপনি ত্যাগ না করিলে উহা স্বহস্তে গ্রহণ করা আমি শিষ্টাচার সঙ্গত মনে করি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মহাশয়ের শিষ্টাচারের নমুনা যথেষ্টই দেখা গিয়াছে। লেডি কারভার অনায়াসেই আপনার হস্তে তদন্তের ভার দিতে পারেন, সেজন্য আমার সম্মতির অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন।"

লেডি কারভার বলিলেন, "আমি আপনাদের উভয়েরই সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম ; মিঃ ব্লেক তদন্তে বিরত হইয়া যে উপদেশ দিলেন, নানা কারণে আমি তাহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ ; সুতরাং আপনি তদন্ত আরম্ভ করিলে তাহাতে মিঃ ব্লেকের অসন্তোষের বা আপত্তির কারণ নাই। আপনি যে ভাবে তদন্ত করিতে চান করুন ; আমার নেকলেস্ উদ্ধার করিতে পারিলে আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিব।"

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান টেবিলের নিকট সরিয়া গিয়া, একখানি চেয়ারের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার দুই হাতা দুই হাতে ধরিলেন ,এবং তাহার উপর দেহের ভর রাখিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "আমার তদন্ত কৌশল আপনার অবলম্বিত পন্থা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, মিঃ ব্লেক! আপনার গোয়েন্দানীতি পুলিসের দারোগা খুব জবরদস্ত নীতির অনুরূপ! গোযেন্দার গল্পে আপনাদেব যে সকল কৌশলেব কথা পাঠ করিয়া অনভিজ্ঞ পাঠকেরা তারিফ করে আর বাহবা দেয়, সে রকম কান.কাণ্ড আমার নিকট প্রত্যাশা করিবেন না; হাজার রকম অনুমান, আর তাহা হইতে দু'শ রকম কাল্পনিক সিদ্ধান্ত—ও সকল বাজে চালাকির আমি ধার ধারি না। আমি সোজা পথে চলি। নানা রকম কসলৎ দেখাইয়া শেষে! হাঁপাইতে হাঁপাইতে পুলিশের কাছে গিয়া পড়িয়া' বলি না, 'বাবা রক্ষা কর আমার বুদ্ধিতে বেড় পাইতেছে না!'"

"আমি বলিয়াছি আমাব তদন্তপ্রণালী আদৌ জটিল নহে; সম্পূর্ণ সহজ, সরল ও স্বাভাবিক। এই শ্রেণীর চুরির তদন্তভার গ্রহণ করিয়া প্রথমেই আমি ভাবিয়া দেখি চুরিটা সত্য না মিথ্যা? কারণ চুরিই যদি মিথ্যা হইল, তাহা হইলে তাহার মাথামুণ্ডু কি তদন্ত করিব? মাথা থাকিলে ত মাথাব্যথা! অতএব মাথা আছে কি না সর্ব্বাগ্রে তাহাই দেখা আবশ্যক!"

মিঃ ব্লেক ফ্লাক্সম্যানের কথাগুলি শুনিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। লোকটা বলে কি চুরিই উড়াইয়া দিতে চায়; অথচ চোরের গৃহপ্রবেশের অকাট্য প্রমাণ বর্ত্তমান! তিনি নির্ব্বাক থাকিতে পারিলেন না। ধীরস্বরে বলিলেন, "নেকলেস্ চুরি যায় নাই, একথা বিশ্বাস করিলে লেডি কারভারকে মিথ্যাবাদিনী বলিতে হয়। উনি বলিতেছেন উঁহার নেকলেস্ চুরি গিয়াছে। উঁহার কথা অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিলে তদন্তের আবশ্যক কি?"

ফ্লাক্সম্যান বলিলেন, "উনি মিথ্যা কথা বলিয়াছেন, একথা আমি বলি নাই। উনি বিশ্বাস করিয়াছেন—চোরে উঁহার নেকলেস চুরি করিয়াছে; কিন্তু যদি উনি অজ্ঞাতসারে উহা হারাইয়া ফেলিয়া থাকেন, তাহা হইলে পুলিশের পশ্চাতে ধাবিত হইলে কি কোন ফল পাওয়া যাইবে?"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "অজ্ঞাতসারে হারাইয়া ফেলিয়া চুরি গিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন!"

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "হাঁ; মানুষ মাত্রেরই ভ্রম হইতে পারে। উঁহার বিশ্বাস তাঁহা চুরি গিয়াছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা হারাইয়াছেন কি না একথা কি উনি জোর করিয়া বলিতে পারেন?"

লেডি কারভার ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, "আমার নেকলেস্ চুরি যায় নাই? এ আবার আপনি কি কথা বলিতেছেন মিঃ ফ্লাক্সম্যান! আপনি কি চুরি পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিতে চান? আপনার সিদ্ধান্তটা মৌলিক বটে!"

ফ্লাক্সম্যান হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত, ইহা প্রতিপন্ন করা বোধ হয় কঠিন হইবে না। আপনার ভ্রম হওয়া কি একেবারেই অসম্ভব মনে করেন? কি অবস্থায় নেকলেস্ হারাইয়াছে গোড়া হইতে পুনর্ব্বার তাহাব আলোচনা করা যাউক। আপনি বলিয়াছেন আপনি যখন 'ডিনার' করিতে গিয়াছিলেন তখন নেকলেস্ আপনার গলায় ছিল। হাঁ, আপনি ঠিক এই কথা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাহার আগেই আপনার মনে হইয়াছিল—নেকলেসের স্প্রিংটা ঢিলে আছে, আপনার অজ্ঞাতসারে হঠাৎ উহা কোথাও পড়িয়া যাইতে পারে, অতএব নাচের মজলিসে যাইবার পূর্ব্বে উহা খুলিয়া রাখিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য।—ইহা আপনারই মুখের কথা, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। আপনি তাহার পর কি করিলেন? ভোজনাগার হইতে এই কক্ষে আসিলেন।—আপনার অলঙ্কারের বাক্স তখন কোথায় ছিল?"

লেডি কারভার বলিলেন, "আমার ঐ পোষাকের টেবিলের ডান দিকের সকলের উপরের দেরাজে। ঐ দেরাজেই আমি আমার গহনার বাক্স রাখি।

ফ্লাক্সম্যান বলিলেন, "আপনি দেরাজ খুলিয়া আপনার গহনার বাক্সের ভিতর নেকলেস্ রাখিয়াছিলেন?"

লেডি কারভার বলিলেন, "হাঁ রাখিয়াছিলাম। এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; এ কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।"

ফ্লাক্সম্যান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার স্পষ্ট

মনে আছে? আপনি বলিয়াছেন, 'ঐ দেরাজে আপনার গহনার বাক্স থাকে, এবং সেই বাক্সেই আপনি আপনার নেকলেস্ রাখেন, অর্থাৎ যখন উহা তুলিয়া রাখিবার দরকার হয়, তখনই রাখেন। এই ভাবে আপনি তাহা ঐ বাক্সে বহুবার রাখিয়াছেন; সুতরাং আপনার ধারণা, শেষবারও অর্থাৎ হারাইবার পূর্ব্বে, তাহা ঐ বাক্সেই রাখিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি কি শপথ করিয়া বলিতে পারেন—নাচের মজলিসে যাইবার পূর্ব্বে তাহা ঐ বাক্সেই রাখিয়া দেরাজ বন্ধ করিয়াছিলেন? তখন আপনার মন ছিল নাচের মজলিসের দিকে; তাড়াতাড়ি বাহির হইবার জন্য আপনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, এ কথা কি আপনি অস্বীকার করিতে পারেন? আপনি কি শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে, তাড়াতাড়িতে তাহা গহনার বাক্সের ভিতর না রাখিয়া, ঐ দেরাজের ভিতর ফেলিয়া রাখিয়াই দেরাজ বন্ধ করিয়া নীচে চলিয়া যান নাই?"

লেডি কারভার ক্লার্কম্যানের এই জেরায় ঘাব্ড়াইয়া গিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, "উহা গহনার বাক্সেই রাখিয়া দেরাজ বন্ধ করিয়াছিলাম বলিয়া মনে হইতেছে; কিন্তু ঠিক ঐ বাক্সের মধ্যেই রাখিয়াছিলাম—একথা শপথ করিয়া বলিতে পারিতেছি না। আপনি কি তাহা হইলে বলিতে চান, আমি নেকলেস্ গহনার বাক্সে না রাখিয়া ভ্রমক্রমে "

লেডি কারভার মুখের কথা শেষ না করিয়াই দ্রুতবেগে পূর্ব্বোক্ত দেরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং দেরাজ হইতে সমস্ত জিনিস একে একে নামাইয়া মেঝের উপর রাখিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক বিস্ময়ে হতবুদ্ধিপ্রায় হইয়া এই ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; কাসিডি ক্লার্কম্যান তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিলেন, এবং ম্যানেজার মসিয়ে ফেবার শূন্য দৃষ্টিতে লেডি কারভারের দেরাজের স্তূপীকৃত পোষাক পরিচ্ছদগুলির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কিন্তু বৃথা চেষ্টা! লেডি কারভার সেই দেরাজের সমস্ত জিনিস নামাইয়া তাঁহার নেকলেস্ খুঁজিয়া দেখিলেন; কিন্তু তাহা পাইলেন না। তিনি হতাশ ভাবে বলিলেন, "না, এ দেরাজে নাই। মিঃ ক্লার্কম্যান, আমার বেশ

মনে আছে আমি দেরাজের ভিতর তাহা ভুলিয়া ফেলিয়া রাখি নাই।"

ফ্রাক্সম্যান বলিলেন, "কিন্তু আপনিই ত বলিলেন, দেরাজে উহা রাখিয়াছেন কি না শপথ করিয়া বলিতে পারেন না! আর একটা কথা আপনি ঐ দেরাজটা খুলিতে গিয়া তাড়াতাড়িতে উহার নীচের দেরাজ খুলিয়া তাহার মধ্যে ফেলিয়া রাখেন নাই ত? আপনি বলিয়াছিলেন গহনার বাক্স চাবি দিয়া বন্ধ করিতে আপনার ভুল হইয়াছিল; সুতরাং এরূপ ভুলহ ওয়াও অসম্ভব নহে।"

লেডি কারভার দ্বিতীয় দেরাজটিও সেইভাবে খুঁজিয়া দেখিলেন; কিন্তু ফল সমানই হইল। সে দেরাজেও নেকলেস্ পাওয়া গেল না।

লেডি কারভার বলিলেন, "যে জিনিস চুরি গিয়াছে—তাহা দেরাজের ভিতর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কেন? আপনি বৃথা মূল্যবান সময় নষ্ট করিতেছেন মিঃ ফ্রাক্সম্যান!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি সত্য কথা বলিয়াছেন লেডি, কারভার!"

কাসিডি ফ্রাক্সম্যান মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ও কোন কাজের কথা নয়; খোঁজার মত খোঁজা হইল কৈ? আপনার ও খোঁজ মঞ্জুর নয়, আমি নিজে গিয়া খুঁজিয়া দেখি।"

মিঃ ফ্রাক্সম্যান লেডি কারভারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন; তাহা দেখিয়া লেডি কারভার কিছু দূরে সরিয়া গিয়া তাঁহার অনুসন্ধানের ফলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মিঃ ফ্রাক্সম্যান সেই টেবিলের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন, এবং প্রথম দেরাজটি টেবিলের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া নীচে নামাইয়া রাখিলেন। তাহার পর পকেট হইতে একটা বিজলিবাতি বাহির করিয়া তাহা জ্বালিলেন, এবং টেবিলের দেরাজটি যে ফুকরের ভিতর ছিল সেই ফুকরে বাতিটা প্রবেশ করাইয়া দিয়া, সেইদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া খুঁজিতে লাগিলেন।

হঠাৎ তাঁহার মুখে আনন্দ ও বিস্ময়পূর্ণ অস্ফুট শব্দ শুনিয়া সকলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিলেন; মুহূর্ত্ত পরে ফ্রাক্সম্যান দক্ষিণ হস্ত বাহির করিয়া ঊর্দ্ধে তুলিলেন; তাঁহার হাতে লেডি কারভারের সেই মহামূল্য হীরক-নেকলেস্—সেই

কক্ষের উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল! মুহূর্ত্তের জন্য তাহা সকলেরই দৃষ্টি ধাঁধিয়া দিল!

লেডি কারভার হর্ষবিহ্বল স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ঐ ত আমার নেক্‌লেস্!"

ম্যানেজার মসিয়ে ফেবার হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "বলিহারি মিঃ ফ্লাক্সম্যান! আপনার কি অসাধারণ শক্তি!"

মিঃ ব্লেক দুই হাত পকেটে পুরিয়া বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাঁহার মুখ ব্লটিং কাগজের মত সাদা হইয়া গেল। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার যেন শ্বাসরোধের উপক্রম হইল! জীবনে তিনি কখন এতদূর অপদস্থ হন নাই। কি বিড়ম্বনা! চোরা নেকলেস্ টেবিলের ক্লকরের ভিতর হইতে বাহির হইল? এ যে অতি অদ্ভুত ব্যাপার!

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান মুহূর্ত্ত পরে দণ্ডায়মান হইয়া নেকলেস্ ছড়াটা লেডি কারভারের হস্তে প্রদান করিলেন; তাহার পর মিঃ ব্লেকের মুখের উপর অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "কেমন! আমি কি বলি নাই, নেকলেস্ উদ্ধার করিতে আমার আধঘণ্টার বেশী সময় লাগিবে না?"

অনন্তর তিনি সগর্ব্বে লেডি ফ্লাক্সম্যানের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "লেডি ফ্লাক্সম্যান! আমি ঠিকই অনুমান করিয়াছিলাম। আপনারা নারীজাতি কিরূপ অসতর্ক, তাহা আমার অজ্ঞাত নহে। আপনারা আহত না হইয়াই আহত হইয়াছেন ভাবিয়া আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করেন! অনবধানতা বশতঃ মূল্যবান অলঙ্কার একস্থানে ফেলিয়া রাখিয়া, তাহা চুরি গিয়াছে বলিয়া এই ভাবে মহা হৈ চৈ করিবার দৃষ্টান্ত আমি যে এই নূতন দেখিলাম এরূপ নহে; এরূপ কাণ্ড পূর্ব্বেও একাধিক বার আমার স্বদেশ আমেরিকাতেই ঘটিয়াছে দেখিয়াছি!"

অনন্তর তিনি পুনর্ব্বার মিঃ ব্লেককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, গোয়েন্দাগিরি সম্বন্ধে নূতন কিছু শিখিতে পারিলেন কি? আমার সঙ্গে থাকিয়া কাজ করিলে অনেক কৌশল শিখিতে পারিবেন। আপনাদের গোয়েন্দা-গিরির প্রধান অবলম্বন কল্পনা আর অনুমান-সিদ্ধান্ত! চুরি হইয়াছে শুনিয়াই, কে কি কৌশলে চুরি করিল, কোন্ পথে চোর ঘরে আসিল, কোন্ পথে বাহিরে

পলাইল—তাহারই সন্ধান আরম্ভ করিলেন ; এমন কি, জানালার ফিড়্কিতে চোরের অস্ত্রের দাগ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন, অথচ চুরিটা সত্য কি না তাহা ভাবিয়া দেখিবারও অবসর পাইলেন না ! এই বুদ্ধিতে আপনি ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ ? ইংলণ্ডের দুর্ভাগ্য বটে ! আমি এই তদন্তের ভার না লইলে আপনি নিশ্চয়ই পুলিশে সংবাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেন, তাহার ফল কিরূপ শোচনীয় ও বিড়ম্বনাজনক হইত তাহা কি এখনও বুঝিতে পারেন নাই ? কল্পনা ও অনুমানে নির্ভর করিয়া কাজ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহার পরিণাম কি, তাহা বুঝিবার পর্য্যন্ত আপনার শক্তি নাই।”

এরূপ তীব্র তিরস্কার ও বিদ্রূপ, এরূপ অপমান মিঃ ব্লেককে জীবনে সহ্য করিতে হয় নাই ; গোয়েন্দাগিরি আরম্ভ করিবার পর তিনি আর কোন দিন এরূপ হাস্যাস্পদ ও অপদস্থ হন নাই। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল ; তাঁহার ইচ্ছা হইল এই অভদ্র, উদ্ধত গোয়েন্দার নাকে মুখে দুই ঘুঁসি মারিয়া তাহাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেন ; কিন্তু অতি কষ্টে সেই লোভ সংবরণ করিয়া তিনি বিকৃত স্বরে বলিলেন, “মিঃ ক্রাক্সম্যান, সৌভাগ্যক্রমে আপনার চেষ্টা সফল হইয়াছে ; কিন্তু সে জন্য এত দম্ভ ও বাচালতা করিবার কি আবশ্যক ছিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না ! লেডি কারভার তাঁহার নেকলেস্ চুরি যাওয়ার কথাই বলিয়াছিলেন, তাঁহার কথা অবিশ্বাস করিবাব কি কোন কারণ ছিল ? তাঁহার প্রদত্ত সংবাদে নির্ভর করিয়া আমি তদন্ত আরম্ভ করিয়াছিলাম—ইহাতে আমার কি ত্রুটি হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যাঁহার নেকলেস্ তিনি পর্য্যন্ত যে কথা স্মরণ করিতে পারেন নাই, তাহা যেন পূর্ব্ব হইতেই আপনার জানা ছিল ; এমন কি, আপনি যে ভাবে নেকলেস্ বাহির করিলেন, তাহা দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইল উহা ঐখানে ছিল ইহা আপনি আগেই জানিতে পারিয়াছিলেন !”

ক্রাক্সম্যান বলিলেন, “লেডি কারভারকে জেরা করিয়া তাহা জানিতে পারিয়াছি। প্রকৃত ব্যাপার চট্‌ করিয়া বুঝিয়া লইবার শক্তি থাকিলে আপনিও উহা পূর্ব্বেই জানিতে পারিতেন। অক্ষমতার বিবেচনার ত্রুটি আমার ঘাড়ে

চাপাইয়া কি নিজের জিদ্ বজায় রাখিতে চান? পরাজয় স্বীকারের সাহস আপনার নাই?"

বাক্‌বিতণ্ডা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠে দেখিয়া লেডি কারভার বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না, আপনার কোন ত্রুটি হয় নাই; আমার দোষেই আপনাকে অনর্থক হয়রাণ হইতে হইয়াছে। আমি যে তাড়াতাড়িতে উহা দেরাজের ভিতর ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম, ইহা আমার আদৌ স্মরণ ছিল না! আমার অনবধানতার ত্রুটি আপনি মার্জ্জনা করুন। আমার কথায় নির্ভর করিয়া আপনাকে যে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, সে জন্য আপনাকে যথাযোগ্য পারিশ্রমিক দিতে আমি বাধ্য। আমার কাজে আপনাকে অনেকখানি সময় নষ্ট করিতে হইয়াছে।"

লেডি কারভার টেবিলের আর একটি দেরাজ হইতে তাঁহার চেক্‌বহি বাহির করিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমাকে কিছুই দিতে হইবে না। বিফল চেষ্টার জন্য আমি কাহারও নিকট পারিশ্রমিক গ্রহণ করি না।"

লেডি কারভার ক্লাক্সম্যানকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি ত আমার নেকলেস্ খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিয়াছেন; আপনাকে কি ফি দিতে হইবে দয়া করিয়া বলুন।"

ক্লাক্সম্যান বলিলেন, "মিঃ ব্লেকের নির্ব্বুদ্ধিতায় আমার যে সময় নষ্ট হইয়াছে—সেই সময়ের মূল্য আপনার নিকট দাবি করা আমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না। আপনার কাজের জন্য আমি আধঘণ্টার অধিক সময় দিই নাই; আমার আধঘণ্টা সময়ের মূল্য দুই শত পাউণ্ড, (তিন হাজার টাকা!) আপনি আমাকে তাহাই দিতে পারেন। আপনার স্বদেশীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভের সময়ের মূল্য সম্ভবতঃ ইহা অপেক্ষা অনেক কম।"

মিঃ ব্লেক এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া লেডি কারভার ও মসিয়ে ফেবারকে অভিবাদন করিয়া সেই কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন তাঁহার মনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তাঁহার ধারণা হইল, তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য

পূর্ব্ব হইতেই ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল ; অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে সেই ফাঁদে পড়িয়া, এ ভাবে অপমানিত হইতে হইয়াছে। তিনি কি এ অপমানের প্রতিফল দেওয়ার অবসর পাইবেন না ?

হোটেলের পোষাকের ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি তাঁহার হ্যাট ও কোট লইয়া বাহিরে আসিবেন এমন সময় নিমন্ত্রিত অতিথির দল তাঁহাকে ফিরিতে দেখিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, নেকলেস্ চুরির তদন্তের কি ফল হইল, শুনিবার জন্য আমাদের বড়ই কৌতূহল হইয়াছে ;—উহা শুনিবার জন্যই আমরা এখনও বসিয়া আছি। কে বাজি জিতিল ? আপনি না মিঃ ফ্লাক্সম্যান ?"

মিঃ ব্লেক বিরক্তি ভরে বলিলেন, "কিসের বাজি ? আমি কাহারও সঙ্গে বাজি রাখিয়া তদন্তে প্রবৃত্ত হই নাই। তবে নেকলেস্ পাওয়া গিয়াছে বটে ; ফ্লাক্সম্যানই উহা বাহির করিয়া দিয়াছে ; সে এখানে ফিরিয়া আসিলে তাহার কাছেই সকল কথা শুনিতে পাইবেন।"

মিঃ ব্লেক তাঁহাদিগকে আর কোন প্রশ্ন করিবার অবসর না দিয়া হোটেল পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার প্রস্থানের পর একজন ভদ্রলোক বলিলেন, "মিঃ ব্লেকের মনটা কি রকম দমিয়া গিয়াছে, লক্ষ্য করিয়াছ কি ? মিঃ ফ্লাক্সম্যান এক চালেই উহাকে মাত করিয়াছেন। তিনি এখানে ব্যবসায় আরম্ভ করিলে ব্লেকের পসার-প্রতিপত্তি সমস্তই নষ্ট হইবে। শেষে ভদ্রলোকের রুজি মারা না যায়।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেকের নাম ডুবিল !

পরদিন প্রভাতে মিঃ ব্লেকের শয্যাত্যাগের পূর্ব্বেই স্মিথ একখানি টাট্‌কা ‘ডেলি টেলিগ্রাফ’ হাতে লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, কিন্তু শয্যাত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইতেছিল না, শরীর যেন আড়ষ্ট ও অবসন্ন, এবং মন ভারাক্রান্ত; তিনি চক্ষু মুদিয়া পূর্ব্বরাত্রের লজ্জা ও অপমানের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। হঠাৎ স্মিথের পদশব্দে তাঁহার চিন্তাস্রোত অবরুদ্ধ হইল, তিনি চোখ মেলিয়া স্মিথের দিকে চাহিলেন।

স্মিথ উত্তেজিত ভাবে কাগজখানি তাঁহার মাথার কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিল, “কর্ত্তা, এ সকল কি ব্যাপার? আজ সকালে খবরের কাগজে আপনার কতকগুলা মিথ্যা গ্লানি বাহির হইয়াছে! ইহা সম্পাদকের লেখা কি কোন ভাড়াটে সংবাদদাতার লেখা তা আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই। উহা পড়িয়া আমার ইচ্ছা হইতেছিল একগোছা চাবুক লইয়া লেখকটাকে রীতিমত চাব্‌কাইয়া দিয়া আসি। আপনি আগে লেখাটা পড়িয়া দেখুন, তার পর যে ব্যবস্থা হয় করা যাইবে।

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ শয্যায় উঠিয়া বসিয়া কাগজখানি টানিয়া লইয়া তাহার ভাঁজ খুলিলেন; প্রথম পৃষ্ঠাতেই মোটা মোটা হরফে ছাপা হইয়াছে :—

কাসিডি ফ্র্যাঙ্কম্যানের কার্য্যারম্ভ :—

মার্কিণ ডিটেক্টিভের বিস্ময়কর তদন্তকৌশল!

লেডি কারভারের নেকলেস্ উদ্ধার!

মিঃ ব্লেকের নাম ডুবিল !!

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মিঃ ব্লেকের শোচনীয় পরাজয়!—

লেডি কারভারের নেক্‌লেসঘটিত পূর্ব্বরাত্রের বিবরণ ইহার নীচে সবিস্তারে প্রকাশিত হইয়াছিল। মিঃ ব্লেককে অপদস্থ করিবার জন্য যে কথা যে ভাবে লেখা যাইতে পারে—তাহার কোন ত্রুটি হয় নাই! উহা পাঠ করিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন ফ্লাক্সম্যান পূর্ব্বরাত্রেই সংবাদপত্রের কোন রিপোর্টারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইহা কাগজে প্রকাশের ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন। লণ্ডনের জনসাধারণ এই বিবরণ কিরূপ আগ্রহসহকারে পাঠ করিবে—ইহা বুঝিয়া সম্পাদক মহাশয় কয়েক ঘণ্টা প্রেস বন্ধ রাখিয়াও উহা প্রকাশের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বিবরণটি ফ্লাক্সম্যানের পক্ষাবলম্বন করিয়া লেখা; তাহার উপর প্রত্যেক ঘটনা এরূপ অতিরঞ্জিত করা হইয়াছিল যে, উহা পাঠ করিয়া মিঃ ব্লেক ক্রোধে ও ক্ষোভে অধীর হইয়া উঠিলেন। উহাতে তাঁহাকে অপদার্থ ও নির্ব্বোধ প্রতিপন্ন করা হইয়াছিল! নিজের বাহাদুরীর বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য যতটুকু কৌশল ও চাতুর্য্যের সাহায্য গ্রহণ করা যাইতে পারে—ফ্লাক্সম্যান সাধ্যানুসারে তাহারও ত্রুটি করেন নাই। সেই প্রবন্ধের উপসংহারে মিঃ ব্লেক সম্বন্ধে ফ্লাক্সম্যানের ব্যক্তিগত ধারণা উদ্ধৃত করা হইয়াছিল, তাহা এইরূপ :—

"এই নেকলেস্-ঘটিত ব্যাপারে মিঃ ব্লেকের শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় পাইয়া আমি বিস্ময়ে হতজ্ঞান হইয়াছি! এরূপ অন্তর্দৃষ্টিহীন গোয়েন্দা যে কি গুণে ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ বলিয়া রাজদ্বারে এবং জনসমাজে সম্মানিত হইয়া আসিয়াছেন তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আমার অনুমান, তাঁহার একদল অন্ধভক্ত তাঁহার গোড়ামী করিয়া তাঁহাকে ক্রমাগত বাড়াইয়া আসিয়াছে; এবং তাহাদের সেই পক্ষপাতপূর্ণ মতই প্রতারিত জনসাধারণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে? এই ভাবে দল বাঁধিয়া, তাহাদের সাহায্যে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করা নিতান্ত ইতরের কার্য্য। অন্যের নিছক প্রশংসায় ক্রমাগত স্ফীত হইয়া মিঃ ব্লেকের ধারণা হইয়াছিল—তিনি সত্যই অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ডিটেক্‌টিভ! আমি স্বদেশে অবস্থান কালে এই বৃটিশ ডিটেক্‌টিভের অনুষ্ঠিত কার্য্য-বিবরণগুলি সংগ্রহ করিয়া আলোচনা করিয়াছিলাম; তাহা পাঠ করিয়া আমার স্বদেশের অনেক লোক যদিও প্রশংসাযোগ্য মনে করিত, কিন্তু আমি তাঁহার প্রকৃত মূল্য অবধারণ

করিয়াছিলাম। সেই সময় এই বৃটিশ ডিটেক্‌টিভ সম্বন্ধে আমার যে ধারণা জন্মিয়াছিল —তাহা বর্ত্তমান ঘটনায় সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে! আশা করি ভবিষ্যতে আমার স্বদেশবাসিগণ তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া মত পরিবর্ত্তন করিবেন। ক্ষুদ্র বল্মীকস্তূপকে বিশাল পর্ব্বত বলিয়া অনুমান করা এবং সেই অনুমানে নির্ভর করিয়া সামান্য ঘটনাকে অসামান্য প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া এই অসামান্য বৃটীশ ডিটেক্‌টিভের কার্য্যপ্রণালীর বিশেষত্ব! সামান্য সামান্য ব্যাপার লইয়া ইনি যে দুর্ভেদ্য রহস্যের সৃষ্টি করেন—তাহার গোলকধাঁধায় পড়িয়া ইংলণ্ডের সাধারণ লোক এতদিন রজ্জুতে সর্পভ্রম করিয়া আসিয়াছে, এবং নিতান্ত মূঢ়ের ন্যায় নিরন্তর মরীচিকার অনুসরণ করিয়া পদে পদে প্রতারিত হইয়াছে। দম্ভ প্রকাশ করা আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু আমি ইংলণ্ডের জনসাধারণকে এ আশা দিতে পারি যে, আমার কার্য্যপ্রণালীর পরিচয় পাইলে তাহাদের এই শোচনীয় ভ্রম অচিরে দূর হইবে। মিঃ ব্লেক বালুকাস্তূপের উপর তাঁহার যে সুনাম ও যশের পতাকা প্রোথিত করিয়াছেন তাহা নিশ্চয়ই অদৃশ্য হইবে; কিন্তু তাঁহার চাতুরী ও কৌশলে প্রতারিত হইয়া কত নিরীহ নিরপরাধ কারাগারে কঠোর দণ্ড ভোগ করিতেছে, তাহা মনে হইলে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত কণ্টকিত হইয়া উঠে! আমার বিশ্বাস, ফৌজদারী তদন্ত বিভাগ ভবিষ্যতে আর কোন নূতন ভ্রম করিবার সুযোগ পাইবে না; কারণ তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান নেতা, পরামর্শদাতা ও কর্ম্মক্ষেত্রের সহযোগীর যশঃসূর্য্য অস্তমিত প্রায়।"

মিঃ ব্লেক এই প্রবন্ধ নিঃশব্দে পাঠ করিয়া স্মিথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কোন কাগজে এ সম্বন্ধে কিছু দেখিলে?"

স্মিথ বলিল, "পাঁচ খান দৈনিকে আপনার পরাজয়-সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তবে অন্য কোন কাগজে এরূপ বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই।" 'ডেলি পিক্টোরিয়ালে' ছবি পর্য্যন্ত বাহির হইয়া গিয়াছে! কর্ত্তা, এ সকল কি ব্যাপার? সত্যই কি কাল রাত্রে এরূপ কোন কাণ্ড ঘটিয়াছিল, না এ সব কাগজয়ালাদের বদ্‌মায়েসী?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আসল ঘটনাটা সত্য বটে; কিন্তু তার উপর এক

রং চড়াইয়াছে আর মিথ্যার বুক্‌নি চালাইয়াছে যে, গোয়েন্দাগিরিতে আমি যেন তাহার তুলনায় শিক্ষানবিশ মাত্র—ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে! সে লণ্ডনের প্রায় সকল সংবাদপত্রকেই আমার বিরুদ্ধে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু ঘটনাটা এতই তুচ্ছ যে, তাহা কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবারও যোগ্য নহে!"

অনন্তর তিনি স্মিথকে পূর্ব্বরাত্রের সকল ঘটনার বিবরণ সংক্ষেপে বলিয়া তাহার কৌতূহল দূর করিলেন।

স্মিথ বলিল, "লোকটা এই সামান্য কারণে আপনাকে এতদূর অপদস্থ ও অপমানিত করিল! এজন্য আপনি তাহাকে যথাযোগ্য শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা করিবেন না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাইকোর্টে লাইবেল করা চলে, কিন্তু তাহা করিতে আমার ইচ্ছা নাই; তাহাতে উহার বিজ্ঞাপনপ্রচারের আরও বেশী সুবিধা হইতে পারে। অসার লোক কেবল বিজ্ঞাপনের ঢাক বাজাইয়া সাময়িক সুবিধা লাভ করিলেও সমাজে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না।"

স্মিথ বলিল, "আপনি বলিলেন লেডি কারভারের শয়নকক্ষের জানালার ছিটকিনি খুলিয়া চোর ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, ইহাই আপনার ধারণা; কারণ সেই ছিটকিনি যে তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রের সাহায্যে খোলা হইয়াছিল তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিল। সুতরাং আপনি চুরির তদন্তে যে পন্থায় অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ত্রুটি ছিল একথা বলা যায় না; অথচ ফ্লাক্সম্যান টেবিলের ফুকর হইতে নেকলেস্ বাহির করিয়া দিল! আপনাকে অপদস্থ করিবার জন্য ইহা ফ্লাক্সম্যানের ষড়যন্ত্রের ফল নয় ত?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হইতেও পারে; কিন্তু লেডি কারভার সত্যই বিশ্বাস করিয়াছিলেন তাঁহার নেকলেস্ চোরেই চুরি করিয়াছিল। যদিও ফ্লাক্সম্যানের জেরায় তিনি বলিয়াছিলেন, অলঙ্কারের বাক্সের ভিতর নেকলেস্ হার রাখিয়াছিলেন একথা শপথ করিয়া বলিতে পারেন না; কিন্তু নেকলেস্ তিনি গহনার বাক্সে রাখিয়াছিলেন ইহাও সত্য, চুরি গিয়াছিল ইহাও সত্য। ফ্লাক্সম্যান তাহা ঠিক

কিরূপে টেবিলের দেরাজের ফুকরের ভিতর পাইল, তাহা আমি স্থির করিতে পারি নাই ; তবে তাহার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম ঐখানেই নেকলেস্ আছে ইহা যেন সে পূর্ব্ব হইতেই জানিত ! এইটুকুই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রহস্যপূর্ণ ব্যাপার ! লোকটা যে ভয়ঙ্কর বুজ্‌রুক, এবিষয়ে আমার সন্দেহ নাই ; কিছুদিন তাহার চাল চলন লক্ষ্য করিলেই তাহার বুজরুকি ধরিতে পারিব। সে দীর্ঘকাল আমার চোখে ধূলা দিতে পারিবে না।”

পরদিন লণ্ডনের প্রত্যেক দৈনিক সংবাদপত্রে কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের বিজ্ঞাপন বাহির হইল। রাশি রাশি হ্যাণ্ডবিল পথের মোড়ে-মোড়ে বিলি হইতে লাগিল ; হ্যাণ্ডবিলগুলি নানা রঙের কালীতে ছাপা। একখানি হ্যাণ্ডবিলের নমুনা নিম্নে প্রকাশিত হইল !—

হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড !

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃটীশ ডিটেক্‌টিভ রবার্ট ব্লেককে

এক চালে মাত করিয়াছেন কে ?

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান !

লণ্ডনের চোর-ডাকাতের অত্যাচার অল্প দিনেই

সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করিবেন কে ?

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান !!

যদি কাহারও কিছু চুরি গিয়া থাকে,

যদি কেহ চোরা মাল অবিলম্বে প্রাপ্ত হইতে চান,

কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের কাছে আসুন !

আশাতীত সত্বর ফল লাভ করিবেন।

বর্ত্তমান ঠিকানা, ৬৫-৭০ নং কক্ষ,

আরজেন্ট হোটেল, লণ্ডন।

কয়েক দিন পরে লণ্ডনের অধিকাংশ দৈনিকে এই মর্ম্মে মন্তব্য প্রকাশিত হইল—"আমেরিকার অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন প্রতিভাবান ডিটেক্‌টিভ মিঃ কাসিডি ফ্লাক্সম্যান লণ্ডনে আসিয়া গোয়েন্দাগিরি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার অপূর্ব্ব তদন্ত-কৌশলের পরিচয় পাইয়া লণ্ডনের মহিলা ও পুরুষসমাজ পুলকিত, বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছেন। সকলেরই ধারণা হইয়াছে, কিছু দিনের মধ্যেই এদেশ হইতে চুরি, ডাকাতি, গুপ্তহত্যা, জালিয়াতী প্রভৃতি অদৃশ্য হইবে। মিঃ কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের কাজ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, আরজেণ্ট হোটেলের ছয়টি কক্ষেও তাঁহার কুলাইতেছে না! এজন্য রিজেণ্ট ষ্ট্রীটে তাঁহার প্রকাণ্ড আফিস স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই আফিস কিছু দিনের মধ্যেই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গৌরব ম্লান করিবে, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।"

চারি দিক হইতে কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের জয়ঢাক এত জোরে জোরে বাজিতে লাগিল যে, মিঃ ব্লেকের কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইল! লোকটার দম্ভ, স্পর্দ্ধা, নির্লজ্জতা ও আত্মম্ভরিতার পরিচয়ে তিনি স্তম্ভিত হইলেন; কিন্তু একটা কথা তিনি কোন ক্রমেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। লণ্ডনে মহা আড়ম্বরে আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য সপ্তাহে তাহার সহস্র সহস্র পাউণ্ড ব্যয় হইতেছে; এ টাকা কোথা হইতে আসিতেছে? স্বদেশে গোয়েন্দাগিরি করিয়া যে এরূপ বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে, সে দেশের পসার ছাড়িয়া বিদেশে নূতন করিয়া ব্যাবসায় আরম্ভ করিবে কেন?—ভিতরে কোন রহস্য আছে কি না তাহা জানিবার জন্য মিঃ ব্লেক অবশেষে নিউ ইয়র্কে মিঃ ফেন্‌উইক ফান্‌কে একখানি পত্র লিখিলেন। মিঃ ফেন্‌উইক ফান্‌ নিউ ইয়র্কের প্রসিদ্ধ ডিটেক্টিভ; মিঃ ব্লেকের সহিত বহুদিন হইতেই তাঁহার বন্ধুত্ব, এবং মিঃ ব্লেক কার্য্যোপলক্ষে যখন নিউ ইয়র্কে যাইতেন, তখন প্রায়ই মিঃ ফানের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। পত্রখানি লিখিয়া মিঃ ব্লেক অধীর ভাবে উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কিড্ ডয়েল কে ?

অবশেষে একদিন প্রভাতে মিঃ ব্লেকের আশা পূর্ণ হইল ; তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "এইবার সব কথা জানিতে পারিব !"

সেইদিন প্রভাতে তিনি প্রাতর্ভোজনের জন্য টেবিলের ধারে আসিয়া বসিতেই স্মিথ ডাকের চিঠি-পত্রের বাণ্ডিলটি তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

মিঃ ব্লেক দেখিলেন, সেই বাণ্ডিলের উপরেই যে চিঠিখানি রহিয়াছে, তাহার এক কোণে ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের নীলাভ ডাক-টিকিট রহিয়াছে ; টিকিটখানি নিউ ইয়র্ক নগরের ডাকঘরের মোহরাঙ্কিত। লেফাপার উপর যে হস্তাক্ষরে তাঁহার নাম ও ঠিকানা লিখিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার মার্কিণ সহযোগী ফেনউইক ফানের হস্তাক্ষর। এতদিন ধরিয়া তিনি এই পত্রেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। পত্রখানি পূর্ব্বসপ্তাহের মেলেই পাইবার আশা ছিল ; কিন্তু সেই আশা পূর্ণ না হওয়ায় তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন তাঁহার মার্কিণ বন্ধু হয় ত তাড়াতাড়ি কাসিডি ক্লার্কম্যান সংক্রান্ত সকল-সংবাদ সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই বলিয়াই উত্তর পাইতে বিলম্ব হইতেছে। পত্রখানি দেখিয়াই তিনি বাণ্ডিলের অন্যান্য চিঠি-পত্র সরাইয়া রাখিয়া, সেইখানিই আগ্রহ ভরে সর্ব্বাগ্রে খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। একখানি চিঠির কাগজের তিন পৃষ্ঠায় পত্রখানি সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

পত্রের অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"প্রিয় ব্লেক,

গত মেলের পূর্ব্ব মেলে তোমার দীর্ঘ পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত

হইয়াছি। নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় উত্তর লিখিতে একটু বিলম্ব হইল; আশা করি ইহাতে তোমার বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না।

তোমার পত্র পাঠ করিয়া আমি যে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম, এ কথার উল্লেখ বাহুল্যমাত্র। কাসিডি ফ্লাক্সম্যান সম্বন্ধে তুমি যে সকল কথা জানিতে চাহিয়াছ, তাহার উত্তর আমি যতখানি অবগত আছি—তাহাই তোমাকে লিখিয়া পাঠাইলাম। আমার সন্দেহ হইতেছে—তাহার সম্বন্ধে আমি যতটুকু সংবাদ দিতে পারিলাম, তাহা হয় ত তুমি পর্য্যাপ্ত মনে করিবে না; তথাপি আশা করি ইহাতেই তুমি তাহার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিতে পারিবে।

তুমি তাহার চাল-চলন ও গোয়েন্দাগিরির, প্রসঙ্গে যে সকল কথা লিখিয়াছ তাহা পাঠ করিয়া বুঝিলাম লোকটা ভয়ঙ্কর ফক্কড়! সে লণ্ডনে গিয়া আপনাকে, আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা বলিয়া জাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু তুমি শুনিয়া হয় ত বিস্মিত হইবে, আমেরিকার ডিটেক্‌টিভ সমাজে তাহার নাম যশ কিছুই নাই; এমন কি, নিউ ইয়র্কের পুলিশের উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারীরা তাহার নাম জানেন কি না সন্দেহ! প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে সে নিউ ইয়র্কে গোয়েন্দাগিরি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে, এ সংবাদ আমার অজ্ঞাত নহে; কিন্তু গোয়েন্দাগিরিতে তাহার অভিজ্ঞতা বা দক্ষতার কোন পরিচয় এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই! বস্তুতঃ এদেশে নাম জাহির হইতে পারে এরূপ কোন কাজই সে করিতে পারে নাই। গোয়েন্দাগিরি ব্যবসায়ে এদেশে তাহার একটুও পসার না থাকিলেও আমার সহযোগিবর্গের নিকট শুনিয়াছি, অনেক দুঃসাহসী ও ফন্দীবাজ চোর ডাকাতের সহিত তাহার বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতা ছিল, এবং তাহাদের সাহায্যেই সে বিলক্ষণ দু' পয়সা করিয়া খাইত!

কিন্তু ইহা জনরব মাত্র; আমরা হাতে কলমে তাহার কোন অপকর্ম্মের প্রমাণ পাই নাই। সে ইংলণ্ডে গিয়া তাহার লম্বা লম্বা কথায় লণ্ডন-পুলিশের অনেক সুদক্ষ ও বহুদর্শী কর্ম্মচারীকে পর্য্যন্ত ভুলাইয়াছে শুনিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি! তুমি লিখিয়াছ সে সস্ত্রীক লণ্ডনে গিয়া লণ্ডনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হোটেলে রাজার হালে বাস করিতেছে; কিন্তু তাহার যে বিবাহ হইয়াছে—

এ সংবাদ তোমার পত্রেই সর্ব্বপ্রথম জানিতে পারিলাম! যদি সত্যই তাহার বিবাহ হইয়া থাকে—তাহা হইলে সে যে তাহার স্ত্রীর অনুগ্রহেই দুই হাতে টাকা উড়াইতেছে, তোমার এই অনুমান অসঙ্গত নহে। দেশে থাকিতে সে সম্ভ্রান্ত সমাজে মিশিবার বা বড় লোকের মত আড়ম্বর সহকারে চলিবার উপযুক্ত অর্থ কোন দিনও উপার্জ্জন করিতে পারে নাই; কোন প্রকার তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। এইরূপ যাহার আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা, কোন্ বড় লোকের মেয়ে কি আশায় তাহার সহিত পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইবে—তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না! তবে সে ধাপ্পাবাজিতে যখন তোমাদের দেশের অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা ও পুরুষকে ভুলাইতে পারিয়াছে—তখন এদেশের কোনও ধনীর কন্যা তাহার ধাপ্পাবাজিতে ভুলিয়া তাহাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহা তেমন বিস্ময়ের বিষয় নহে। আমার বিশ্বাস, তাহার চাল-চলন ও গতি-বিধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলে শীঘ্রই তুমি তাহার বুজ্‌রুকি ধরিতে পারিবে; অন্ততঃ তোমার নিকট আমি এটুকু প্রত্যাশা করি। কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের পরিচয় সম্বন্ধে ইহার অধিক কোন কথা তোমাকে জানাইতে পারিলাম না।

তোমার যাহা জিজ্ঞাস্য ছিল, সাধ্যানুসারে তাহার উত্তর লিখিলাম। এখন আমি তোমার নিকট একটু অনুগ্রহের প্রার্থনা করিব। আশা করি আমার এই উপকারটুকু করিতে তুমি কুণ্ঠিত হইবে না। ব্যাপার কি—শোন। গত পাঁচ মাস হইতে আমি একটা ভয়ঙ্কর দুঃসাহসী ও চতুর দস্যুকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিতেছি। এরূপ দুর্দ্দান্ত ও ফন্দীবাজ দস্যু আমাদের দেশে অধিক নাই, এ কথা আমাকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইতেছে। এই দস্যুর নাম কিড্ ডয়েল। ইহা ভিন্ন তাহার অসংখ্য ছদ্মনাম আছে, বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সেই সকল নামে সে নিজের পরিচয় দিয়া থাকে; কিন্তু কিড্ ডয়েলই তাহার আসল নাম। তাহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিতে গিয়া আমাকে একাধিকবার সাংঘাতিক বিপদ্‌জালে জড়িত হইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, আমি বহু চেষ্টায় শেষবার তাহাকে মুঠার ভিতর পুরিয়াছিলাম; কিন্তু

সে আমার চোখে ধুলা দিয়া, আমার আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া এরূপ কৌশলে পলায়ন করিয়াছে যে, অন্য কোন দস্যুর পক্ষে তাহা সম্ভবপর হইত না বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আমি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছি, সে আমাদের সকল চেষ্টা বিফল করিয়া মাসাধিক পূর্ব্বে 'লুসিটেনিয়া' জাহাজে ইংলণ্ডে চম্পট দিয়াছে। সম্ভবতঃ এখন সে ইংলণ্ডেই আছে। কিন্তু উক্ত জাহাজে সে একাকী যায় নাই; তাহার সহযোগিনী একটি নারীদস্যুকেও সে সঙ্গে লইয়া গিয়াছে, ইহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাইয়াছি।

আমি কিড্ ডয়েলের সন্ধানে এতদিন ইংলণ্ডে যাত্রা করিতাম; কিন্তু এরূপ কতকগুলি জরুরি কাজ হাতে আসিয়া পড়িয়াছে যে, সেই সকল কাজের একটা ব্যবস্থা না করিয়া ইউরোপে যাত্রা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। হাতের কাজগুলি আমি যথাসাধ্য শীঘ্র শেষ করিবার চেষ্টা করিতেছি। আশা করি—উহা শেষ করিয়া কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তোমার সহিত দেখা করিতে পারিব। ইতিমধ্যে তুমি কিড্ ডয়েলের সন্ধান লইবার চেষ্টা করিবে; এবং তাহার সন্ধান পাইলেই তাহার গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে। যদি কোন কৌশলে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পার—তাহা হইলে আমাদের দেশের মহৎ উপকার হইবে, এবং আমাদের গবর্মেণ্ট তোমার নিকট কৃতজ্ঞ রহিবেন।

কিড্ ডয়েলের 'ফটো' না থাকায় তাহা তোমার নিকট পাঠাইতে পারিলাম না। তাহার দেহ স্থূল নহে, বেশ লম্বা, তাহাকে দেখিয়া একবারও মনে হয় না—সে অসাধ্য-সাধনশক্তিসম্পন্ন বলবান দস্যু! তাহার বয়স অল্প, মুখে দাড়ি-গোঁফ নাই, মুখশ্রীতে লাবণ্য আছে, এবং তাহার মুখের গঠন অনেকটা নারীর মুখের মত; তবে ঝুটা দাড়ি গোঁফে ও ছদ্মবেশে সে তাহার স্বাভাবিক চেহারার পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত সমাজে দস্যুবৃত্তির চেষ্টা করিলে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। যদি তাহার সন্ধান পাইয়াও তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার সুযোগ না পাও—তাহা হইলে আমার না যাওয়া পর্যন্ত তাহার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে, যেন হঠাৎ অদৃশ্য হইতে না পারে। আশা করি ভাল আছ।

তোমার ফেল্উইক ফান্।"

এই সুদীর্ঘ পত্রখানির আদ্যোপান্ত অখণ্ডমনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া, মিঃ ব্লেক তাহা টেবিলের উপর সম্মুখে রাখিয়া চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিলেন।

অনন্তর তিনি একটি চুরুট ধরাইয়া লইয়া মনে মনে বলিলেন, "যা ভাবিয়াছিলাম তাই বটে! ফানের পত্র পাঠ করিয়া বেশ বুঝিতে পারা গেল কাসিডি ফ্লাক্সম্যান একটা মেকি এবং প্রকাণ্ড বুজ্‌রুক! নিউ ইয়র্কের অচল মেকি লণ্ডনে আসিয়া কেবল আওয়াজের জোরে চলিয়া যাইতেছে, এবং অনেকেই উহার বুজ্‌রুকিতে ভুলিয়া উহাকে খাঁটি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে। সে কেবল বিজ্ঞাপনের জোরে আর লম্বা লম্বা চাল দিয়া জন সাধারণের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে! টাকার জোরে অচল মেকি অনেক দেশেই 'চলিয়া' যায়, এবং সমাজের চোখে ধুলা দিয়া অল্প দিনেই বেশ গুছাইয়া লয়। কিন্তু ফ্লাক্সম্যান যে সত্যই মেকি, দেশের লোক তাহার বুজ্‌রুকিতে ভুলিয়া তাহাকে মাথায় তুলিয়া নাচিতেছে, এ বিষয়ে আর আমার সন্দেহ না থাকিলেও ইহা সপ্রমাণ করিবার উপায় কি? আমার অভিযোগের উপর নির্ভর করিয়া সমাজে তাহাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিবার উপায় নাই। তাহার প্রতিকূলে কোন প্রমাণই আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই; ফানের এই পত্রের উপর জন-সমাজ আস্থা স্থাপন করিবে, তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। আমি তাহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিলে সে খবরের কাগজে নিজের ঢাক আরও জোরে বাজাইবে; সকলকে বুঝাইবার চেষ্টা করিবে, আমি কার্য্যক্ষেত্রে তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হারিয়া গিয়া ঈর্ষা-বশতঃ সমাজে তাহাকে খাটো করিবার চেষ্টা করিতেছি! সে ইতিমধ্যেই অনেকগুলি সংবাদপত্রকে বশীভূত করিয়াছে, এবং সমাজের অনেক লোক তাহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছে; এমন কি, ব্যবসায়-ক্ষেত্রে আমার কোন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী, কেবল আমার অনিষ্টের জন্যই, প্রকাশ্য ভাবে তাহার পক্ষ সমর্থন করিতেছে। হিংসা মানুষকে এতই অন্ধ করিয়া তোলে!"

মিঃ ব্লেক তাঁহার চেয়ার হইতে উঠিয়া চিন্তাকুল চিত্তে সেই কক্ষে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। কাসিডি ফ্লাক্সম্যানকে ধাপ্পাবাজ ও প্রতারক বলিয়া বিশ্বাস

হইলেও তিনি তাহার প্রকৃত চরিত্র জনসমাজে প্রকাশ করিবার কোনও উপায় না দেখিয়া অধীর হইয়া উঠিলেন।

চুরুট অনেক পূর্ব্বেই নিবিয়া গিয়াছিল; তিনি তাহা অগ্নিকুণ্ডের ভস্মরাশির উপর নিক্ষেপ করিয়া আবেগ ভরে বলিলেন, "আমার পক্ষে একটা পথ মুক্ত আছে, সেই পথে যাওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না; ফান লিখিয়াছেন —তাঁহার হাতের কার্জ শেষ করিয়া কয়েক সপ্তাহ পরেই এখানে আসিবেন।' তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় এই কয় সপ্তাহ আমার চুপ করিয়া থাকাই কর্ত্তব্য। ফেন্‌উইক ফান্ লণ্ডনে আসিলে তাঁহার সঙ্গে যুক্তি-পরামর্শ করিয়া ~~ফ্লাক্স-ম্যানের~~ তাহার সম্মুখে গিয়া আক্রমণ করাই সঙ্গত; তাহার বুজরুকি আর চলিবে না, ইহা বুঝিতে পারিলে সে চম্পট দেওয়ার পথ পাইবে না তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িবে।"

~~অনন্তর তিনি~~ কয়েক মিনিট কি চিন্তা করিয়া তাঁহার চেয়ারে আসিয়া বসিলেন, এবং টেবিল হইতে মিঃ ফানের পত্রখানি তুলিয়া লইয়া তাহার কিয়দংশ পাঠ করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "ফান লিখিয়াছেন, 'কিড্ ডয়েল তাহার সহযোগিনী একটি নারী-দস্যুকেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছে। সে মাসাধিক পূর্ব্বে রুসিটেনিয়া জাহাজে ইংলণ্ডে চম্পট দিয়াছে।' - কিন্তু—কিন্তু ঐ রুসিটেনিয়া জাহাজেই ফ্লাক্সম্যান নিউ ইয়র্ক হইতে লণ্ডনে আসিয়াছে—তবে কি—"

মিঃ ব্লেক মুখের কথা শেষ না করিয়াই চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিলেন। তাঁহার ধারণা হইল ফেন্‌উইক ফান্ নিজের অজ্ঞাতসারে এক ঢিলেই দুই পাখী মারিয়াছেন!

মিঃ ব্লেক অধীর ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "স্ত্রী সঙ্গে লইয়া ফ্লাক্সম্যান রুসিটেনিয়া জাহাজে নিউ ইয়র্ক হইতে আসিয়াছে। ঐ জাহাজে কিড্ ডয়েলও আসিয়াছে—এবং তাহার সঙ্গে একটি নারী-দস্যু ছিল। কিড্ ডয়েলই ফ্লাক্স-ম্যান সাজিয়া ও সেই নারী-দস্যুটাকে তাহার স্ত্রী সাজাইয়া আর্জেণ্ট হোটেলে আড্ডা লয় নাই ত?"

এই সম্ভাবনাটা এতই সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া তাঁহার মনে হইল যে,

তিনি মনের উৎসাহ ও আনন্দ আর গোপন করিতে পারিলেন না! আনন্দাতিশয্যে লাফাইয়া উঠিয়া আবেগ ভরে বলিলেন, "আমার এই অনুমানই সত্য মনে হইতেছে। কাসিডি ফ্লাক্সম্যানই ছদ্মবেশী দস্যু কিড্‌ ডয়েল। অবস্থাটা ঠিক মিলিয়া গিয়াছে! নারী-দস্যুটাকে স্ত্রী বলিয়া পরিচিত করিয়া কিড্‌ ডয়েল কাসিডি ফ্লাক্সম্যান বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিলে, তাহার এই চাতুরী ধরিতে পারে এরূপ লোক এদেশে কে আছে? এরূপ যোগাযোগ কি করিয়া অবিশ্বাস করি;—এ সেই জোড়াই বটে, দুটোই দস্যু; একটা পুরুষ, একটা নারী। ওরে শয়তান ফ্লাক্সম্যান, তোর ফন্দী আমি ঠিক বুঝিয়াছি, দেখি কে তোকে রক্ষা করে! দেখি তোর বিজ্ঞাপনের চটকে আর ~~বুজ্‌রুকিতে~~ বোকার দল আর কত দিন ভুলিয়া থাকে!"

হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া কোন লাভ নাই বুঝিয়া মিঃ ব্লেক মন সংযত করিলেন। তাঁহার এই অনুমান কতদূর সঙ্গত, এবং এ পর্য্যন্ত ফ্লাক্সম্যানের কাজ-কর্ম্মের যে পরিচয় পাইয়াছেন—তাহার সহিত এই অনুমানের কোন সামঞ্জস্য আছে কি না—তাহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে তাঁহার মনে হইল, ফেন্‌উইক ফান্‌ কিড্‌ ডয়েলকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, সে তাঁহার আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া পলায়ন করিয়াছে লিখিয়াছেন; আরও লিখিয়াছেন সে ক্সিটেনিয়া জাহাজে একটা নারী-দস্যুর সহিত ইংলণ্ডে আসিয়াছে, অথচ তিনি ইহাও জানেন যে, কাসিডি ফ্লাক্সম্যান সেই জাহাজেই ইংলণ্ডে আসিয়াছে। এ অবস্থায় কিড্‌ ডয়েলই কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের ছদ্মবেশে এদেশে আসিয়াছে, এ সন্দেহ তাঁহার মনে স্থান পাইল না কেন? ইহা যে সম্পূর্ণ সম্ভব, একথা কি তাঁহার মাথায় আসে নাই? কিড ডয়েল গোয়েন্দা ফ্লাক্সম্যান নহে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা কি অসঙ্গত? সে নিউ ইয়র্কের পুলিশের চোখে ধূলা দেওয়ার জন্য ফ্লাক্সম্যানের নামে আত্ম-পরিচয় দিয়াছে। এরূপ ছদ্মনাম ব্যবহার কি তাহার ন্যায় ধূর্ত্ত দস্যুর পক্ষে অসম্ভব? ফান্‌ লিখিয়াছেন, 'অনেক দুঃসাহসী ফন্দীবাজ চোর ডাকাতের সহিত কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের ঘনিষ্ঠতা ছিল, এবং তাহাদের সাহায্যে সে দু' পয়সা করিয়া

খাইত।' এ অবস্থায় কিড্ ডয়েল তাহার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, তাহার সম্মতি-ক্রমে তাহার নাম গ্রহণ করে নাই ইহাই বা কি করিয়া বিশ্বাস করা যায়? ডাকাতির বখরা পাইলে তাহার ন্যায় অজ্ঞাতনামা অর্থলোভী অভাবগ্রস্ত গোয়েন্দার পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব।"

মিঃ ব্লেক এইরূপ চিন্তা করিয়া আবেগভরে বলিলেন, "হাঁ কিড্ ডয়েলই যে কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের ছদ্মবেশে লণ্ডনে আসিয়া গোয়েন্দাগিরির দোকান খুলিয়া বসিয়াছে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি আজই ফেন্‌উইক্ কান্‌কে 'কেবলে' একথা জানাইব; এবং তাঁহাকে আসল ফ্লাক্সম্যানের একখানি 'ফটো' পাঠাইতে অনুরোধ করিব। যদি সেই ফটোর সহিত লণ্ডনের এই ফ্লাক্সম্যানের চেহারার অমিল হয় তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিতে হইবে আসল ফ্লাক্সম্যান নিউ ইয়র্কে আছে, কিড্ ডয়েলই তাহার নামে আত্মপরিচয় দিয়া এখানে গোয়েন্দা সাজিয়া বসিয়াছে!"

কিন্তু ফ্লাক্সম্যানের ফটো না পাইলে বা ফেনউইক ফান্ লণ্ডনে পদার্পণ না করিলে মিঃ ব্লেক তাহার বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারিবেন না, ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি ম্রিয়মাণ হইলেন। কাসিডি ফ্লাক্সমানের বিরুদ্ধে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ কিছুই তিনি পান নাই। তাঁহাকে কিছু দিন সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ভাবে কালক্ষয় করিয়া কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের বুজরুকি ও দর্প মাথা পাতিয়া লইতেই হইবে ভাবিয়া তাঁহার ক্ষোভের সীমা রহিল না। ধরা পড়িবার সম্ভাবনায় সে যদি সতর্ক হয় ও তাহার চক্ষুর উপর হইতে পলায়ন করে তাহা হইলেও তিনি নিরুপায়, তাহার বিরুদ্ধে তিনি একটি কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারিবেন না!

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লোকটা প্রথম শ্রেণীর বুজরুক হইলেও গোয়েন্দাগিরিতে উহার একটু মাথা খেলে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইতিমধ্যে সে দুই চারিটি ছোট-খাট তদন্তভার হাতে লইয়া সাফল্যের পরিচয় দেওয়াতেই উহার পসার দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া লোকটাকে আসল কাসিডি ফ্লাক্সম্যান বলিয়াই মনে হইতেছে; কিন্তু চতুর দস্যু তস্করগুলাও এ বিষয়ে আনাড়ী নয়! সে শক্তি না থাকিলে কিড্ ডয়েল ফেনউইক কানের মত

বিচক্ষণ ডিটেক্‌টিভের চোখে ধূলি দিয়া, নিউ ইয়র্কের সুদক্ষ পুলিশ কর্ম্মচারীদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ইংলণ্ডে পলায়ন করিতে পারিত না। আমি উহার কার্য্য-প্রণালী পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইলে, লোকটা সত্যই কাসিডি ক্লাক্‌ম্যান কি ছদ্মবেশী কিড্‌ ডয়েল তাহা বুঝিতে পারিতাম।"

হঠাৎ কি একটা কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল; তিনি সোৎসাহে টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন, "হাঁ, ইহা আমাকে করিতেই হইবে। অবশ্য এ কাজে খানিক বিপদের আশঙ্কা আছে বটে, কিন্তু আমি ত ইহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক বিপজ্জনক কার্য্যে পূর্ব্বেও হস্তক্ষেপণ করিয়াছি। যদি আমি এই চেষ্টায় ধরাই পড়ি—তাহাতে আমার আর এমন কি অধিক অনিষ্ট ঘটিবে? কাসিডি ক্লাক্‌ম্যান অপেক্ষাও অনেক চতুর প্রবঞ্চককে আমি ইতিপূর্ব্বে কৌশলে গ্রেপ্তার করিয়াছি।"

স্মিথ টাইগারকে সঙ্গে লইয়া প্রভাতেই বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল; সে বাড়ী ফিরিয়া দেখিল মিঃ ব্লেকের শয়ন-কক্ষ হইতে একজন অপরিচিত লোক অত্যন্ত ব্যগ্র ভাবে বাহিরে যাইতেছে!

স্মিথ সবিস্ময়ে সেই লোকটির দিকে চাহিয়া রহিল। লোকটি দীর্ঘকায়, স্থূলোদর, তাহার দেহের তুলনায় মিঃ ব্লেকের পাচিকা মিসেস্ বার্ডেলও কৃশাঙ্গী! মুখখানি পাকা নোনার মত লাল। মুখে পাকা গোঁফ, তেমন ঘন নয়; চোখে দাণ্ডিবিহীন সোনার চশমা। মাথায় সেকেলে ধরণের টুপী। অঙ্গে ধূসর বর্ণের ডোরা-বিশিষ্ট লম্বা কোট। লোকটা ইহুদী মহাজন।

স্মিথ তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনি কি মতলবে আমাদের ঘরে ঢুকিয়াছিলেন মহাশয়? কি চান?"

লোকটি বলিল, "আমি মিঃ ব্লেকের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলাম; তাঁহার দেখা না পাইয়া চলিয়া যাইতেছি।"

স্মিথ ক্ষাপা হইয়া বলিল, "আপনি ত বড় মজার লোক মশায়! তাঁহার দেখা পাইলেন না ত তাঁহার শয়ন-কক্ষে ঢুকিবার কি আবশ্যক ছিল? তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য কেহ তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করে না।

আপনি কি মতলবে আমাদের ঘরে ঢুকিয়াছিলেন তাহা না বলিলে আপনাকে ছাড়িতেছি না।

ছদ্মবেশী মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "স্মিথ, তোমার চোখ ক্রমেই খারাপ হইতেছে,—এ বড় ভাল লক্ষণ নয়! ছদ্মবেশের ভিতর দিয়া আমাকে চেনাই তোমার উচিত ছিল।"

স্মিথ দুই চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, "কর্ত্তা আপনি! আপনার ছদ্মবেশের ভিতর যে অতবড় বিশাল ভুঁড়ি থাকিতে পারে ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করি, তার উপর ঐ রকম পাকা গোঁফ! এ ছদ্মবেশে আপনাকে চিনিতে পারে এমন লোক লণ্ডনে নাই; তোফা ছদ্মবেশ হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যদি কেহ চিনিতেই পারিল—তাহা হইলে ছদ্মবেশ ধারণে ফল কি?"

স্মিথ বলিল, "ঐ বেশে আপনি কোথায় যাইতেছেন কর্ত্তা! সকাল হইতে ভাবিয়া চিন্তিয়া আপনি নিশ্চয়ই কোন একটা ফন্দী আঁটিয়াছেন। কথাটা শুনিতে পাই না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখন সে কথা বলিবার সময় নয়; ফিরিয়া আসিয়া সকল কথা বলিব। বাহিরে আমার অধিক বিলম্ব না হওয়াই সম্ভব।"

মিঃ ব্লেক সিঁড়ি হইতে নামিয়া ছাতা আড়াল দিয়া রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলেন। তিনি সেই পথে শতাধিক গজ অগ্রসর হইয়াই দেখিলেন একখানি ট্যাক্সি এজওয়ার রোডের দিকে ছুটিতেছে। মিঃ ব্লেক হাত তুলিয়া ট্যাক্সি-ওয়ালাকে থামিতে ইঙ্গিত করিলেন। ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ী থামাইলে তিনি তাহাতে উঠিয়া বসিয়া রিজেণ্ট ষ্ট্রীটে যাইতে আদেশ করিলেন।

কাসিডি ব্লাক্‌ম্যান তখন আরজেণ্ট হোটেলের বাসা ছাড়িয়া দিয়া রিজেণ্ট ষ্ট্রীটের একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকায় আফিস খুলিয়া বসিয়াছিল। লণ্ডনের এরূপ প্রকাশ্য স্থানে এত বড় বাড়ীতে আফিস খুলিয়া গোয়েন্দাগিরির ব্যবসা চালাইতে, লণ্ডনের কোন ডিটেক্‌টিভেরই সেরূপ সাহস বা অর্থবল ছিল না, বোধ করি তাহার আবশ্যকতাও ছিল না; কিন্তু কাসিডি ব্লাক্‌ম্যান স্বীয় অসাধারণত্ব সপ্রমাণ

করিতে কৃতসঙ্কল্প; রিজেন্ট ষ্ট্রীটে তাহার আফিসের আড়ম্বর দেখিয়া তাহার উপর লণ্ডনের জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। অধিকাংশ লোকেরই ধারণা হইয়াছিল এতবড় ডিটেক্‌টিভ ইউরোপে দ্বিতীয় নাই!

মিঃ ব্লেক কাসিডি ফ্লাক্‌স্‌ম্যানের আফিসের সম্মুখে আসিয়া ট্যাক্‌সি হইতে নামিলেন। তিনি দেখিলেন তাহার আফিসের দ্বারে একখানি প্রকাণ্ড পিত্তল ফলক সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে; তাহাতে খোদিত আছে—"নিউ ইয়র্কের প্রথিতনামা ডিটেক্‌টিভ জগদ্বিখ্যাত মিঃ কাসিডি ফ্লাক্‌স্‌ম্যান।"

মিঃ ব্লেক সুপ্রশস্ত সোপানশ্রেণী অতিক্রম পূর্ব্বক বারান্দায় উঠিতে না উঠিতে জমকালো পোষাকপরা চাপড়াস-আঁটা একটা দারোয়ান ব্যগ্রভাবে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল, তাহার পর তাঁহাকে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল। মিঃ ব্লেক তাহার অনুসরণ করিতে করিতে মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "কে বলিবে ইহা কোন ডিটেক্‌টিভের আফিস? এ যেন নিয়মের নূতন একটা হোটেল! আড়ম্বরের সীমা নাই! কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, মিঃ কাসিডি ফ্লাক্‌স্‌ম্যান, তুমি শেষ রক্ষা করিতে পারিবে না। তখন তোমার মনে হইবে, এত টাকা অপব্যয় করিয়া কি বোকামীটাই করিয়াছ!"

মিঃ ব্লেক বৈদ্যুতিক 'লিফ্‌ট্‌' এর সাহায্যে দ্বিতলে পদার্পণ করিলেন; সেখান হইতে একজন আরদালী তাঁহাকে একটি সুসজ্জিত কক্ষে লইয়া গেল।

যাহারা কাসিডি ফ্লাক্‌স্‌ম্যানের সহিত পরামর্শ করিতে আসিত, এই কক্ষেই তাহাদের বসিতে হইত। মিঃ ব্লেক গদি-আঁটা একখানি আরাম কেদারার উপর বসিয়া পকেট হইতে ছদ্মনামের 'কার্ড' বাহির করিলেন, এবং তাহা আরদালীর হাতে দিয়া তাহাকে তাহার মনিবের নিকট পাঠাইলেন।

প্রায় দুই মিনিট পরে আরদালী সেই কক্ষে প্রত্যাগমন করিয়া মিঃ ব্লেককে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল। মিঃ ব্লেক তাঁহার খুচুনী টুপিটা খুলিয়া লইয়া আর একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

মিঃ ব্লেক কাসিডি ফ্লাক্‌স্‌ম্যানের আফিস ঘরের সাজ সজ্জা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; লণ্ডনের অনেক ধনাঢ্য লর্ডের উপবেশন-কক্ষও সেরূপ মূল্যবান আসবাব-

পত্রে সজ্জিত নহে! গোয়েন্দাগিরি ব্যবসায় চালাইবার জন্য যে এরূপ আড়ম্বরের আবশ্যকতা থাকিতে পারে ইহা কোন দিন তিনি কল্পনা করিতেও পারেন নাই! কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের তুলনায় জনসাধারণ যে তাঁহাকে নিতান্ত অকিঞ্চন মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহার কারণ কতকটা বুঝিতে পারিলেন।

কক্ষের মধ্যস্থলে আবলুস্ কাঠের মিস্‌মিসে কালো একখানি টেবিল। কাসিডি ফ্লাক্সম্যান বহুমূল্য আফিসের পোষাকে সেই টেবিলের ধারে দ্বারের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া ছিল। তাহার মুখে একটা চুরুট, চুরুটটা দশ ইঞ্চির কম লম্বা নয়; সেই অনুপাতেই স্থূল, যেন একটি কৃষ্ণবর্ণ বোম্বাই মূলো। তাহার সম্মুখে একটি জোড়া টেলিফোন এবং একটি 'ডিক্টাফোন' যন্ত্র।

পূর্ব্বে 'রহস্য-লহরীর' একখানি উপন্যাসে আমরা 'ডিক্টাফোনের' পরিচয় দিয়াছি। আফিসের কর্ত্তা তাঁহার বক্তব্য বিষয় 'ডিক্টাফোনে' বলিলে তাহা কলের ভিতর 'রেকর্ড' হইয়া যায়, প্রাইভেট সেক্রেটারী বা কোন কেরাণী গ্রামফোনের রেকর্ডের গানের মত তাহা শুনিয়া লইয়া টাইপ-রাইটারের সাহায্যে তাহা লিপিবদ্ধ করে। বিলাতের বড় বড় আফিসে এই কায়দায় চিঠিপত্র লেখার কাজ চলে।—কাসিডি ফ্লাক্সম্যান এক তাড়া চিঠি হাতে লইয়া তখন তাহার পাতা উল্টাইতেছিল।

মিঃ ব্লেক তাহার সম্মুখে গিয়া অভিবাদন করিলেন, তাহার পর আড় চোখে সেই কক্ষের চারিদিক একবার দেখিয়া লইলেন।

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান তাঁহার অভিবাদন গ্রাহ্য না করিয়া, সেই কালো বোম্বাই মূলোটা মুখের এক দিক হইতে আর এক দিকে ঠেলিয়া দিল, তাহার পর মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া এরূপ ভ্রূভঙ্গি করিল—যেন তিনি, তাহার জরুরি কাজের মধ্যে সেখানে আসিয়া পড়িয়া অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছেন! তিনি তাহার বিনা অভিপ্রায়ে হঠাৎ সেখানে যান নাই, সুতরাং তাঁহার কি অপরাধ তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না; তবে এটুকু বুঝিলেন যে, তাহার সময় কিরূপ মূল্যবান ইহা বুঝাইবার জন্য এ একটা চা'ল বটে।

যাহা হউক, ক্যাসিডি ফ্লাক্‌সম্যান তাঁহার প্রেরিত কার্ডখানির উপর অবজ্ঞা-পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "মিঃ সলোমন বর্ণাবি ?"

মিঃ ব্লেক বিনয়ের অভিনয় করিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে, উহাই এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির পিতৃদত্ত নাম বটে !"

ফ্লাক্‌সম্যান বলিল, "হুঁ ; আমার কাছে তোমার কোন দরবার আছে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিঞ্চিৎ পরামর্শ গ্রহণের আশায় আসিয়াছি।"

ফ্লাক্‌সম্যান বলিল, "উত্তম ; আমি তোমার জন্য পাঁচ মিনিট সময় মঞ্জুর করিলাম। পাঁচ মিনিট পরে তোমাদের দেশের একজন খুব বড় লোক আমার সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসিবে।"—সে তাঁহাকে বসিতে বলাও আবশ্যক মনে করিল না।

লোকটার দাম্ভিকতায় মিঃ ব্লেকের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল। তাঁহার ইচ্ছা হইল, তাহার কান ধরিয়া তাহাকে একটু শিষ্টাচার শিক্ষা দেন ; কিন্তু তিনি অতি কষ্টে মনের ভাব গোপন করিয়া ধীর স্বরে বলিলেন, "তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইব। আপনার দেশব্যাপী নাম আর আপনার অসাধারণ খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা শুনিয়া একটা রহস্যজনক চুরির তদন্তে আপনার সহায়তা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। এই চুরিতে আমি বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি মিঃ ফ্লাক্‌সম্যান! সরবিটনে আমার বাড়ী। আমার ঘরে বহুমূল্য হীরক জহরত সঞ্চিত ছিল, তাহা চুরি গিয়াছে।"

ফ্লাক্‌সম্যান অবজ্ঞা ভরে বলিল, "তোমার ঠিকানা কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আজ্ঞে, আমার ঠিকানা ত আমার নামের ঐ কার্ডেই ছাপা আছে।"

ফ্লাক্‌সম্যান বলিল, "হুঁ, অতটা খেয়াল করি নাই। তা চুরিটা হইল কবে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "গত রাত্রে।"

ফ্লাক্‌সম্যান বলিল, "কাল রাত্রে ? পুলিশে এত্তেলা করিয়াছ ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অকর্ম্মা পুলিশে সংবাদ দিয়া লাভ কি ? যাঁহার কাছে আসিলে ফল পাওয়া যাইবে, তাঁহারই কাছে আসিয়াছি।"

ক্লাক্সম্যান যেন একটু খুসী হইয়া বলিল, "তুমি বুদ্ধিজীবীর মত কাজই করিয়াছ। তা এ চুরির কথা আর কাহাকেও বলিয়াছ?"

মিঃ ব্লেক ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "না, এ কথা আর কাহাকেও বলি নাই; তবে—তবে প্রথমে আমার মনে হইয়াছিল লণ্ডনের নামজাদা ডিটেক্টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেকের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকেই সকল কথা বলিব; কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া—"

ক্লাক্সম্যান বাধা দিয়া বলিল, "সে লোকটার কাছে না গিয়া খুব ভাল কাজ করিয়াছ; বুদ্ধিমানের মতই কাজ করিয়াছ। রবার্ট ব্লেক গোয়েন্দাগিরির কি জানে যে, তোমাকে সাহায্য করিবে? স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কয়েকটা বোকা হকেয়া ইন্‌স্পেক্টর, আর তার গোটাকত গোমস্তা মিথ্যা প্রশংসায় তাহার লেজ মোটা করিয়া দিয়াছে; তাহার ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছে লণ্ডনের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্টিভ! ভ্যাড়ার গোয়ালে বাছুর পরামাণিক! আমি তোমার হীরা জহরতগুলা উদ্ধার করিয়া দিব; কোন চিন্তা নাই। তোমার যে সকল মাল চুরি গিয়াছে সে-গুলির মোট মূল্য কত?"

মিঃ ব্লেক মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "তা কম করিয়া ধরিলেও, কুড়ি হাজার পাউণ্ড ত বটেই।"

ক্যাসিডি ক্লাক্সম্যান বলিল, "আচ্ছা তুমি বসিতে পার।"

যাহার কুড়ি হাজার পাউণ্ড মূল্যের জহরত চুরি যাইতে পারে তাহাকে বসিবার আসন দিলে আত্মসম্মান নষ্ট হইবার তেমন আশঙ্কা নাই বলিয়াই ক্লাক্সম্যানের বিশ্বাস হইল।

মিঃ ব্লেক তাহার প্রদত্ত চেয়ার প্রত্যাখান করিয়া বলিলেন, "আমি সামান্য লোক, হজুরের সম্মুখে বসিবার যোগ্য নই।"

ক্লাক্সম্যান বলিল, "তোমাদের দেশের অনেক ভদ্রলোকের চেয়ে তোমার আক্কেল আছে দেখিতেছি! তা শোন—কি বলে—হাঁ, মিঃ বার্বি, আমি তোমার জহরতগুলা উদ্ধার করিয়া দিতে রাজী আছি বটে, কিন্তু আমার ফি কত জান ত? তোমাদের দেশী গোয়েন্দা ব্লেক-টেকের যে ফি লইয়া কাজ করে

আমি তা স্পর্শও করি না। আমি ঐ সব লোকের মত হাতুড়ে গোয়েন্দা নই, তা বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে। আমি হাজার পাউণ্ড ফি লইব, আর এই তদন্তভার আমার হাতে লইবার পূর্ব্বে এই আফিসে তোমার নাম রেজেষ্টী করিবার জন্ম অগ্রিম একশত পাউণ্ড তোমাকে 'ডিপজিট' করিতে হইবে। আমার ফি মিটাইয়া দেওয়ার সময় তাহা হইতে এই টাকা অবশ্য বাদ দেওয়া হইবে।"

মিঃ ব্লেক কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "ডিপজিট দিয়া নাম রেজেষ্টারী করাইবার আবশ্যক ?"

ক্র্যাকম্যান বলিল, "ওটা আমার বিশ্বাসের জন্য। মনে কর তুমি আমাকে তোমার কাজের ভার দিয়া শেষে কু-লোকের পরামর্শে আর একজন ডিটেক্‌টিভের সাহায্য প্রার্থনা করিলে। তখন ?—এ টাকা অনেকটা বায়নার মত। তবে ইতর 'বায়না' শব্দটা ভদ্রসমাজে ব্যবহারযোগ্য নয়, এই জন্যই আমার আফিসে নাম রেজেষ্টারী করিয়া টাকা ডিপজিট রাখিবার নিয়ম।"

মিঃ ব্লেক তাহার কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, তাহার পর বলিলেন, "সুন্দর নিয়ম! এ রকম নিয়ম ভিন্ন কি এত বড় আফিসের ইজ্জৎ থাকে, না হুজুরের সম্ভ্রম রক্ষা হয় ?—তা আমি বাড়ী গিয়া আপনাকে একশ' পাউণ্ডের চেক্ পাঠাইয়া দিব। আসিবার সময় চেক্-বহিখানি পকেটে করিয়া আনিতে ভুলিয়া গিয়াছি ; উহা সঙ্গে থাকিলে এই খানেই চেক্ কাটিয়া দিয়া যাইতাম।"

মিঃ ব্লেক এই বাচাল বুজরুকের কার্য্যপ্রণালী পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন ; এ সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া খুসীই হইলেন। ক্র্যাকম্যান যে তাঁহাকে সন্দেহ করিতে পারে নাই ইহাতে তিনি সত্যই আমোদ বোধ করিলেন।

তাঁহার কথা শুনিয়া কাসিডি ক্র্যাকম্যান যেন কিঞ্চিৎ নিরুৎসাহ হইল ; চেক্‌খানা হাতের উপর পাইলে কি মজাই হইত ! "[illegible]।"— [illegible] টিকিওয়ালা অর্থনীতিবিদ টুলো পণ্ডিতের প্রচারিত এই

নীতি-বাক্য যে কিরূপ মূল্যবান, তাহা ধাপ্পাবাজ, বকনাকুশল টুপিওয়ালা মার্কিন বুজরুকেরও অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু ফ্ল্যাক্‌সম্যান মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল, "আচ্ছা তবে চেক্‌খানা বাড়ী গিয়াই পাঠাইয়া দিও।"

একটা প্রকাণ্ড দাঁও মারিবার উৎসাহে সে ভুলিয়া গেল যে, দয়া করিয়া যে পাঁচ মিনিট মাত্র সময় মঞ্জুর করিয়াছিল, তাহা অতীত হইবার পর আরও কুড়ি মিনিট চলিয়া গিয়াছে! মিঃ ব্লেক সে কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিলেন, "বুজরুকটার আগা-গোড়াই ধাপ্পাবাজি, কিন্তু তাহার মধ্যে সামঞ্জস্য নাই! পেশা ত গোয়েন্দাগিরি, কিন্তু লাট সাহেবের মত চাল!"

মুহূর্ত্ত কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া ফ্লাক্সম্যান বলিল, দেখ মিঃ—মিঃ বর্ণাবি, ডিপজিটের টাকা পাঠাইতে বিলম্ব হইলে তোমারই লোকসান! ঐ টাকা এই আফিসে জমা হইবার পূর্ব্বে তদন্তে আমার হস্তক্ষেপণ করা এ আফিসের নিয়মবিরুদ্ধ। গুড্ ডে!"

মিঃ ব্লেক কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের আফিস হইতে বাহির হইয়া মনে মনে বলিলেন, "ওরে বেটা ধাপ্পাবাজ! তুই ভাবিয়াছিস্ তোর বচনে ভুলিয়া আমি বাড়ী গিয়াই তোকে 'একশ' পাউণ্ডের চেক্ পাঠাইয়া দিব! কিন্তু এই রকম ধাপ্পায় ভুলিয়া অনেক নিরীহ নির্ব্বোধ লোক যে ক্রমাগত প্রতারিত হইতেছে এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, আমি—"

তাঁহার মনের কথা মনের ভিতর চাপা রহিল; কারণ সেই সময় মিসেস্ ফ্লাক্সমান 'লিফ্‌টে' চাপিয়া দোতালায় উঠিয়া ঠিক তাঁহার সম্মুখেই উপস্থিত! তিনি তখন লিফ্‌টের কয়েক গজ দূরে ছিলেন। তিনি এতই অন্যমনস্ক ছিলেন যে, তাঁহার ছদ্মবেশের কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া, পূর্ব্বপরিচিতা মিসেস্ ফ্লাক্স-ম্যানের অভিবাদনের জন্য টুপি তুলেন আর কি!—কিন্তু হঠাৎ তাঁহার মনে হইল তিনি ছদ্মবেশে আসিয়াছেন। সুতরাং তিনি এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার পথ ছাড়িয়া দিলেন।

মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান তাঁহার পাশ দিয়া যাইবার সময় তাঁহার মুখের উপর অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তাহার মুখ হঠাৎ আতঙ্কে পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল।

হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি তাহার স্বামীর আফিস-ঘরে প্রবেশ করিয়াই দ্বার রুদ্ধ করিল; তাহার পর ক্লাক্‌সম্যানের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তীব্রস্বরে বলিল, "কাসিডি, যে বুড়োটা তোমার আফিস হইতে একটু আগে বাহির হইয়া চলিয়া গেল, সে কে?"

ক্লাক্‌সম্যান বলিল, "বেজায় মোটা ঐ পাকা গোঁফওয়ালা বুড়োর কথা বলিতেছ? নাম শুনিয়া বোধ হইল, ও বেটা জাতে ইহুদী। উহার অনেক টাকার জহরত চুরি গিয়াছে। লোকটা কিন্তু সরল বলিয়াই মনে হইল; টোপও গিলিয়াছে। আমি উহাকে বুঝাইয়া দিয়াছি, একশত পাউণ্ড আমায় আফিসে জমা না রাখিলে চুরির তদন্ত আরম্ভ হইবে না; এটা আমাদের আফিসের নিয়ম। তা সে বাড়ী গিয়াই একশত পাউণ্ডের চেক্ পাঠাইবে বলিয়া গেল।"

মিসেস্ ক্লাক্‌সম্যান নীরস হাস্যে তাহার স্বামীর মুখের উপর অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তাহার পর ঘৃণাভরে বলিল, "তুমি একটি নিরেট গাধা! তোমার মাথায় কি একবিন্দু বুদ্ধি নাই? বুদ্ধি না থাক, তোমার চক্ষু দুটিও কি অন্ধ হইয়া গিয়াছে? উহার নিকট হইতে একশ' পাউণ্ডের চেক্ পাইবে ভাবিয়া মনের আনন্দে চুরুটের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছ! কিন্তু লোকটা কে, তাহা যদি ঠাহর করিতে পারিতে, তাহা হইলে তোমার পিলে চম্‌কাইয়া যাইত।"

ক্লাক্‌সম্যান মুখ হইতে চুরুট নামাইয়া বলিল, "লোকটা একটা বর্ব্বর ইহুদী, আমার ফাঁদে আসিয়া পড়িয়াছে। এতই সরল লোক যে, আমার সম্মুখে বসিতেও সাহস করিল না! হুজুর সম্বোধন না করিয়া কথা বলে নাই। সকল লোককেই তোমার সন্দেহ! তোমার সন্দেহের অত্যাচারে আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি।"

মিসেস্ ক্লাক্‌সম্যান বলিল, "সাধে তোমাকে নিরেট গাধা ও অন্ধ বলিলাম? তোমার একটু হুঁস, আর যৎসামান্য দৃষ্টিশক্তি থাকিলে তুমি ছদ্মবেশী রবার্ট ব্লেককে চিনিতে পারিতে।"

কাসিডি ক্লাক্‌সম্যানের হাত হইতে অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটটা খসিয়া মেঝের উপর

পড়িয়া গেল। সে তাহার মোটা মোটা করমচার মত লাল চোখ ছুটো কপালে তুলিয়া বলিল, "রবার্ট ব্লেক! ঐ নাদা-পেটা পাকা-গুঁফো ইহুদীটা রবার্ট ব্লেক? তুমি কি স্বপ্ন দেখিতেছ, না আমি ক্ষেপিয়াছি? ঐ লোকটা রবার্ট ব্লেক, এরূপ অসম্ভব সন্দেহ তোমার মনে স্থান পাইল কেন বল ত প্রিয়ে!"

মিসেস্ ক্লাক্সম্যান—আবেগভরে তাঁহার স্বামীর টেবিলের একপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া—মুখের বিকৃত ভঙ্গি করিয়া বলিল, "আমি স্বপ্ন দেখি নাই; তুমিই ক্ষেপিয়াছ! লোকটা জালার মত ভুঁড়ি করিয়াই আসুক, আর পাকা গোঁপ আঁটিয়া বুড়াই সাজুক, উহার ছদ্মবেশ আমাকে প্রতারিত করিতে পারে নাই। আমি জানি সে রবার্ট ব্লেক ভিন্ন অন্য কেহ নহে। এই রকম মগজ লইয়া তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রে গোয়েন্দাগিরি করিতে আসা তোমার পক্ষে কি ঝকমারি তাহা যদি তোমার বুঝিবার শক্তি থাকিত! তোমার মত গাধাকে লইয়া আমি আর কত সামলাইয়া চলিব? তুমি হাঁ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলে যে! কথাটা বুঝি বিশ্বাস হইতেছে না? আমি একবার যাহার মুখ ভাল করিয়া দেখিয়া রাখি, সে কোন রকম ছদ্মবেশেই আমার চক্ষুকে প্রতারিত করিতে পারে না, তা তুমি জান? তোমার মত 'মেকি' আমেরিকাতেই যখন অচল, তখন কেবল অর্থের জোরে কত দিন তোমাকে আর এ দেশে আমি চালাইব বল? দেখিতেছি কোন্ দিন নিজেও মজিবে, আমাকেও মজাইবে!"

কাসিডি ক্লাক্সম্যান হতবুদ্ধি হইয়া মিনিট-ছুই তাহার প্রিয়তমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর সে অস্ফুটস্বরে বলিল, "রবার্ট ব্লেক! রবার্ট ব্লেক ঐ রকম ছদ্মবেশে কি মতলবে আমার আফিসে আসিবে? ইহাতে তাহার লাভ কি?"

মিসেস্ ক্লাক্সম্যান বলিল, "তাহার কোন লাভ আছে কি না সে কথা আলোচনার পূর্ব্বে একটা মোটা কথা তোমার বুঝা উচিত যে, বিশেষ কোনও কারণে সে তোমাকে সন্দেহ করিয়াছে! তোমার প্রতি তাহার সন্দেহ না হইলে সে ছদ্মবেশে তোমার আফিসে ঢুকিয়া তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়া যাইত না। তোমার মত মেকিকে বাজাইয়া দেখাই যে তাহার

একটা মস্ত লাভ, ইহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? আমি তোমাকে একটা সোজা কথা বলি—শোন কাসিডি! তুমি ব্লেককে খাটো করিবার জন্য যতই চেষ্টা কর, আর তাহার শক্তিসামর্থ্য, তাহার বুদ্ধি কৌশল তোমার অপেক্ষা অনেক কম ভাবিয়া তুমি যতই আত্মপ্রসাদ উপভোগ কর,—এই কূটবুদ্ধি, ফন্দীবাজ, চতুর বৃটীশ ডিটেক্‌টিভ তোমাকে গোরুর মত একহাটে কিনিয়া আর একহাটে বিক্রয় করিতে পারে—এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। টাকা খরচ করিয়া নিজের ঢাক খুব জোরে জোরে পিটিলেই পৃথিবীতে অদ্বিতীয় হওয়া যায় না।"

কাসিডি ফ্রাঙ্কম্যান কতকটা আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "প্রিয়ে, তুমি যে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছ, তাহা শুনিয়া মনে হইতেছে আজ রবিবার, আমি কোন ভজনালয়ে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া সদাপ্রভুর কোন ধর্ম্মাত্মা শিষ্যের হৃদয়-গ্রাহী উপদেশ শ্রবণ করিতেছি। কিন্তু তোমার অতখানি বিচলিত না হইলেও ক্ষতি নাই। যদি সত্যই রবার্ট ব্লেক ছদ্মবেশে আমার আফিসে গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়া থাকে, তাহাতেও ভয় বা উদ্বেগের কারণ নাই। সে আমার এখানে কিছুই জানিতে পারে নাই। কোন সাধারণ মক্কেল আসিলে তাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতাম, তাহার সঙ্গেও ঠিক তদ্রূপ ব্যবহারই করা হইয়াছে।"

মিসেস্ ফ্রাঙ্কম্যান তাহার সোনার সিগারেটবাক্স বাহির করিয়া একটি সিগারেট মুখে গুঁজিল, এবং দুই এক মিনিট নিঃশব্দে ধূমপান করিয়া বলিল, "হয় ত তাহার এখানে গোয়েন্দাগিরি করিতে আসা ব্যর্থ হইয়াছে; কিন্তু রবার্ট ব্লেক ছদ্মবেশে আসিলে তুমি তাহাকে চিনিতে পারিবে না, তোমার এই অক্ষমতা অমার্জ্জনীয়। সে আমার সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে না পারে সেজন্য বিশেষ সতর্ক থাকা দরকার।"

ফ্রাঙ্কম্যান বলিল, "না, তা সে নিশ্চয়ই পারিবে না। এখন তাহার কথা লইয়া সময় নষ্ট করিলে চলিবে না; আজ রাত্রের ব্যবস্থা কি হইবে?"

মিসেস্ ফ্রাঙ্কম্যান হাসিয়া বলিল, "সেজন্য তোমাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না, আমার ভাবনা আমিই ভাবিব।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দস্যুর অদ্ভুত স্পর্দ্ধা

মিঃ ব্লেক ছদ্মবেশে মার্কিণ গোয়েন্দা কাসিডি ফ্রাঙ্কম্যানের সহিত আলাপ করিয়া ধীরে ধীরে তাহার আফিসের বাহিরে আসিলেন বটে; কিন্তু সেখানে রহস্যের কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে না পারায় কিঞ্চিৎ নিরুৎসাহ হইলেন। বস্তুতঃ, ফ্রাঙ্কম্যানের আফিসে গিয়া তিনি যে সকল কথা জানিতে পারিলেন, তাহা জানিবার জন্য অতদূর কষ্টস্বীকার করিবার আবশ্যকতা ছিল না। তিনি নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। কাসিডি ফ্রাঙ্কম্যানই ছদ্মবেশী কিড্ ডয়েল, এই সন্দেহ ভঞ্জনের কোন ব্যবস্থাই তিনি করিয়া উঠিতে পারিলে না; তবে তিনি এইটুকু বুঝিয়া আসিলেন যে, ফ্রাঙ্কম্যান ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া মহা আড়ম্বরে কাজকর্ম্ম চালাইলেও, যে সকল লোক তাহার সাহায্য গ্রহণ করে—তাহাদের সহিত তাহার ব্যবহার সরল নহে। সে তাহাদের ধাপ্পা দিয়া প্রথমেই অনেক টাকা আদায় করিয়া লয়, তাহার পর অকৃতকার্য্য হইলে লম্বা লম্বা কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করে, এবং সুযোগ পাইলে কায়দায় ফেলিয়া আরও কিছু আদায় করে! এই ভাবে গোয়েন্দাগিরি করিয়া 'রাজার হালে চলা' সম্ভব বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। এই জন্য তাঁহার সন্দেহ হইল অন্য উপায়ে সে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে; সে উপায় কি, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, সুতরাং তাঁহার পূর্ব্ব সন্দেহ দৃঢ়তর হইল

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "উহার চাল চলন হঠাৎ-নবাবের মত! সে বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করে বটে, কিন্তু যে উপায়ে টাকা উপার্জ্জন করে তাহা সদুপায় বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। মানুষ লোকের চোখে ধূলা দিয়া কিছুদিন অসাধু-

উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে বটে, কিন্তু অবশেষে একদিন তাহাকে ধরা পড়িতে হয়। কাসিডি ফ্লাক্‌সম্যানকেও ধরা পড়িতে হইবে; কিন্তু আমার বিশ্বাস, ধরা পড়িবার পূর্ব্বেই সে জাল গুটাইবে! যে ভাবে হঠাৎ আসিয়া ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসিয়াছে, সেই ভাবেই হঠাৎ একদিন অদৃশ্য হইবে। অপহৃত সামগ্রী উদ্ধার করিয়া দেওয়ার অঙ্গীকারে সে কত লোকের নিকট হইতে একশত পাউণ্ড হিসাবে বায়না লইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, সম্ভবতঃ তাহাদের সংখ্যা অল্প নহে। তাহারা তাহার অঙ্গীকারে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত আছে; কিন্তু যেদিন সে হঠাৎ অদৃশ্য হইবে—সেই দিন তাহাদের সকলকে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া হায় হায় করিতে হইবে!"

মিঃ ব্লেক বাড়ী ফিরিয়া, ছদ্মবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার উপবেশন-কক্ষে বসিয়া চুরুট টানিতে টানিতে কত কথাই ভাবিতে লাগিলেন।

স্মিথ সেই কক্ষে বসিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। তিনি পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে বসিলে স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, আপনি কি উদ্দেশ্যে বুড়া ইহুদী বণিকের ছদ্মবেশে কোথায় গিয়াছিলেন, যে কাজে গিয়াছিলেন তাহা সফল হইয়াছে কি না জানিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছে। আপনি বলিয়া গিয়াছিলেন বাড়ী ফিরিয়া আমাকে সকল কথা বলিবেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ছদ্মবেশে কোথায় গিয়াছিলাম জানিতে চাও? আমি কাসিডি ফ্লাক্‌সম্যানের সঙ্গে দেখা করিতে তাহার আফিসে গিয়াছিলাম।"

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "কাসিডি ফ্লাক্‌সম্যান! সেই ধাপ্পাবাজ বুজরুক বেটার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন! তাহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আপনার এরূপ আগ্রহের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারি না?"

মিঃ ব্লেক সেই দিন প্রভাতের ডাকে তাঁহার মার্কিণবন্ধু—মিঃ ফেন্‌-উইক ফানের যে পত্রখানি পাইয়াছিলেন তাহা বাহির করিয়া স্মিথের হাতে দিলেন, তাহাকে বলিলেন, "আগে এই পত্রখানি পড়িয়া দেখ।"

স্মিথ ব্যগ্রভাবে পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলে মিঃ ব্লেক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পত্রখানি পাঠ করিতে করিতে স্মিথের মুখ লাল ও চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। পত্রখানি পাঠ করিয়া মিঃ ব্লেকের মনে যে সন্দেহের ছায়াপাত হইয়াছিল, স্মিথের মনও সেইরূপ সন্দেহে পূর্ণ হইল।

পত্রপাঠ শেষ হইলে স্মিথ মুখ তুলিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল; তখন মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিছু বুঝিলে কি? পত্র পড়িয়া তোমার কিরূপ ধারণা হইল বল।"

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, আপনি কি মতলবে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সেই বুজ্‌রুকটার আফিসে গিয়াছিলেন, এতক্ষণে তাহা বুঝিতে পারিলাম! আপনার সন্দেহ হইয়াছে কিড্‌ ডয়েল কাসিডি ফ্লাক্‌সম্যানের ছদ্মবেশে লণ্ডনে আসিয়া গোয়েন্দাগিরি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে; কিড্‌ ডয়েলই কাসিডি ফ্লাক্‌সম্যান। আপনার এই সন্দেহ সমূলক কি না তাহাই পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার অনুমান সম্পূর্ণ সত্য।"

স্মিথ বলিল, "আপনার সন্দেহ যে অমূলক নহে, ইহার কোন প্রমাণ সেখানে গিয়া পাইয়াছেন কি?"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া সংক্ষেপে বলিলেন, "না।"

অনন্তর, ফ্লাক্‌সম্যানের সহিত তাঁহার যে সকল কথা হইয়াছিল, এবং সে তাঁহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল তাহা তিনি স্মিথের গোচর করিলেন।

সকল কথা শুনিয়া স্মিথ হঠাৎ লাফাইয়া উঠিল, এবং দেওয়ালের গায়ে যেখানে তাহার ওভার কোটটা ঝুলিতেছিল—সেই খানে গিয়া দাঁড়াইল!

মিঃ ব্লেক তাহার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। স্মিথ সেই কোটের একটা পকেটে হাত পুরিয়া দিয়া একখানি সংবাদপত্র বাহির করিল। এই কাগজখানি সে ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিয়াছিল।

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, আজ দুপুরের সংস্করণের 'ডেলি নিউজ' আপনি নিশ্চয় দেখেন নাই। আপনাকে দেখাইব বলিয়া উহা পকেটে রাখিয়াছিলাম; কথাটা এতক্ষণ পরে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল!"—সে কাগজখানির ভাঁজ খুলিয়া একটি 'প্যারা'র উপর অঙ্গুলী স্থাপন করিয়া তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

মিঃ ব্লেক কৌতূহলভরে কাগজখানি টানিয়া লইয়া সেই 'প্যারা'টি মনে মনে পাঠ করিলেন। তাহা এইরূপ :—

লণ্ডনের পশ্চিমপল্লীতে ভীষণ ডাকাতি !

"গত শেষ রাত্রে লণ্ডনের পশ্চিম পল্লীতে সুবিখ্যাত রত্নবণিক মেসার্স কম্‌রেড্ এণ্ড পেপ কোম্পানীর জহরতের দোকান হইতে আনুমানিক দশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের জহরত চুরি গিয়াছে! চোর বা চোরেরা চুরি করিবার জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৌশলের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিল, এবং লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিবার জন্য যে সকল অস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়াছিল—তাহাতেও বিজ্ঞানে তাহাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই অদ্ভুত চুরিতে তাহারা আদৌ সেকেলে পন্থার অনুসরণ করে নাই। এই চুরির পর পুলিশ যে সকল সূত্র আবিষ্কার করিয়াছে, এবং চুরিতে যে কৌশলের পরিচয় পাইয়াছে—তাহার উপর নির্ভর করিয়াই পুলিশের বহুদর্শী বিচক্ষণ কর্ম্মচারিগণের ধারণা হইয়াছে—এ দেশের কোন সাধারণ তস্করকে এই চুরির জন্য দায়ী করা যাইতে পারে না; ইহা অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মার্কিণ তস্কর কিড্ ডয়েলেরই কীর্ত্তি! এই অনুমানে বিশ্বাস স্থাপন করিবার যথেষ্ট কারণ আছে; যেহেতু উক্ত দুঃসাহসী বৈজ্ঞানিক তস্কর নিউ ইয়র্ক হইতে পলায়ন করিয়া এদেশে আসিয়াছে—এ সংবাদ পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছিল। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের খ্যাতনামা ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর গজের হস্তে এই চুরির তদন্তভার অর্পিত হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক এই প্যারাটি গভীর মনোযোগের সহিত দুইবার পাঠ করিলেন; তাহার পর কাগজখানি টেবিলের উপর রাখিয়া চিন্তাকুল চিত্তে ধূমপান করিতে লাগিলেন। তাঁহার ললাট ও ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল, চক্ষু দুটি অর্দ্ধ নিমীলিত; কিন্তু তাহা অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

মিঃ ব্লেকের মনে হইল, তাঁহার মার্কিণ বন্ধু ফেনুউইক ফান্ তাঁহাকে সতর্ক

করিবার জন্য পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার এক বর্ণও অতিরঞ্জিত নহে, কিড্ ডয়েল লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এবং ইতিমধ্যেই হাত খেলাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে! এদিকে কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের ব্যবসাও মহা সমারোহে চলিতেছে গোয়েন্দাগিরির উপলক্ষ্য করিয়া সে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। গোয়েন্দাগিরি তাহার বিপুল অর্থাগমের একমাত্র পন্থা নহে বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল; ডেলি নিউজের এই প্যারাটি পাঠ করিয়া বিশ্বাস হইল—এই উভয় ব্যাপারের মধ্যে নিশ্চয়ই অদৃশ্য যোগসূত্র বর্ত্তমান। উভয় ঘটনার মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে—তাহা অমূলক ও কল্পনাপ্রসূত বলিয়া উপেক্ষা করিবার উপায় নাই! তিনি পূর্ব্বে সন্দেহ করিয়াছিলেন কিড্ ডয়েল কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া লণ্ডনে আসিয়া মহা সমারোহে গোয়েন্দাগিরি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে, এইবার তাঁহার প্রতীতি হইল—কাসিডি ফ্লাক্সম্যান কিড্ ডয়েল ভিন্ন অন্য কেহ নহে; গোয়েন্দাগিরি ব্যবসায় তাহার বাহ্যিক ঠাট মাত্র—তস্করবৃত্তিই তাহার বিপুল অর্থাগমের প্রধান পন্থা। দিবসে সে গোয়েন্দা, রাত্রে সে সিঁধেল চোর; সে সাপ হইয়া কামড়ায়, রোজা হইয়া ঝাড়ে! একাধারে দুই মূর্ত্তি!

কিন্তু কথা এই যে, যাহা তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন—তাহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার উপায় কি? তিনি কিরূপে সপ্রমাণ করিবেন যে, কাসিডি ফ্লাক্সম্যানই দুর্দ্ধর্ষ মার্কিণ দস্যু ছদ্মবেশী কিড্ ডয়েল, এবং গোয়েন্দার ব্যবসাটা তাহার তস্করবৃত্তি গোপন করিবার বাহ্যিক আবরণ মাত্র?

প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়া, মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দেখ স্মিথ, তুমি যে প্যারাটি আমাকে দেখিতে দিলে উহা বড়ই গুরুতর সংবাদ! উহা আমাকে দেখাইয়াই যে তোমার কর্ত্তব্য শেষ হইল, এরূপ মনে করিও না। তোমার উপর একটা গুরুতর কাজের ভার দিতে চাই। আমি নিউ ইয়র্কে মিঃ ফেনউইক কানের নিকট তার করিতেছি। তাঁহার নিকট হইতে উত্তর আসিতে কত বিলম্ব হইবে বুঝিতে পারিতেছি না, কারণ তাঁহার উত্তর তারে পাঠাইবার সুবিধা নাই; তিনি কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের একখানি 'ফটো' সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন, কাজেই আগামী সপ্তাহের ডাকের প্রতীক্ষায় থাকিতে হইবে।

যে পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে এই ফটোখানি না পাই—ততদিন পর্য্যন্ত কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের গতিবিধির প্রতি তোমাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেই হইবে। আজই তোমাকে যাইতে বলিতেছি না; কাল সকাল হইতে তোমাকে এই কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। সে যেখানে যাইবে ছায়ার ন্যায় তাহার অনুসরণ করিবে, এজন্য যদি তোমাকে সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত ঘুরিতে হয়—তাহাতেও কাতর হইবে না; বিরক্ত বা অবসন্ন হইলে চলিবে না। সে তোমার অগোচরে কোথাও যাইতে না পারে—তাহাই তোমার একমাত্র লক্ষ্য হইবে।

স্মিথ সোৎসাহে বলিল, "এ কাজ খুব পারিব কর্ত্তা! আমি ত ঐ রকম কাজই চাই। বেটা ধাপ্পাবাজ বুজরুক, বুজরুকির সাহায্যে সে আপনার অপমান করিয়াছে; দেশের লোকের কাছে আপনাকে ক্রমাগত অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার মুখোস টানিয়া খুলিতে না পারিলে আমার ক্ষোভ দূর হইবে না। আর যদি উহার চুরি ধরিয়া উহাকে শ্রীঘরে পাঠাইতে পারি—তাহা হইলে কি মজাই হয়! ঐ বেটাই চোরের সর্দ্দার কিড্ ডয়েল, আপনার এ অনুমান মিথ্যা নয়, দিনে সে গোয়েন্দা ফ্লাক্সম্যান—আর রাতে চোর কিড্ ডয়েল। রাত্রি কালে গৃহস্থের সিন্দুক ভাঙ্গে, আর দিনের বেলায় গৃহস্থকে সাবধান করে! হাঁ, আমি ছায়ার মত তাহার অনুসরণ করিব।"

স্মিথ অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া অধীর ভাবে পরদিন প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রাত্রিটা সে কোন রকমে কাটাইয়া দিল।

পরদিন অতি প্রত্যুষে মিঃ ব্লেকের নামে এক 'কেবল-গ্রাম' আসিল। স্মিথ তাহার পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশ ধারণের যোগাড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছিল। 'কেবল-গ্রামখানি' হাতে লইয়া সে তাড়াতাড়ি মিঃ ব্লেকের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। মিঃ ব্লেক তখনও ঘুমাইতেছিলেন। সে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া বাদামী রঙ্গের লেফাপাখানি তাঁহার হাতে দিল, সোৎসাহে বলিল, "এ নিশ্চয়ই আপনার কেবলগ্রামের উত্তর, মিঃ ফেন্উইক ফান নিউ ইয়র্ক হইতে পাঠাইয়াছেন। আমার অনুমান সত্য কি না, খুলিয়া দেখুন।"

জানালাগুলি রুদ্ধ থাকায় ঊষালোক তখন সেই কক্ষে প্রবেশ করে নাই; স্মিথ এক

লক্ষে জানালার কাছে গিয়া তাহা খুলিয়া ফেলিল। মিঃ ব্লেক শয্যায় উঠিয়া বসিয়া লেফাপাখানি খুলিয়া 'কেবল-গ্রাম' পাঠ করিলেন। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল,—

"ফটো ডাকে দিলাম। অমূলক সন্দেহ। গোয়েন্দাটাকে কিড্ মনে করিবার কারণ নাই।—ফান্।"

এই সঙ্ক্ষিপ্ত কেবলগ্রাম পাঠ করিয়া মিঃ ব্লেক যেন কিঞ্চিৎ দমিয়া গেলেন! তিনি কোন কথা না বলিয়া কাগজখানি স্মিথের হাতে দিলেন।

স্মিথ কেবলগ্রামখানি পাঠ করিয়া যেরূপ মুখভঙ্গি করিল, তাহা দেখিলে মনে হইত বেচারা রক্ত-আমাশয় রোগে বড়ই কষ্ট পাইতেছে! কিন্তু তাহার মুখের সেই ভঙ্গি দেখিলে অতি গম্ভীরপ্রকৃতি লোকেরও হাস্য সংবরণ করা দুরূহ হইত।

স্মিথ সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "সব মাটী করিয়া দিল। একেবারে গোড়ায় গলদ! দুধ মারিয়া ক্ষীর করিবার জন্য উনানে না চাপাইতেই একদম ছানা হইয়া গেল? কি আপশোষ!—কিন্তু মিঃ ফান যাহা লিখিয়াছেন—তাহা ত অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না কর্ত্তা! তিনি কিড্ ডয়েলকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন; তাহার উপর প্রথম হইতে নজর রাখিয়া আসিয়াছেন। ক্লাক্সম্যানের ছদ্মবেশ ধারণ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইলে সে কথা তিনি অগ্রেই জানিতে পারিতেন; আপনার উক্তির সমর্থন করিতেন। তাহা যখন করেন নাই, তখন বুঝিতে হইবে, কিড্ ডয়েল অন্য লোক; তবে সে এই বুজরুক গোয়েন্দাটার সঙ্গে বখরায় ব্যবসা চালাইতেছে কি না তাহারই সন্ধান লওয়া আবশ্যক।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ছোকরা এক কথায় মর, এক কথায় বাঁচ! এত স্ফূর্ত্তি, উৎসাহ, উদ্যম—এই কেবলগ্রাম দেখিয়া সব নিবিয়া গেল! ফেন্‌উইক্ ফান বলিতেছেন, কাসিডি ক্লাক্সম্যানকে কিড্ ডয়েল বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ নাই, অর্থাৎ ক্লাক্সম্যান ও কিড্ ডয়েল এক লোক নয়; কিন্তু যে বুজরুকটা ক্লাক্সম্যান বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া এ দেশে গোয়েন্দা-

গিরি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে, সেই যে আসল ফ্ল্যাক্সম্যান, মিঃ ফেনউইক ফান তাঁহার কেবলগ্রামে ত সে কথা বলেন নাই। এ অবস্থায় কিড্ ডয়েল ফ্ল্যাক্সম্যানের নামে আত্মপরিচয় দিয়া যদি গাছেরও পাড়ে এবং তলারও কুড়ায়—তাহা হইলে ফেনউইক ফান্ নিউ ইয়র্কে থাকিয়া তাহার এই ছদ্মনামরহস্য কিরূপে ভেদ করিবেন? কিড্ ডয়েল ফেনউইক ফানের চোখে একমুঠা ধূলা ফেলিয়া দিয়া 'রাসেটেনিয়া' জাহাজে উঠিয়া পড়িয়াছিল; তাহার পর কাসিডি ফ্ল্যাক্সম্যান বলিয়া জাহাজের খাতায় নাম লিখাইয়া লণ্ডনে আসিয়া আড্ডা লইয়াছে, এবং সেই নামেই এদেশে নিজের পরিচয় দিতেছে,—এরূপ অনুমান করা কি অসঙ্গত? কাসিডি ফ্ল্যাক্সম্যানের সহিত গোড়ায় পরামর্শ আঁটিয়া এই পন্থা অবলম্বন করা তাহার পক্ষে কঠিন—এরূপ মনে করিবার কি কোন কারণ আছে?"

স্মিথ মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া মহাবিস্ময়ে মুখব্যাদান করিয়া মিনিট খানেক তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "আপনি ভারি খাঁটি কথা বলিয়াছেন কর্তা! কিড্ ডয়েলের মত ভয়ঙ্কর দস্যু মানুষ জাল করিবে—ইহা তাহার পক্ষে অসম্ভবও নয়, অস্বাভাবিকও নয়। আপনি ঠিকই অনুমান করিয়াছেন, কিড্ ডয়েলই জাল ফ্ল্যাক্সম্যান। সে যদি আসল ফ্ল্যাক্সম্যান না হয়, তাহা হইলে ফ্ল্যাক্সম্যানের ফটোখানি আমাদের হস্তগত হইলেই এই রহস্যভেদ হইবে; এই বুজ্‌রুকটা আসল কি নকল ফ্ল্যাক্সম্যান তা চেহারাতেই ধরা পড়িয়া যাইবে। পরমেশ্বর করুন তাহাই যেন হয়, ফটোর সঙ্গে উহার চেহারার যেন গরমিল হয়। তাহা হইলেই—আমাদের কাজ বার আনা হাসিল।"—ফটো আসিলে তাহাতে অন্য চেহারা দেখিতে পাইবে—এই আশায় স্মিথ আবার উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ফটোখানি হস্তগত হইলে আমাদের আশা সফল হইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আমরা এখানে যে ফ্ল্যাক্সম্যানকে দেখিতে পাইতেছি, ফটোর সহিত তাহার চেহারা মিলিবে না; ফটোর চেহারা আর এক রকম দেখিতে পাইব।"

স্মিথ বলিল, "কেবলগ্রামখানার মর্ম্ম অবগত হইয়া সত্যই আমি প্রথমে বড়

দমিয়া গিয়াছিলাম! তা ফটোখানা না আসা পর্য্যন্ত যখন কিছুই স্থির হইতেছে না, তখন বোধ হয় কাসিডি ফ্রাক্সম্যানের গতিবিধি লক্ষ্য করাই সঙ্গত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নিশ্চয়ই। আমি ত তোমাকে কালই বলিয়াছি কেবল-গ্রামের উত্তরের উপর নির্ভর করিয়া কাজে ঢিল দেওয়া হইবে না। তুমি আজ হইতেই লাগিয়া যাও। সূর্য্যোদয়ের আর বিলম্ব নাই, তুমি হাত মুখ ধুইয়া চা ও, কিছু খাবার খাইয়া বাহির হইয়া পড়।"

মিঃ ব্লেক উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য শেষ করিবার পূর্ব্বেই সংবাদপত্র-বিক্রেতা কয়েক-খানি কাগজ দিয়া গেল। ইহা সেই দৈনিকগুলির 'প্রাতঃ-সংস্করণ।' মিঃ ব্লেক একখানি কাগজ খুলিতেই দেখিলেন প্রথম পৃষ্ঠায় মোটা মোটা হরফে ছাপা হইযাছে,—

"মার্কিণ দস্যু কিড্ ডয়েলের অদ্ভুত তৎপরতা!"

তিনি সোৎসাহে তাহার 'তৎপরতার' বিবরণ পাঠ করিতে লাগিলেন,—"সুবিখ্যাত মার্কিণ দস্যু কিড্ ডয়েল লণ্ডনে আসিয়া তাহার বিষদন্ত ক্ষয় করিতেছে, গতকল্য ইহার একটি দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। সে কি কৌশলে সুবিখ্যাত স্বর্ণবণিক মেসার্স কমরেড এণ্ড পেপ্ কোম্পানীর দোকানের লোহার সিন্দুক হইতে দশহাজার পাউণ্ড মূল্যের জহরৎ আত্মসাত করিয়াছে, পাঠকগণ গতকল্য সে সংবাদ পাইয়াছেন। গতকল্য অপরাহ্নে—প্রকাশ্য দিবালোকে সে হোটেল ম্যাগ্‌নিফিসেণ্ট হইতে একগাছা মহামূল্য হীরক-হার অপহরণ করিয়াছে! যাঁহার এই হার চুরি গিয়াছে—তিনি সাধারণ রমণী নহেন, তাঁহার নাম রাজকুমারী জোবেইস্কি। দুর্দ্দান্ত দস্যু কেবল এই হার চুরি করিয়াই ক্ষান্ত থাকে নাই, এবং ইহা যে কিড্ ডয়েলেরই কাজ এ বিষয়ে সে সন্দেহের অবকাশ মাত্র রাখে নাই। লণ্ডনের পুলিশ যে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, এবং ঢেকাপা দুরন্ত রাখিতেই মজবুদ—ইহাই যেন সপ্রমাণ করিবার জন্য সে রাজকুমারী জোবেইস্কির প্রসাধন-টেবিলের উপর সংরক্ষিত সুবৃহৎ আয়নাখানির উপর চা খড়ি দিয়া মোটা মোটা অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে—"কিড্ ডয়েল!

মিঃ ব্লেককে হঠাৎ অত্যন্ত মন দিয়া কাগজ পড়িতে দেখিয়া এবং তাঁহার চোখ মুখের ভাবপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া স্মিথ বুঝিতে পারিল কোন নূতন খবর আছে! সে বলিয়া উঠিল, "আবার কি কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক প্যারাটি তাহাকে পাঠ করিতে দিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি, কিছু বুঝিতে পার কি না!"

স্মিথ রুদ্ধ নিশ্বাসে তাহা পাঠ করিয়া বলিল, "এ-ও কি কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের কীর্ত্তি বলিয়া আপনার ধারণা?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নিশ্চয় করিয়া বলা বড় শক্ত, স্মিথ! তুমি আর বিলম্ব করিও না। তুমি যে ফ্লাক্সম্যানের অনুসরণ করিতেছ—ইহা যেন সে জানিতে না পারে।"

মিঃ ব্লেক আশা করিয়াছিলেন রত্নবণিকদের দোকানের জহরত চুরির তদন্তে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর গজ সম্ভবতঃ তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতে আসিবেন। কাজেও তাহাই হইল; স্মিথ বাহিরে যাইবার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ইন্‌স্পেক্টর গজ মিঃ ব্লেকের উপবেশন কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

মিঃ ব্লেক চুরুটের বাক্স হইতে একটি চুরুট বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিলেন। ইন্‌স্পেক্টর গজ মিনিট দুই নিঃশব্দে ধূমপান করিয়া বলিলেন, "ব্লেক, কিড্ ডয়েল সম্বন্ধে তোমার ধারণা কিরূপ হইয়াছে বল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কি করিয়া বলিব? তাহার সম্বন্ধে আমি এ পর্য্যন্ত কিছুই জানিতে পারি নাই। তুমি কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিয়াছ? তাহাকে ধরিতে পারিবে কি?"

ইন্‌স্পেক্টর গজ বলিলেন, "সূত্র আবিষ্কারের কথা বলিতেছ? কিড্ ডয়েল কি সেই রকম আনাড়ি চোর যে, সে কোন চিহ্ন রাখিয়া যাইবে? সে শেয়ালের চেয়েও বেশী ধূর্ত্ত! আমি খানিক আগে কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের সঙ্গে তাহার কথারই আলোচনা করিতে ছিলাম। তিনি বলিলেন, তিনি যখন আমেরিকায় ছিলেন, তখন কিড্ ডয়েলকে বেশ ভাল করিয়া জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন;

সে যে কি চিজ,আর কি অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে চুরি করে তাহা তাঁহার সুবিদিত। তিনি শীঘ্রই তাহাকে ধরিয়া দিবেন বলিয়া আমাকে যথেষ্ট আশা ভরসা দিলেন। এই জন্য এই চুরির তদন্তের ভারটা তাঁহার হাতেই দিয়া আসিয়াছি; তিনি খুব আগ্রহের সঙ্গে এই ভার লওয়ায় আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছি। আমেরিকার ফাঁহাবাজ চোরকে আমেরিকার সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভই কৌশলে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন।”

ইন্‌স্পেক্টর গজের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক যেন একটু চম্‌কাইয়া উঠিয়া মুহূর্তের জন্য তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন; তাহার পর দৃষ্টি ফিরাইয়া অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কাসিডি ফ্লাক্সম্যান কিড্ ডয়েলকে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করিয়া দিবে বলিয়া ইন্‌স্পেক্টর গজকে আশা ভরসা দিয়াছে, আর তিনি তাহার সেই কথা বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন! যে শর্ষে দিয়া তিনি ভূত ছাড়াইবার আশা করিতেছেন—সেই শর্ষেই যে ভূত তাহা তিনি কিরূপে জানিবেন?

মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল, কাসিডি ফ্লাক্সম্যান ইন্‌স্পেক্টর গজের তদন্ত বন্ধ করিবার জন্যই এই চাল চালিয়াছে। সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ বলিয়া ইন্‌স্পেক্টর গজের খ্যাতি আছে তাহা সে জানিতে পারিয়াছিল। ইন্‌স্পেক্টর গজ তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়া যদি বুঝিতে পারেন কাসিডি ফ্লাক্সম্যান ও কিড্ ডয়েল একই লোক—তাহা হইলে তিনি তাহার গতিবিধির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন; সুতরাং ভবিষ্যতে তাহার কায কর্ম্মের অসুবিধা হইবে। এ অবস্থায় কাসিডি ফ্লাক্সম্যান তাঁহাকে তদন্তে বিরত রাখিবার জন্য যে এই কৌশলই অবলম্বন করিবে, স্তোভবাক্যে তাঁহাকে ভুলাইবে, ইহা সেই বুজ্‌রুকের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

যাহা হউক, মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর গজের নিকট তাঁহার মনের কথা প্রকাশ না করিয়া কম্‌রেড এণ্ড পেপ্‌ কোম্পানীর দোকানের জহরত চুরি ও 'ম্যাগ্‌নিফিসেণ্ট হোটেল' হইতে রাজকুমারী জোবেইস্কির হীরক-হার চুরি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল সংবাদ তাঁহার নিকট জানিয়া লইলেন।

ইন্‌স্পেক্টর গজ বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন, মিঃ ব্লেক তাম্রকূট-ধূমে আচ্ছন্ন

হইয়া তাঁহার চেয়ারেই বসিয়া রহিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইল, কিন্তু তিনি একবারও উঠিলেন না; আজ তাঁহার চিন্তার বিরাম নাই!

অবশেষে রাত্রি প্রায় বারটার সময় স্মিথ বাড়ী ফিরিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে নিরুৎসাহ চিত্তে বলিল, "কর্ত্তা, ক্যাল্লম্যান সম্বন্ধে কোন রহস্য ভেদ করা আমার অসাধ্য বলিয়াই মনে হইতেছে! সকাল হইতে বেলা প্রায় একটা পর্য্যন্ত তাহার আফিসের বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইলাম; কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাহার টিকি দেখিতে পাইলাম না। সে মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার আফিসের বাহিরে আসিল না। অবশেষে বেলা একটার পর সে তাহার আফিস হইতে বাহির হইয়া পিকাডেলীর 'গ্রিন রাওয়েন' হোটেলে উপস্থিত হইল। আমিও একটু পরে হোটেলের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি, সে গিলিতে বসিয়াছে। তাহার উপর নজর রাখিবার জন্য আমাকেও অগত্যা আর একটা টেবিলে বসিয়া কিছু খাইতে হইল। অনর্থক আমার দশ শিলিং খরচ হইয়া গেল! সেখানে ভোজন শেষ করিয়া সে 'ক্রাইটেরিয়নে' উপস্থিত। সেখানে সে বোতল খুলিয়া বসিল। সেখান হইতে সে তাহার আফিসের দিকে চলিল; আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম। সে আফিসে উপস্থিত হইবার অল্পকাল পরে ইন্‌স্পেক্টর গজ তাহার আফিসে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু প্রায় আধ ঘণ্টা পরেই তিনি বাহিরে আসিলেন। আমি তাহার আফিসের সম্মুখে নানা ছলে ঘুরিতে লাগিলাম। অপরাহ্ণ ছয়টার সময় সে আফিস বন্ধ করিয়া তাহার নাইট ব্রিজের বাসায় চলিল। আমিও দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিলাম। খবরের কাগজের তাড়া বগলে লইয়া কাগজ বিক্রয় করিতে করিতে চলিলাম বটে, কিন্তু সে আমার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। সে সেই যে তাহার বাসায় ঢুকিল, রাত্রি সাড়ে এগারটা বাজিয়া গেল, আর বাহিরে আসিল না। আমি আর তাহার আশায় পথে পথে ঘুরিয়া কি করিব? বিরক্ত হইয়া বাড়ী ফিরিলাম।"

মিঃ ব্লেক্ বলিলেন, "বাড়ী ফিরিয়া ভালই করিয়াছ; কিন্তু সন্ধ্যার সময় হইতে রাত্রি সাড়ে এগারটা পর্য্যন্ত ত তাহার বাড়ীর উপর নজর রাখিয়াছিলে, এই

সময়ের মধ্যে কাহাকেও তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে বা তাহার বাড়ী হইতে বাহিরে আসিতে দেখিয়াছ ?”

স্মিথ বলিল, “মিসেস্ ফ্লাক্সম্যানকে বাড়ীর বাহিরে আসিতে দেখিয়াছি। সন্ধ্যার পর সে পথে আসিয়া একখানি ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল ; ট্যাক্সিওয়ালাকে বলিল, তাহাকে ‘রয়ালটি থিয়েটারে’ রাখিয়া আসিতে হইবে। আমি তাহার অনুসরণ করা আবশ্যক মনে না করিয়া সেই বাড়ীটাই পাহারা দিতে লাগিলাম ; আমি এখানে চলিয়া আসিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে থিয়েটার দেখিয়া সে বাড়ী ফিরিয়াছে দেখিয়া আসিয়াছি। আমার এই পরিশ্রমের ফলে আপনি কাল কোন নূতন খবর পাইবেন, সে আশা নাই বলিয়াই মনে হইতেছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ফল পাওয়া যাক না যাক তোমার নিরুৎসাহ হইলে চলিবে না, কাল আবার যাইবে ; কাল হয়ত তোমার শ্রম সফল হইতে পারে। এ সকল কাজে এক দিনের চেষ্টায় কোন ফল পাওয়া যায় না।”

স্মিথ বলিল, “নিশ্চয়ই যাইব ; শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া আমি ছাড়িতেছি না।”

স্মিথ তাহার পর উপর্য্যুপরি পাঁচ দিন ধরিয়া কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিল। ফ্লাক্সম্যান যতক্ষণ আফিসে থাকিত ততক্ষণ স্মিথ তাহাকে দেখিতে পাইত না বটে, কিন্তু সে আফিসের বাহিরে আসিলে একবারও স্মিথের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিত না ; স্মিথ প্রত্যেক স্থানে ছায়ার ন্যায় তাহার অনুসরণ করিত। কিন্তু ফ্লাক্সম্যান এই কয়দিনের মধ্যে একবারও এরূপ কোন স্থানে যায় নাই যাহাতে মিঃ ব্লেকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে। তথাপি এই কয় দিনের মধ্যে তিনটি বিভিন্ন স্থানে বড় বড় চুরি হইয়া গেল ! এই সকল চুরি যে কিড্ ডয়েলেরই কীর্ত্তি এ বিষয়ে পুলিশের কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। মিঃ ব্লেকেরও সেইরূপই বিশ্বাস হইল। এই সকল চুরির পর মিঃ ব্লেকের সিদ্ধান্তে স্মিথের আর বড় শ্রদ্ধা রহিল না। কিড্ ডয়েল ও কাসিডি ফ্লাক্সম্যান অভিন্ন ব্যক্তি এবং এই সকল চুরি তাহারই কাজ, এ কথা বিশ্বাস করিতে স্মিথের প্রবৃত্তি হইল না ; কিড্ ডয়েল ভিন্ন লোক বলিয়াই তাহার ধারণা হইল।

আরও একদিন অতীত হইল। সপ্তম দিন প্রভাতে মিঃ ব্লেকের টেলিফোনে ঝন্‌ঝনানি আরম্ভ হইলে মিঃ ব্লেক কলের কাছে গিয়া সাড়া দিলেন।

টেলিফোনের তারের অন্য প্রান্ত হইতে প্রশ্ন হইল, "আপনি কি মিঃ রবার্ট ব্লেক?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ আমি ব্লেক; আপনি কে? কি চান?"

উত্তর হইল, "আমি কাসিডি ফ্লাক্সম্যান। দেখুন মিঃ ব্লেক, আপনার মতলবখানা কি আমাকে সরল ভাবে বলিবেন? আপনার এক ছোকরা সহকারীই বলুন আর সাকৃরেদই বলুন—আছে না? সে কি মনে করে সে আমার ছায়া, অথবা আমি তাহার কায়া? না, তাহার ধারণা আমি লণ্ডনের পথে বাহির হইলেই হারাইয়া যাইব?—তাহার মনে নিশ্চয়ই এই রকম কোন একটা ধারণা জন্মিয়াছে; নতুবা সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আমার অনুসরণের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিতেছে কেন? ঠিক পোষা কুকুরের মত সে আমার পশ্চাতে কয়দিন হইতে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! যখনই পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়াছি, তখনই তাহার মুখ আমার নজরে পড়িয়াছে। আবার সে এক এক দিন এক এক রকম চেহারা লইয়া আমার অনুসরণ করে, কোন দিন দেখি তাহার মুখে দাড়ি গোঁফ, কোন দিন দাড়ি থাকে না শুধুই গোঁফ, আবার কোন দিন দেখি দাড়ি গোঁফ কিছুই নাই, অথচ মুখের ভো'ল বদ্‌লাইয়া গিয়াছে!—কিন্তু তাহার সেই সকল ছদ্মবেশের ভিতর দিয়া তাহার মুখ চিনিতে আমার এক মিনিটও বিলম্ব হয় না। এ তাহার কি খেয়াল, তাহা আপনাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

মিঃ ব্লেক বিস্ময় গোপন করিয়া বলিলেন, "হাঁ, এ তাহার খেয়ালই বটে! তাহার খেয়াল হইয়াছে সে আপনার গোয়েন্দা-রীতিটা শিখিয়া লইবে; এই জন্যই আপনি কি ভাবে গোয়েন্দাগিরি করেন তাহা লক্ষ্য করিতেছে! গোয়েন্দা-গিরির নূতন নূতন ফন্দী-ফিকির ও রীতি-পদ্ধতি শিখিবার জন্য তাহার প্রবল আগ্রহ। সে আমার সাক্‌রেদ বটে, কিন্তু আমার সেকেলে ধরণের গোয়েন্দাগিরির কৌশলে আর তাহার তত শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস

নাই! আপনি অল্প দিনেই এ দেশে যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, গোয়েন্দাগিরির নূতন নূতন কৌশলে ও চাতুর্য্যে জন-সাধারণকে যে ভাবে মুগ্ধ করিযাছেন, তাহার পরিচয় পাইয়া স্মিথের স্থায় উৎসাহী যুবক যে সকল কাজ ফেলিয়া অনুগত ভক্তের মত অন্ধভাবে আপনারই অনুসরণ করিতেছে—ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই।"

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান বলিল, "নূতন কিছু শিখিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইয়াছে! বটে?—তা সে যদি শিখিবার জন্য আর দুই একদিন এইরূপ উৎসাহ প্রকাশ করে, এবং সতর্ক না হয়, তাহা হইলে সে এমন শিক্ষা পাইবে যে সে শিক্ষা জীবনে ভুলিতে পারিবে না।"—পরমুহূর্ত্তেই সে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে জানাইয়া দিল তাহার কথা শেষ হইয়াছে।

মিঃ ব্লেক সরিয়া আসিলেন। মৃদু হাস্যে তাঁহার ওষ্ঠ রঞ্জিত হইল, কিন্তু সে হাসি মুহূর্ত্তেই তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে মিলাইয়া গেল। তিনি তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিতেই দেখিতে পাইলেন স্মিথ একতাড়া ডাকের চিঠি লইয়া তাঁহাকে সেগুলি দিতে আসিতেছে।

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা এই মাত্র সকালের ডাক পাওয়া গেল। আমেরিকা হইতে ডাকে একটা পুরু প্যাকেট আসিয়াছে; মিঃ ফেন্‌উইক ফান আপনাকে যে ফটো পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন বোধ হয় সেই ফটোখানা আসিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক আগ্রহের সহিত সেই চিঠির তাড়াটা হাতে লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; তাঁহার চক্ষু আশা ও আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

স্মিথ যে প্যাকেটটির কথা বলিল, তাহা বাদামী রঙ্গের পুরু কাগজের একখানি প্রকাণ্ড লেফাপা। তাহার সম্মুখের পৃষ্ঠায় যে ডাকটিকিট লিপ্ত ছিল, তাহার উপর নিউ ইয়র্ক ডাকঘরের গোল মোহর অঙ্কিত। হস্তাক্ষর দেখিয়াই তিনি চিনিতে পারিলেন তাহা নিউ ইয়র্কের ডিটেক্‌টিভ ফেন উইক ফানের হস্তাক্ষর।

মিঃ ব্লেক লেফাপার প্রান্তভাগ ছুরি দিয়া কাটিয়া তাহার ভিতরের জিনিস টানিয়া বাহির করিলেন। লেফাপার ভিতর একখানি 'ফটো' ছিল;

সেই সঙ্গে একখানি ক্ষুদ্র চিঠিও দেখিতে পাইলেন। তিনি মহা আগ্রহে সেই পত্রখানিই প্রথমে পাঠ করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল,—

"প্রিয় ব্লেক, তোমার অনুরোধ অনুসারে কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের 'ফটো' লেফাপার ভিতর পাঠাইলাম। তুমি হয় ত আশ্বস্ত হৃদয়ে এই ফটোর প্রতীক্ষা করিতেছ, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে—এই ফটো পরীক্ষা করিয়া তুমি নিশ্চয়ই নিরাশ হইবে। এই ফটো দেখিলেই তুমি বুঝিতে পারিবে—যাহার এই ফটো, সে কিড্ ডয়েল নহে। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি তোমার অনুমান সত্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

আশা করি তুমি একটা কথা শুনিয়া সুখী হইতে পারিবে।—আমার হাতের কাজগুলি প্রায় শেষ করিয়া তুলিয়াছি; সুতরাং কয়েক দিন পরেই আমি লণ্ডনে যাত্রা করিতে পারিব। আশা করি ওখানে গিয়া তোমাকে সুস্থ ও প্রফুল্ল দেখিতে পাইব। কিড্ ডয়েল লণ্ডনে গিয়া বেশ হাত খেলাইতেছে—সে সংবাদ আমি পাইয়াছি; সে তোমাদের স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে বিলক্ষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে—ইহাও জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু তুমি তাহার কোন সন্ধান করিয়া উঠিতে পার নাই বলিয়াই মনে হইতেছে; কারণ তাহার সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারিলে এতদিন আমাকে জানাইতে। যাহা হউক, সাক্ষাতে সকল কথা হইবে, আজ বিদায়।—তোমার ফেনউইক ফান্।"

মিঃ ব্লেক পত্রখানি পাঠ করিয়া তাহা স্মিথের হাতে দিলেন; তাহা পাঠ করিতে করিতে স্মিথ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে যে উৎসাহে মিঃ ব্লেকের নিকট চিঠি পত্রগুলি লইয়া আসিয়াছিল - তাহার সেই উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি অদৃশ্য হইল; কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহার মুখভাবের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন না, তখন তিনি ঘুড়ির কাগজের মত পাতলা কাগজের আর একখানি লেফাপার ভিতর হইতে ফটোখানি বাহির করিয়া তাহার পরীক্ষায় মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা পরীক্ষা করিতে তাহার অধিক সময় লাগিল না; তিনি ফটো দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, উহা কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের ফটো। সে যে ছদ্মবেশী কিড্ ডয়েল নহে, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইল।

স্মিথ পত্রখানির উপর চোখ বুলাইয়া তাড়াতাড়ি, টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, এবং মিঃ ব্লেকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই ফটোখানির উপর দৃষ্টিপাত করিল। তাহারও সকল আশা ভরসা শূন্যে বিলীন হইল। সে মাথা তুলিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "কি ঝকমারিই করা গিয়াছে! আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া এই কয়দিন বুনো হাঁসের পেছনে ছুটিয়া অনর্থক হয়রান হইয়াছি কর্ত্তা! কি একটা অসম্ভব সন্দেহ যে আপনার মনে স্থান পাইযাছিল! কাসিডি ফ্লাক্সম্যান কিড্ ডয়েল হইলে কি এত দিনে সন্দেহ করিবার মত কিছুই পাইতাম না? আপনি এতদিন ধরিয়া আকাশে যে কেল্লা বানাইয়া আসিতেছিলেন অকাট্য প্রমাণের এক ফুৎকারে তাহা কোথায় উড়িয়া গেল! এই ফটো পাইবার পর আপনি আর কিরূপে বলিবেন যে, কিড্ ডয়েল কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের ছদ্মবেশে লণ্ডনে আসিয়া রাত্রে ডাকাতি আর দিনে গোয়েন্দাগিরি করিতেছে, বা অন্য কোন লোক—"

মিঃ ব্লেক তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই কঠোর স্বরে বলিলেন, "থাম ছোকরা! সব কথা তলাইয়া না বুঝিয়া নিজের বুদ্ধির পায়ে ওভাবে সেলাম ঠুকিও না। এই ফটো যে রহস্য ভেদে সাহায্য করিবে না, ইহা তুমি কিরূপে বুঝিলে? কিরূপেই বা তুমি সিদ্ধান্ত করিলে যে অকাট্য প্রমাণের এক ফুৎকারে আমার আকাশের কেল্লা কোথায় উড়িয়া গেল? আমি যে আকাশে মিথ্যা অনুমানের কেল্লা বানাইয়াছিলাম, তোমার এরূপ অনুমানের কারণ কি বলিতে পার? আমি স্বীকার করি ইহা আসল কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের ফটো। স্বীকার করি ফ্লাক্সম্যানই নিউ ইয়র্ক হইতে লণ্ডনে গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়াছে; কিন্তু ফ্লাক্সম্যানই যে ছদ্মবেশী কিড্ ডয়েল নয়, ইহার প্রমাণ কোথায় পাইলে? ফ্লাক্সম্যান নিউ ইয়র্কে কিড্ ডয়েল নাম গ্রহণ করিয়া ছদ্মবেশে দস্যুবৃত্তি করিত না—তাহা ত এই ফটো হইতে সপ্রমাণ হয় না। ফ্লাক্সম্যান যে কিড্ ডয়েল নয়, এ কথা আমি এখনও বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি।"

স্মিথ বলিল, "অসম্ভবকে সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করিলে যুক্তি তর্কের অবকাশ থাকে না! মিঃ ফেনউইক কান লিখিয়াছেন, তাহারা উভয়ে একই লোক হইতে

পারে না। তিনি কাসিডি ফ্লাক্সম্যানকে দেখিয়াছেন, তাহার ফটোও তিনিই পাঠাইয়াছেন; এ অবস্থায় কিরূপে বিশ্বাস করি কাসিডি ফ্লাক্সম্যানই ছদ্মবেশী কিড্‌ ডয়েল ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ফেনউইক ফানের ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে; মানুষ মাত্রেরই ত ভ্রম হয়। ফান যাহাই লিখুন, কাসিডি ফ্লাক্সম্যান ও কিড্‌ ডয়েলের মধ্যে খুব একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে আমার এই ধারণা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, এবং আমার ধারণা যে সত্য, ইহা আমি একদিন সপ্রমাণ করিতে পারিব; তবে এই প্রমাণ সময়সাপেক্ষ।”

স্মিথ বুঝিল তাঁহার সহিত তর্ক করিয়া লাভ নাই; সে আর কোন কথা না বলিয়া বিরসবদনে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল, এবং তাহার নিজের ঘরে গিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, “কর্ত্তা কি একটা গোলমালে পড়িয়া এই রকম ভুল করিয়া বসিয়াছেন! এরূপ ভ্রম তাঁহার এই প্রথম। তিনি যে পথে চলিয়াছেন—সে পথ হইতে ফিরিবেন বলিয়া ত আমার মনে হয় না। আমি মিঃ ফেনউইক ফানের কথাই বিশ্বাস করি—কাসিডি ফ্লাক্সম্যান নিশ্চয়ই কিড্‌ ডয়েল নয়।”

মিঃ ব্লেক ফটোখানি সম্মুখে রাখিয়া ছবিখানির প্রত্যেক অংশ—প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ফটোখানি কয়েক বৎসরের পুরাতন হইলেও তাহা যে কাসিডি ফ্লাক্সম্যানেরই ফটো, এ বিষয়ে আর সন্দেহ করিবার তিনি কোন কারণ পাইলেন না। তিনি মনে মনে বলিলেন, “কাসিডি ফ্লাক্সম্যান যেরূপ চতুর ও ফন্দীবাজ বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল—এখন দেখিতেছি সে তাহা অপেক্ষা অনেক চতুর, অধিক ফন্দীবাজ! তাহার চরিত্র, ব্যবহার, কার্য্যপ্রণালী সমস্তই গভীর রহস্যে আবৃত; আমি এতদিন ধরিয়া সেই রহস্যভেদের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না! স্মিথের ধারণা হইয়াছে আমি ভুল সিদ্ধান্ত করিয়া বিপথে ঘুরিতেছি। যদি কিড্‌ ডয়েল কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের ছদ্মবেশে ফেনউইক ফানকে প্রতারিত করিয়া থাকে তাহা হইলে আমার সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া

গ্রহণ করিবার পক্ষে আর কোন বাধা থাকে না। কিন্তু ফেন্‌উইক ফ্রান্ অতি সুচতুর, বহুদর্শী গোয়েন্দা, কিড্ ডয়েল যে এই ভাবে তাঁহাকে প্রতারিত করিতে পারিয়াছে—ইহা ত বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আর কাসিডি ফ্লাক্সম্যান যদি ছদ্মবেশী কিড্ ডয়েল না হয়—তাহা হইলে কিড্ ডয়েল ইংলণ্ডে আসিয়া কিরূপে কোথায় অদৃশ্য হইল? ফেন্‌উইক ফানের পত্রে জানিতে পারিয়াছি কিড্ ডয়েল 'রসিটেনিয়া' জাহাজেই লণ্ডনে আসিয়াছে। কাসিডি ফ্লাক্সম্যানও সেই জাহাজে আসিয়াছে তাহা জানিতে পারা গিয়াছে; কিন্তু কিড্ ডয়েল ঐ জাহাজ হইতে নামিয়াছে—তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। অথচ চুরি করিয়া সে জানাইয়া যাইতেছে সে-ই চোর! সুতরাং এই সকল কারণেই ত কাসিডি ফ্লাক্সম্যানকে ছদ্মবেশী কিড্ ডয়েল বলিয়া সন্দেহ করিয়াছি; আমার সন্দেহ যে অমূলক, মিথ্যা অনুমান মাত্র—ইহা এখনও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।"

মিঃ ব্লেক এইরূপ নানা কথা চিন্তা করিয়া ফটোখানি সেই লেফাপার ভিতর পুরিয়া রাখিলেন। তাহার পর ডাকের অন্যান্য চিঠি পত্রগুলি একে একে খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল পত্রের মধ্যে একখানি পত্র তাঁহার বন্ধু ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের নিকট হইতে আসিয়াছিল। 'বার্ণস্‌বারীর হত্যাকাণ্ড' নামক একটা রহস্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ডের তদন্তে মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সহায়তা লাভ করিয়াই কুট্‌স্ হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করিতে পারিয়াছিলেন; এজন্য ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স্ ঐ পত্রে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। আর একখানি পত্র তাঁহার পুরাতন বন্ধু সার রিচার্ড লুজ্‌লির নিকট হইতে আসিয়াছিল। সার রিচার্ড মৃগয়া উপলক্ষে দেশান্তরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া, মিঃ ব্লেককে তাঁহার সহযাত্রী হইবার জন্য এই পত্রে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

চারিখানি পত্র পাঠ করিয়া মিঃ ব্লেক পঞ্চম পত্রখানি হাতে লইলেন; এই পত্রের লেফাপার তাঁহার নাম ও ঠিকানা মেটে কালি দিয়া 'টাইপ' করা ছিল। লেফাপাখানি নিতান্ত সাধারণ লেফাপা। মিঃ ব্লেক লেফাপাখানি পরীক্ষা করিয়া

তাহা কোথা হইতে আসিয়াছিল বা কে লিখিয়াছিল বুঝিতে পারিলেন না ; টিকিটের উপর ডাকঘরের যে মোহর পড়িয়াছিল, তাহা স্পষ্ট উঠে নাই। তিনি অনেক কষ্টে ডাকঘরের নামটি পড়িতে পারিলেন—'ওয়েষ্ট।'

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "সম্ভবতঃ ইহা বেনামী চিঠি ; মধ্যে মধ্যে এরকম চিঠি পাওয়া যায়। দেখা যাক ব্যাপার কি ?" তিনি পত্রখানি খুলিয়া সর্ব্বপ্রথমে পত্রপ্রেরকের স্বাক্ষরটি পাঠ করিলেন। তাহা পাঠ করিয়াই তিনি চম্‌কাইয়া উঠিলেন ; তাঁহার চক্ষু হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি কৌতূহলোদ্বেলিত হৃদয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে পত্রখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। তাঁহার বিস্ফারিত নেত্রে মুহূর্ত্তের জন্যও পলক পড়িল না ! এই পত্র তিনি প্রথমে বেনামী চিঠি বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন ? কি বিড়ম্বনা !

পত্রের লেফাপার উপর যে কালিতে মিঃ ব্লেকের নাম ও ঠিকানা 'টাইপ' করা ছিল, পত্রখানিও সেই কালিতেই টাইপ করা ; তাহার ভিতর হাতের লেখা অক্ষর একটিও ছিল না।

মিঃ ব্লেক পাঠ করিলেন,—

"প্রিয় ব্লেক, আমার বিশ্বাস ছিল লণ্ডনের যত সব অপদার্থ, হাম্‌বড়া, কাণ্ডজ্ঞান-হীন গোয়েন্দার মধ্যে যদি মানুষ থাকে তবে সে তুমি। তোমাদের স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড ত চিড়িয়াখানা ; সেখানে যে সকল হাঁদারাম গোয়েন্দা সরকারের অনুগ্রহে নিশ্চিন্ত ভাবে দু'বেলা দু'মুঠা খাইতে পাইয়া পোষা কুকুরের মত লেজ নাড়িয়া লম্ফ ঝম্ফ করিতেছে, আর নিজেদের খুব কাজের লোক ভাবিয়া ধরাকে সরাজ্ঞান করিতেছে, তাহাদের মধ্যে এমন লোক একটা নাই—যাহাকে আমি আমার পদাঘাতের যোগ্য মনে করিতে পারি !

আমার ধারণা ছিল—নিউ ইয়র্কের বচনবাগীশ, আনাড়ী গোয়েন্দার দল হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলেও, লণ্ডনে আসিয়া আমাকে একটু অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে ; অন্ততঃ তুমি আমাকে একটু বেগ না পাওয়াইয়া ছাড়িবে না। কিন্তু এ বিষয়ে আমি হতাশ হইয়াছি ; দেখিতেছি তুমিও তোমার সহকর্ম্মি-গণের মতই নির্ব্বোধ ও অকর্ম্মণ্য ! ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ বলিয়া

তোমার সুখ্যাতি আছে—তুমি তাহার সম্পূর্ণ অযোগ্য। তুমি দীর্ঘকাল হইতে যে সম্মান ভোগ করিয়া আসিতেছ—তাহাতে তোমার অধিকার নাই।

নিউ ইয়র্ক হইতে লণ্ডনে আসিয়া আমার মনে হইয়াছিল, এখানে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া আমাকে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হইবে, প্রতি পদক্ষেপে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে; নিশ্চিন্ত মনে আহার নিদ্রার ও অবসর পাইব না! উদ্বেগ ও অশান্তিতে দিবারাত্রি কোথা দিয়া যাইবে তাহাও বুঝিতে পারিব না। কিন্তু এখন দেখিতেছি লণ্ডনে না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণের ব্যবসায়, বাজারে দোকান খুলিয়া মুরগীর আণ্ডা ও গোল আলু বিক্রয় করা অপেক্ষা সহজসাধ্য ও নিরাপদ। ঐ কার্য্যটি এখানে ঘুমাইতে ঘুমাইতে সুসম্পন্ন করিতে পারা যায়! সত্য কথা বলিতে কি, লণ্ডনে আসিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া যেরূপ আরামে ও বৈচিত্র্য-হীন ভাবে আমার দিন কাটিতেছে, তাহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ করিয়া বীরত্ব ও বিক্রম প্রকাশের সুযোগ না পাইলে কোন্ বীর তৃপ্তি ও সাফল্যগর্ব্ব অনুভব করিয়া সুখী হইতে পারে? কিন্তু ক্ষোভের বিষয় লণ্ডনের কর্ম্মক্ষেত্রে এমন লোক একজনও নাই, যাহাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিতে পারি। তুমি ব্লেক, ভাড়ার দলে বাছুর পরামাণিক হইয়া দম্ভ ভরে লেজ নাড়িতেছ বটে, কিন্তু তোমার মত একশত বুদ্ধিমান একসঙ্গে চেষ্টা করিলেও আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, এ কথা আমি জোর করিয়াই বলিতেছি।

আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া গ্রেপ্তার করা তোমার মত আহাম্মক, অপদার্থ অকালকুষ্মাণ্ডদের অসাধ্য তাহার পরিচয় ত যথেষ্টই পাওয়া গিয়াছে; এখন যদি আমার গতিবিধির সন্ধান বলিয়া দিই, তাহা হইলে তোমরা দল বাঁধিয়া আসিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে কি? তোমাদের ততটুকুও শক্তি আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে; এইজন্য তোমাকে সংবাদ দিয়া রাখিতেছি যে, আগামী কল্য বেলা বারটা হইতে একটার মধ্যে আমি 'রয়াল একাডেমি'র ৬ নং কুঠুরীতে স্বয়ং উপস্থিত থাকিব; আমাকে গ্রেপ্তার করিবার আগ্রহ থাকিলে—যদি একাকী ঐ কার্য্যে ভরসা না পাও, তবে ইচ্ছামত টিকটিকির ঝাঁক লইয়া সেখানে গিয়া একবার চেষ্টা করিতে পার।

আমার অনুমান হইতেছে, আমায় একথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে তোমার প্রবৃত্তি হইবে না ; বোধ হয় মনে করিবে তোমাদের বোকা বানাইবার জন্য আমি ধাপ্পাবাজি করিতেছি ! কিন্তু যাহা বলিলাম, তাহা যে ধাপ্পাবাজি নয়, তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ অবশ্যই সেখানে দেখিতে পাইবে। আমাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে কি ? একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি ?

তোমার বিদ্যাবুদ্ধির পরীক্ষাকাঙ্ক্ষী
পুলিশ গর্ব্ব খর্ব্বকারী তস্করাজ
"কিড্ ডয়েল।"

পত্রখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া মিঃ ব্লেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। বিস্ময়, কৌতূহল, উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য তাঁহার হৃদয়ে প্রচণ্ড তুফান আরম্ভ করিল ! অবজ্ঞা, বিদ্রূপ ও স্পর্দ্ধা-কণ্টকিত তীব্র কটূক্তির এই চাবুক একবার মাত্র আস্বাদন করিয়াই তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না, তাই পত্রখানি তিনি আরও একবার পাঠ করিলেন। তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ কর্ম্ম-জীবনের অভিজ্ঞতায় কোন তস্করের নিকট হইতে এরূপ উৎকট দম্ভপূর্ণ, কঠোর তিরস্কার ও ধিক্কারব্যঞ্জক পত্র আর কখন পাইয়াছেন বলিয়া স্মরণ করিতে পারিলেন না ! তাঁহার পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ নূতন, এবং যৎপরোনাস্তি কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি কয়েক মিনিট শূন্য দৃষ্টিতে পত্রখানির দিকে চাহিয়া থাকিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "হাঁ, বাহাদুর চোর বটে ! মার্কিণ মুলুক হইতে এক গোয়েন্দা ও এক চোর লণ্ডনে দিগ্বিজয় করিতে আসিয়াছে, সাম্লাইয়া উঠা দায় ! এখনও আমার বিশ্বাস এ একেরই দুই মূর্ত্তি ! ইহার ধরণ ধারণে, ভাব ভঙ্গি ও স্পর্দ্ধায় তেজ ও নির্ভীকতার পরিচয়ে আজ আর একজনের কথা মনে পড়িতেছে,—সে ব্যাট্ ! ব্যাট্ ভিন্ন অন্য কোন দস্যু তস্কর এ পর্য্যন্ত আমাকে অপদস্থ ও আমার সকল চেষ্টা বিফল করিতে পারে নাই। * কিন্তু ব্যাটের মহত্ত্ব ছিল। সে সুশিক্ষিত ও মার্জ্জিতরুচির তস্কর,

---

* 'রহস্য-লহরী'র ২০ নং উপন্যাস 'চূড়ান্ত চাতুরী', ৩২ নং উপন্যাস 'জালের জাহাজ' এবং ৩৩ নং উপন্যাস 'ঘোগের ঘরে বাঘ' অদ্ভুতকর্ম্মা অসাধারণ দস্যু ব্যাটের বিস্ময়াবহ ও বৈচিত্র্যবহুল আখ্যায়িকায় পূর্ণ অধিকাংশ পাঠকেরই ইহা সুবিদিত।

আহার স্থান ইতর তস্করশ্রেণীর অনেক উর্দ্ধে ; কিন্তু এই মার্কিণ তস্কর কিড্ ডয়েল ব্যাট্ অপেক্ষা অশিক্ষিত ও ইতর দস্যু বলিয়াই মনে হইতেছে! ইহার পত্রের ভাষায় মার্জ্জিত রুচির অভাব, ইহার রসিকতা অত্যন্ত স্থূল, এবং দম্ভ ও স্পর্দ্ধা অসার আড়ম্বরপূর্ণ বলিয়াই অনুমান হয়। এখন কথা এই যে, সত্যই কি কিড্ ডয়েল এই পত্রের লেখক, না কোন বদ্‌রসিক ইতর লোক মজা মারিবার জন্য কিড্ ডয়েলের নাম দিয়া এই পত্র লিখিয়াছে? কিড্ ডয়েল যে ভাবে চুরি করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং চুরি করিয়া তাহার কীর্ত্তি অসঙ্কোচে ঘোষণা করিয়া যে অদ্ভুত উপায়ে অদৃশ্য হইতেছে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া, সে যে এরূপ পত্র লিখিতে পারে না ইহা অনুমান করা কঠিন। তাহার অনুষ্ঠিত বিস্ময়কর চুরির বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে ; তাহা পাঠ করিয়া ধনাঢ্য সমাজে, অভিজাত সম্প্রদায়ে আতঙ্ক ও বিষম উৎকণ্ঠার সঞ্চার হইয়াছে। তাহার সাহস ও চাতুর্য্যের কথা লইয়া সমাজের সকল স্তরেই আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। লণ্ডনের পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহার সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বড় বড় ডিটেক্‌টিভ, কি উপায়ে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া হতাশ ভাবে মাথা চুল্‌কাইতেছে ; আমাকে নিরুপায় হইয়া ফেন্‌উইক্ ফানের পথ চাহিয়া নিরুদ্যম ভাবে বসিয়া থাকিতে হইয়াছে! ইহা লক্ষ্য করিয়া কোন দুষ্ট লোক রহস্য করিবার জন্য এই পত্র লিখিয়া থাকিলে, তাহাতেও বিস্মিত হইবার কারণ নাই। এই পত্রে নির্ভর করিয়া কাজ করিতে যাইব, তাহা গোপন থাকিবে না ; তখন প্রকাশ্যে সংবাদপত্রে এই কথার আলোচনা হইবে; আমাকে অধিকতর অপদস্থ হইতে হইবে! কে জানে ইহা কাসিডি ফ্লাক্সম্যানেরই চাল কি না? জন-সমাজে আমাকে অপদস্থ করাই এখন তাহার প্রধান কাজ হইয়া উঠিয়াছে! সে এ সুযোগ, এ লোভ কি ত্যাগ করিতে পারিবে? অথচ কিড্ ডয়েলের ন্যায় দুঃসাহসী দুর্দ্দান্ত দস্যুর স্বাক্ষরিত পত্রে যে স্পর্দ্ধাপূর্ণ ইঙ্গিত আছে—তাহা বাজে লোকের চালাকি ভাবিয়া উপেক্ষা করাই বা কোন্ যুক্তিতে সঙ্গত মনে করি?"

মিঃ ব্লেক উঠিয়া পত্রখানি স্মিথের হাতে দিলেন ; তাহার পর চিন্তাকুল চিত্তে অধীর ভাবে সেই কক্ষে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

স্মিথ বিস্মিত ভাবে পত্রখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে মিঃ ব্লেক বলিলেন, 'বেশ মন দিয়া পড়িয়া এ সম্বন্ধে তোমার যে ধারণা হয় আমাকে বল।"

পত্রখানি পাঠ করিতে করিতে স্মিথের মুখের যে ভঙ্গি হইল, তাহা লক্ষ্য করিয়া দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যেও মিঃ ব্লেকের হাস্য সংবরণ করা দুরূহ হইয়া উঠিল! তিনি আড়চোখে দুই একবার তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু কোন কথা বলিলেন না।

স্মিথ রুদ্ধ নিশ্বাসে নিঃশব্দে পত্রখানি পাঠ করিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল, বোধ হয় তাঁহার মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু সে দেখিল, তাহার গম্ভীর মুখ ভাবসংস্পর্শহীন! সে তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "কর্ত্তা! এ যে অদ্ভুত পত্র! পত্রে কিড্ ডয়েলের নাম স্বাক্ষর আছে দেখিতেছি। উঃ, কি দম্ভ! কি স্পর্দ্ধা! ইহার প্রতি ছত্রে কি অবজ্ঞা ও আমাদের প্রতি কটূক্তি জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে!—কিন্তু একটা কথা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই; কোন্ দস্যু ইচ্ছা করিয়া ধরা দেয়? যাহাতে ধরা পড়িতে পারে, এরূপ সন্ধান দেওয়ার জন্য কোন তস্কর স্বেচ্ছায় পত্র লিখিয়া জেলের পথ মুক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে? পুলিশের শত চেষ্টাতেও যে ধরা পড়িতেছে না, সে কোন্ লোভে বলিতেছে ওগো অমুক সময়ে আমি অমুক স্থানে থাকিব, তুমি সদলে গিয়া আমাকে সেখানে গ্রেপ্তার করিও।—আপনি কি বিশ্বাস করেন কিড্ ডয়েল স্বয়ং এই পত্রের লেখক? এ জাল চিঠি নয়?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পত্রখানি পড়িয়া প্রথমে জাল বলিয়াই সন্দেহ হয় বটে; এরূপ সন্দেহ যে আমারি মনেও স্থান পায় নাই—একথা বলিতে পারি না। কিন্তু এই দুঃসাহসী, চতুর, ফন্দীবাজ মার্কিণ তস্কর পুনঃ পুনঃ সফলমনোরথ হইয়া, এবং লণ্ডনের পুলিশ ও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুদক্ষ কর্ম্মচারিগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহার সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিতেছে না দেখিয়া, তাহার সাহস ও দর্প এতই বর্দ্ধিত হইয়াছে, আমাদের সকলকে, এরূপ অকর্ম্মণ্য মনে করিয়াছে যে, এইরূপ অবজ্ঞাপূর্ণ, অপমানজনক স্পর্দ্ধিত কটূক্তি বর্ষণ করা, প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে আমাদিগকে আহ্বান করা তাহার পক্ষে অসম্ভব বা অস্বাভাবিক—ইহা ত মনে হয় না।

বরং যে অসাধ্যসাধনপটু তস্কর বহুধনজনপূর্ণ প্রথম শ্রেণীর হোটেলের সুতর্ক প্রহরীবর্গের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া দ্বিতলের একটি দুর্গম কক্ষ হইতে রাজকুমারীর সযত্নরক্ষিত হীরকহার অপহরণ পূর্ব্বক অন্যের অলক্ষ্যে সুকৌশলে অন্তর্দ্ধান করিতে পারে, এবং তাহাকে সন্দেহ করিবার কোন কারণ না থাকিলেও, পলায়নের পূর্ব্বে রাজকুমারীর আয়নায় নিজের নাম লিখিয়া উৎকট স্পর্দ্ধা প্রদর্শন করে—সে যে এইরূপ পত্র লিখিয়া দুর্দ্দমনীয় আত্মম্ভরিতার পরিচয় প্রদান করিবে, ইহা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সম্ভব বলিয়াই মনে করি।"

স্মিথ বলিল, "এই পত্র সত্যই কিড্ ডয়েলের স্বাক্ষরিত হইলে আপনার সিদ্ধান্ত যে উল্টাইয়া যায় কর্ত্তা! কাসিডি ফ্লাক্সম্যান স্বয়ং আপনাকে এই পত্র লিখিয়াছে একথা নিশ্চয়ই আপনি বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না। সে যে আপনাকে চিনিতে পারে নাই, একথাও আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। এ অবস্থায় সে আপনাকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করিয়া বিপদের পথ মুক্ত করিতে চাহিবে—ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। সে যদি সত্যই কিড্ ডয়েল হয়—তাহা হইলে গোয়েন্দার ছদ্মবেশে স্বীয় অস্তিত্ব গোপন করাতেই তাহার স্বার্থ। সে স্বেচ্ছায় সেই স্বার্থ বিসর্জ্জন করিবে, আপনি যে রহস্য ভেদ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন—সে স্বয়ং সেই রহস্য ভেদ করিবে—কি করিয়া তাহাকে এতদূর নির্ব্বোধ মনে করিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু ঘটনাটা তুমি যে ভাবে দেখিতেছ, সে হয় ত ঠিক সেই ভাবে দেখিতেছে না। এক দিক দিয়া দেখিলে—কাজটা নির্ব্বোধের কাজ বলিয়াই সন্দেহ হয় বটে; কিন্তু অন্যদিক দিয়া আলোচনা করিলে তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় ও চাতুর্য্যে সন্দেহ করিবার অবকাশ থাকে না।—আমি, যে কারণেই হউক, তাহাকে সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহার গতিবিধির প্রতি আমার তীক্ষ্ণদৃষ্টি আছে; সুতরাং সে যদি কোন ফিকিরে আমার মনে ভুল ধারণা উৎপাদন করিতে পারে, আমার দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারে—তাহা হইলে তাহাকে নির্ব্বোধ মনে করিবে, না, অত্যন্ত চতুর ও ফন্দীবাজ বলিয়া স্বীকার করিবে? যদি সে সত্যই কিড্ ডয়েল হয়—তাহা হইলে আমাকে ভুল পথে চালিত করিবার জন্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। যতক্ষণ আমি সন্তোষজনক

প্রমাণ না পাইব ততক্ষণ আমার পূর্ব্বসংস্কার ত্যাগ করিব না; তবে আমি এমন চাল চালিব যে, তাহার সকল চাতুরী অতি সহজেই ধরা পড়িয়া যাইবে।"

স্মিথ বলিল, "সে কিরূপ চাল, আমি শুনিতে পাই না কর্ত্তা? ব্যাপারটা এমন নিবিড় রহস্যে আবৃত যে, আপনি বুঝাইয়া না দিলে আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! আমি চারি দিকে গাঢ় অন্ধকার ভিন্ন আলোকের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইতেছি না।"

মিঃ ব্লেক ধীরে ধীরে চেয়ারে আসিয়া বসিলেন, তাহার পর তাঁহার পাইপে তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন, "আমি কাল 'রয়াল একাডেমী'তে যাইব, কিন্তু একা যাইব না; কিড্ ডয়েলের গ্রেপ্তারে আমার সহযোগিতা করিবার জন্য কাসিডি ফ্লাক্সম্যানকেও আহ্বান করিব।"

স্মিথ বলিল, "বলেন কি! এই কাজে কাসিডি ফ্লাক্স্ম্যানের সহায়তা প্রার্থনা করিবেন? আপনি কি আশা করেন সে আপনার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবে? এ বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, সে আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবে না, তাহা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। সে আমার নিমন্ত্রণপত্র পাইলে তাহার উত্তর দিতে নিশ্চয়ই বিলম্ব করিবে না; কিন্তু বলিবে, কিড্ ডয়েলের পত্র জাল পত্র; কোন দুষ্ট লোক মজা মারিবার জন্য ঐ পত্র লিখিয়াছে। আর যদি সে আমার প্রস্তাবে সম্মত হয় এবং আমার সঙ্গে রয়াল একাডেমীতে গমন করে—তাহা হইলে আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, কিড্ ডয়েল তাহার পত্রানুযায়ী কাজ করিবে না, নির্দ্দিষ্ট সময়ে রয়াল একাডেমীতে যাইবে না।"

স্মিথ হাসিয়া বলিল, "কাসিডি ফ্লাক্সম্যানই যে ছদ্মবেশী কিড্ ডয়েল এ ধারণা আপনি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি যাহা আমার ধারণা বলিতেছ তাহা আমার সন্দেহ মাত্র। ঐ সন্দেহ সত্য কি না তাহা এখনও ত প্রতিপন্ন করিতে পারি নাই; কাল কি ঘটে দেখা যাউক। ফ্লাক্সম্যানকে পত্র না লিখিয়া, তাহার আফিস হইতে তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবারই চেষ্টা করিব মনে করিতেছি।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রয়াল একাডেমি'তে চুরি

পর দিন বেলা এগারটার সময় মিঃ ব্লেক তাঁহার বেকার ষ্ট্রীটের ভবন হইতে বহির্গত হইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং লাঠী তুলিয়া একজন ট্যাক্সিওয়ালাকে গাড়ী থামাইতে বলিলেন। ট্যাক্সিচালক পথের এক ধারে গাড়ী থামাইলে তিনি অগ্রসর হইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলেন।

সেদিন তিনি ঘটা করিয়া পোষাক করিয়াছিলেন; তাঁহার জুতা হইতে মাথার টুপি ও হাতের দস্তানা—পোষাকগুলি সকলই খুব মূল্যবান। এই পোষাকে তাঁহাকে পথে দাঁড়াইয়া চুরুট টানিতে দেখিয়া, কয়েকটি যুবতী পথ দিয়া চলিতে চলিতে প্রশংসার দৃষ্টিতে একাধিক বার তাঁহার পোষাকের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিল। সুসভ্য ইউরোপ ও আমেরিকায় মানুষ অপেক্ষা মানুষের খোলসের মর্য্যাদা অধিক। আমাদের দেশেও এখন 'লক্ষসাট-পটাবৃতম্' না হইলে ভদ্র সমাজে কল্কে পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে!

ট্যাক্সিচালক মিঃ ব্লেকের আদেশে কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের আফিসের অভিমুখে চলিল। পথে তখন অত্যন্ত ভীড়; সেই ভীড়ের ভিতর দিয়া ট্যাক্সি ধীরে চলিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক, শীঘ্রই নূতন রহস্যের সন্ধান পাইবেন, এই আশায় অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কাসিডি ফ্লাক্সম্যান সম্বন্ধে তিনি যে ধারণা পোষণ করিতেছিলেন, তাহা সত্য কি না, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। আজ সেই সুযোগ উপস্থিত, সুতরাং তাঁহার মানসিক চাঞ্চল্যের যথেষ্ট কারণ ছিল।

যাহা হউক, কয়েক মিনিট পরেই তিনি কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের আফিসের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। তিনি ট্যাক্সি হইতে নামিয়া বারান্দায় উঠিতেই ফ্লাক্সম্যানের দ্বারবান তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া 'লিফ্‌টে' উঠাইয়া দিল। তিনি দ্বিতলে

পদার্পণ করিতেই পূর্ব্বোক্ত আরদালী তাঁহার নামের 'কার্ড' লইয়া কাসিডি ফ্লাক্স-ম্যানের আফিস-ঘরে প্রবেশ করিল, এবং মুহূর্ত্ত পরেই বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে ফ্লাক্সম্যানের সম্মুখে লইয়া গেল।

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাহার চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল, ডান হাতখানি তাঁহার সম্মুখে সাগ্রহে বাড়াইয়া দিয়া মহা সমাদরভরে বলিল, "ওয়াল মিঃ ব্লেক, এ যে অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব অনুগ্রহ! আপনি দয়া করিয়া এই গরীবের আফিসে পদার্পণ করিয়াছেন, ইহাতে কতদূর সুখী হইয়াছি তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। প্রায়ই মনে হয়, কৈ আপনি ত দয়া করিয়া একদিনও আমার এখানে আসিলেন না!—আজ আমার আশা পূর্ণ হইয়াছে। ইরেণীকে নিশ্চয়ই আপনার স্মরণ আছে মিঃ ব্লেক! ঐ যে তিনি।"

'মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান' যে সেই ঘরেই আছে তাহা মিঃ ব্লেক এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নাই; ফ্লাক্সম্যানের কথা শুনিয়া তাঁহার দিকে তাহার নজর পড়িল। সে তখন প্যারিসের নূতন ফ্যাশানের বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া একটা বাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়াছিল। তাহার স্বর্ণাভ কেশরাশির উপর একটি বহুমূল্য টুপি শোভা পাইতেছিল।

কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের কথা শুনিয়া তাহার স্ত্রী জানালার নিকট হইতে তৎক্ষণাৎ মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া দস্তানা-ঢাকা হাত বাড়াইয়া দিল, এবং মৃদু হাসিয়া তাঁহার মুখের উপর চঞ্চল কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, "আমার কথা আপনার স্মরণ থাক না থাক, আপনার সহিত পরিচিতা হইয়া আমি কিরূপ গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলাম তাহা আমি ত কখন ভুলিতে পারিব না। অবশ্য, এক দিনের বেশী আপনার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ হয় নাই; কিন্তু আপনার ন্যায় বিখ্যাত ব্যক্তিকে চিরজীবন স্মরণ রাখিবার পক্ষে সেই একদিনের আলাপই যথেষ্ট; আপনার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি সত্যই অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম মিঃ ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক অস্ফুটস্বরে মিসেস্ ফ্লাক্সম্যানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া পুরু গদী আঁটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান হাসিয়া বলিল, “কি রকম পানীয়ের ব্যবস্থা করিব, আদেশ করুন মিঃ ব্লেক!”—সঙ্গে সঙ্গে সে টেবিলের প্রান্তস্থিত একটি স্লোতামের উপর তর্জ্জনী স্পর্শ করিল। চক্ষুর নিমেষে দুইটি গ্লাস এবং রূপার ফ্রেমে আঁটা সুদৃশ্য মদ্যাধার ও নল টেবিলের উপর লাফাইয়া উঠিল!

মিঃ ব্লেক সেইদিকে চাহিয়া মনে মনে বলিলেন, “এ দেশে আসিয়া নবাবীর চরম করিয়া লইলে, বাপধন! কিন্তু তোমার এই অতিভক্তি যে কিসের লক্ষণ, তাহা আমার বিলক্ষণ জানা আছে; তোমার বর্ব্বর ব্যবহার, আর আমাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা এত শীঘ্র ভুলি নাই!”—প্রকাশ্যে বলিলেন, “না, না, আমার অভ্যর্থনার জন্য আপনাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না; এ রকম সময়ে আমি কোন রকম পানীয় স্পর্শও করি না।”

ফ্লাক্সম্যান হাসিয়া বলিল, “অমৃতে অরুচি! এ রস আস্বাদনে কি সময়ের বাচ-বিচার করিতে আছে? যাহোক, জলপথে আপনার আপত্তি থাকিলেও আশা করি ব্যোমপথে আপত্তির কোন কারণ নাই। আমার চুরুট টানিতে পারিবেন কি না পরীক্ষা করিয়া দেখুন।”—সে এক বাক্স চুরুট তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া বলিল, “এই চুরুটগুলির একটু ইতিহাস আছে; সে বড়ই মজার কথা—আপনাকে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আপনি চুরুটের বাক্সের লেবেল দেখিয়াই বুঝিয়াছেন—ইহা সুবিখ্যাত ‘লারাঙ্গা’ চুরুট। সুবিখ্যাত দস্যুসর্দ্দার আপনার বন্ধু জর্জ্জ মার্সডেন প্লুমারকে একদিন আমি ধরিবার চেষ্টায় তাহার অনুসরণ করিয়াছিলাম। বাল্টিমোরে গিয়া তাহাকে প্রায় ধরিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমার চোখে ধূলা দিয়া পলায়ন করে! তাহাকে ধরিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু দেখিলাম সে এই চুরুটের বাক্সটা ফেলিয়া পলাইয়াছে, তাড়াতাড়িতে ইহা লইয়া যাইতে পারে নাই।—এরূপ উৎকৃষ্ট জিনিসের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া বাক্সটি লইয়া আসিলাম।”

জর্জ্জ মার্সডেন প্লুমার বিখ্যাত দস্যু। ইংলণ্ডের বহুস্থানে সে বহুবার দস্যুবৃত্তি করিয়াছিল। মিঃ ব্লেক একাধিকবার তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি

বুঝিলেন কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের গল্পটা আগাগোড়া মিথ্যা। ইহা তাহার একটা চাল মাত্র!

মিঃ ব্লেক বাক্স হইতে একটা চুরুট লইয়া একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ফ্লাক্সম্যানের মুখের দিকে চাহিলেন। মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান তাহার স্বামীর টেবিলের এক কোণে বসিয়া পড়িয়া পা দু'খানি আন্দোলিত করিতে করিতে বলিল, "মিঃ ব্লেক, এমন অসময়ে আপনি হঠাৎ এখানে কেন আসিলেন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? কেবল আমাদের খোঁজ খবর লইতে,—না, আমার স্বামীর সঙ্গে আপনার কোন পরামর্শ আছে? একথা আমার জিজ্ঞাসা করিবার কারণ এই যে, যদি উহার সঙ্গে আপনার কোন কাজের কথা থাকে তাহা হইলে আমার এখানে না থাকাই উচিত!"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া শিষ্টাচার প্রদর্শনের জন্য বলিলেন, "সে কি কথা! আপনি বাহিরে যাইবেন কেন? অবশ্য উভয় উদ্দেশ্যেই আমি আপনার স্বামীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি, অর্থাৎ দেখাশুনা ও আলাপ করাই প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও একটু কাজও যে নাই, একথা বলিতে পারি না। কিন্তু সে জন্য আপনাকে বাহিরে যাইতেই হইবে ইহা ত মনে হয় না; তবে আপনার স্বামী যদি মনে করেন বৈষয়িক কথা আপনার অসাক্ষাতে হইলেই ভাল হয়—তাহা হইলে আমার অবশ্য কিছুই বলিবার নাই। আমি কোন বিষয়ে আপনার স্বামীর নিকট একটু সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান তাহার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল, এবং মুহূর্ত্তকালমধ্যে তাহাদের চোখে চোখে কি একটা ইসারা হইয়া গেল! তাহা যে মিঃ ব্লেকেরও দৃষ্টি অতিক্রম করিল—একথা বলা যায় না। কিন্তু তিনি যেন তাহাদের সেই অপাঙ্গভঙ্গি দেখেন নাই—এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন।

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিল, "আমার সাহায্য গ্রহণের জন্য আপনার আগ্রহ হইয়াছে? কি সৌভাগ্য! তা আপনি অসঙ্কোচে বলুন —কোন বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করিতে হইবে। আমি আমার সাধ্যানুসারে

আপনাকে সাহায্য করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি; তবে আমার মত সামান্য লোকের সাহায্যে আপনার কোন উপকার হইবে কি না—এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

মিঃ ব্লেকের মনে হইল, কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের এই বিনয়পূর্ণ কথাগুলির ভিতর প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের আভাস ছিল। যে প্রতিপদে তাঁহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, জন-সমাজে তাঁহাকে হাস্যাস্পদ করিবার জন্য যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেছে—ছল চাতুরীর সহায়তা গ্রহণ করিতেও ত্রুটি করে নাই—তাহার এই প্রকার শিষ্টাচার ও বিনয়ের কি মূল্য তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। মৌখিক শিষ্টাচারের মিছরীঘোড়া সুসভ্য বিলাতী কপটতা কি চমৎকার জিনিস—তাহার মাধুর্য্য যিনি কখনও উপভোগ না করিয়াছেন তাঁহার জীবনই বৃথা!

যাহা হউক, মিঃ ব্লেক কণ্টকের সাহায্যে কণ্টকোদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যেই কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি তাহার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে আহত না হইয়া কিড্ ডয়েলের স্বাক্ষরিত সেই পত্রখানি ধীরে ধীরে পকেট হইতে বাহির করিলেন; এবং তাহা লেফাপার ভিতর যে অবস্থায় ছিল—সেই অবস্থাতেই কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের হাতে দিলেন। তাহার পর মৃদুস্বরে বলিলেন, "আপনি দয়া করিয়া এই পত্রখানি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন—আমি আপনার নিকট কিরূপ সাহায্য চাই।"

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান লেফাপা হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া কয়েক মিনিট নিঃশব্দে তাহা পাঠ করিল; দেখিতে দেখিতে তাহার দুই চক্ষু কপালে উঠিল, সে তাহা যতদূর সাধ্য বিস্ফারিত করিয়া টেবিলের উপর সবেগে মুষ্ট্যাঘাত করিল। তাহার পর ক্রোধ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বিচলিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "কি ধৃষ্টতা! কি সাহস ও স্পর্দ্ধা! তাহার দাম্ভিকতার কি সীমা নাই? কিড্ ডয়েল—সেই ধূর্ত্ত, কুচক্রী, ধাপ্পাবাজ তস্কর কি সত্যই আমাদিগকে একদম ক্যাড়া মনে করে? আমি ভাবিয়াছিলাম সে কেবল আমাকেই সম্মুখ সমরে আহ্বান করিয়াছে; কিন্তু এখন দেখিতেছি আপনাকেও ঠিক সেই রকম পত্র

লিখিয়াছে!" এ পত্র আপনি বাজে কাগজের ঝোড়ায় নিক্ষেপ না করিয়া আমাকে দেখাইতে আনিয়াছেন? আশ্চর্য্য বটে!"

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান কিড্ ডয়েলের পত্রখানি টেবিলের উপর ফেলিয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ টেবিলের নীচে ঝুঁকিয়া পড়িল, এবং তাহার পদপ্রান্তবর্ত্তী বাজে কাগজের ঝুড়ির ভিতর হাত পুরিয়া দিয়া একখানি পত্র বাহির করিল। সেই পত্রখানি মিঃ ব্লেকের হস্তে প্রদান করিলে, তিনি তাহা খুলিয়া দেখিয়াই সবিস্ময়ে হাঁ করিয়া কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন! তিনি কিড্ ডয়েলের নিকট হইতে যে, পত্র পাইয়াছিলেন, এ পত্রখানি তাহারই অনুরূপ; তফাতের মধ্যে এই যে সে তাঁহাকে অপদার্থ দাম্ভিক বৃটীশ গোয়েন্দা বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিল; আর সে কাসিডি ফ্লাক্সম্যানকে তাহার স্বদেশীয় গোয়েন্দাগণের অধম, অকর্ম্মণ্য, বাচাল প্রভৃতি বিশেষণে আপ্যায়িত করিয়াছিল!

মিঃ ব্লেক পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন। অতঃপর তিনি কি বলিবেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষুর উপর নিরাশার ছায়া ঘনাইয়া আসিল! বুকে হঠাৎ কঠিন আঘাত পাইলে মানুষের মুখের ভাব যেরূপ হয়—তাঁহার মুখেও সেই ভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান আড়চোখে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বড়ই আমোদ বোধ করিল; কিন্তু সে মনের ভাব গোপন করিয়া অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলিল, "এ রকম অপমানজনক, স্পর্দ্ধাপূর্ণ পত্র 'ফাইলে' রাখা বিড়ম্বনার বিষয়; উহাতে আত্ম-সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়—এই জন্য পত্রখানি বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেই উহার ঠিক সদ্ব্যবহার হইত; কিন্তু তাহা না করিয়া বোধ হয় ভালই করিয়াছি, কারণ সেরূপ করিলে উহা আপনাকে দেখাইবার সুযোগ হইত না। আর আপনি এই অস্পৃশ্য চিঠি মূল্যবান দলিলের মত সযত্নে আমাকে দেখাইতে আনিয়াছেন! এ পত্রের কোন মূল্য আছে মনে করিবেন, ইহা সত্যই আমার স্বপ্নের অগোচর। হাসাইয়াছেন বটে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি একটু বিস্মিত হইয়াছি—একথা অস্বীকার করিতে

পারিব না। বিস্ময়ের কারণ এই যে, কিড্ ডয়েল কেবল আমাকেই এই পত্র লিখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই, আপনাকে পর্য্যন্ত সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছে, সে আপনারও শক্তির পরিচয় পাইয়াছে! আপনি ত এ পত্র আমোলেই আনেন নাই দেখিলাম। এই পত্র সম্বন্ধে কি করিবেন স্থির করিয়াছেন?"

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান হঠাৎ তাহার চেয়ারে ঠেস্ দিয়া বসিয়া অত্যন্ত নিশ্চিন্ত-ভাবে বলিল, "কি করিব? পত্রখানি আমার আফিসের যে সম্মানিত স্থান অধিকার করিয়াছিল—তাহা দেখিয়াও কি আবার আমাকে ও কথা জিজ্ঞাসা করিতে হয়?—তথাপি যখন আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন—তখন স্পষ্ট করিয়াই বলি। আমি কিছুই করিব না। আমি ও পত্র জাল সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছি। কিড্ ডয়েল যতই দুঃসাহসী দুর্দ্ধর্ষ দস্যু হউক—সে আপনাকে ও আমাকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করিবে? তাহার ঠিকানা বলিয়া দিয়া, আমারা তাহাকে ধরিতে পারি কি না তাহা পরীক্ষার জন্য এই স্পর্দ্ধাপূর্ণ পত্র লিখিবে? কেন? জেল কি তাহার পক্ষে এতই আকাঙ্ক্ষণীয়? স্বাধীনতা কি তাহার এতই বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে? আমাদের হস্তে আত্মসমর্পণের লোভ সংবরণ করা কি তাহার অসাধ্য হইয়াছে? —না, সে এত পাগল হইয়াছে যে, আমাদের উন্মাদ সপ্রমাণ করিবার জন্য এই রকম পত্র লিখিবে? এই সহজ কথাটা আপনার মস্তিষ্কে স্থান পায় নাই—ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনার বিষয় আর কি হইতে পারে?—কিন্তু আপনার যুক্তি, আপনার চিন্তা-প্রণালী ও কার্য্যধারা আমার অনুমোদনীয় না হইলেও আপনি নিজের বুদ্ধি অনুসারে আপনার সঙ্কল্পপথে চলিবেন—ইহা আমি বিলক্ষণ জানি। কিড্ ডয়েল কোন গুপ্ত অভিসন্ধিতে এরূপ পত্র লিখিতে পারে—তর্কের অনুরোধে এ কথা স্বীকার করা যায় না, ইহা বলিতে চাহি না। সুতরাং অনর্থক তর্কে সময় নষ্ট করিবার আবশ্যকতা নাই। আপনি ইহা কিড্ ডয়েলের স্বাক্ষরিত পত্র বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছেন দেখিতেছি। এ অবস্থায় আপনি কি করিবেন স্থির করিয়াছেন শুনিতে পাই না?"

মিঃ ব্লেক কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের প্রশ্ন শুনিয়া হঠাৎ কোন উত্তর দিলেন না। প্রথমেই তাঁহার মনে হইল, কাসিডি ফ্লাক্সম্যানকে তিনি ছদ্মবেশী কিড্ ডয়েল

বলিয়া প্রথম হইতেই যে সন্দেহ করিয়া আসিয়াছেন—সেই সন্দেহ কি অমূলক, তাহা কি কল্পনা মাত্র?—তিনি তখনও তাঁহার সন্দেহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি মনে মনে বলিলেন, "আমি যে সূত্র অবলম্বন করিয়া কার্য্যারম্ভ করিয়াছি, তাহা মিথ্যা বলিয়া ফেলিয়া দিব না। ইহা অবলম্বন করিয়াই রহস্যান্ধকারের ভিতর অগ্রসর হইব; হয় ত অকৃতকার্য্য হইব, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া আমি নিরস্ত হইব না। বিশেষতঃ কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের ব্যবহার প্রথম হইতেই কাপট্যপূর্ণ; এ অবস্থায় সে তাহার মনের ভাব গোপন করিয়া আমাকে উল্টা বুঝাইবার চেষ্টা করিবে—ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এই দাম্ভিক বুজরুক যে সকল কথা বলিল, উহা তাহার মনের কথা নয়। আর আমি এখানে উহার যুক্তি শুনিতেও আসি নাই; উহাকে পরীক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য। আমার সেই উদ্দেশ্য সফল হয় নাই।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দেখুন মিঃ ফ্লাক্সম্যান, এই পত্র কিড ডয়েলের স্বাক্ষরিত নহে বলিয়া আপনি যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিলেন, তাহা আমি খণ্ডনের চেষ্টা করিব না; সেরূপ উদ্দেশ্য লইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি নাই। কিড ডয়েল আজ সত্যই 'রয়াল একাডেমি' তে যায় কি না ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য আমার কৌতূহল হইয়াছে!—এ কৌতূহল আমি পরিতৃপ্ত করিব। ইহাতে ত কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু সেখানে একাকী না গিয়া আপনাকেও সঙ্গে লইয়া যাইব, এইরূপ আশা করিয়াই আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি। দুই মাথা একযোগে খাটাইলে অকৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা হ্রাস হয়। এসম্বন্ধে আপনার কি মত?"

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটটি হাতে লইয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে তাহার ভস্মাচ্ছাদিত অগ্রভাগে ন্যস্ত করিল; তাহার ভাব দেখিয়া মিঃ ব্লেকের মনে হইল—সে ধ্যানস্থ হইয়াছে!

মিনিটদুই এইরূপ ধ্যানস্থ থাকিয়া কাসিডি ফ্লাক্সম্যান বলিল, "ওয়াল্ মিঃ ব্লেক! বুনো হাঁসের ঝাঁকের অনুসরণ করার ন্যায় যে সে কাজ নিষ্ফল, সেরূপ কাজে অনর্থক সময় নষ্ট করিতে আমার আগ্রহ নাই; বিশেষতঃ যে কাজে

হাস্যাস্পদ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, সে কাজে আপনি, অগ্রসর হইতে পারেন, কিন্তু আমার সম্পূর্ণ আপত্তি আছে। তবে কথা এই যে, আপনি এ বিষয়ে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া আমার দ্বারস্থ, এবং আমিও আপনাকে ভরসা দিয়াছিলাম— আমার সাধ্যানুসারে আপনাকে সাহায্য করিতে ত্রুটি হইবে না; এ অবস্থায় অনর্থক সময় নষ্ট ও অপদস্থ হইবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমার অঙ্গীকার পালন করিব; আপনার সঙ্গে যাইব। লোকের উপহাস ও গঞ্জনা আমরা দু'জনে বখরা করিয়া লইলে তাহার তীব্রতা হ্রাস হইবে।"

মিঃ ব্লেক বিন্দুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া সহজ ভাবে বলিলেন, "ধন্যবাদ! যাইতেই যখন রাজি হইলেন, তখন আর বিলম্ব করা সঙ্গত হইবে না; এখনই যাওয়া চাই। আপনি উঠুন!"

মিঃ ব্লেক গাত্রোত্থান করিয়া টুপিটা হাতে লইলেন। তাহার পর ঘড়ি খুলিয়া বলিলেন, "ওঃ, কথায় কথায় অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে; পৌনে বারটা বাজে যে!"

ফ্লাক্সম্যান উঠিয়া টেবিলের নিকট অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমার মোটর আনিবার জন্য 'গ্যারেজে' খবর দিই। ইরেণী, আমাদের সঙ্গে তুমিও যাইবে ত? মিঃ ব্লেকও যে কাল কিড্ ডয়েলের স্বাক্ষরিত এক পত্র পাইয়াছেন! ঠিক আমার পত্রেরই নকল আর কি! আমি ত তাহা হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু মিঃ ব্লেক উহা সত্য মনে করিয়াছেন; তাঁহার অনুরোধেই সেই নির্লজ্জ চোরটা রয়াল একাডেমিতে সত্যই আসে কি না দেখিতে যাইতেছি। এ রকম কৌতুকজনক ব্যাপারে তুমি আমাদের সঙ্গে যোগদান করিবে না?"

মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান মহা উৎসাহে তাঁহাদের সম্মুখে গিয়া বলিল, "রয়াল 'একাডেমি'তে যাইতেছ? ওঃ, আমি নিশ্চই তোমাদের সঙ্গে যাইব। আমি এত দিনের মধ্যে একবারও তাহা দেখি নাই; এ রকম সুযোগ ত্যাগ করিব ভাবিয়াছ! কখন নয়। মিঃ ব্লেক, আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে আপনার আপত্তি নাই ত?"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "আপনি আমাদের সঙ্গে যাইবেন তাহাতে

আপত্তি করিব? এ-ও কি একটা কথা! আপনি চলুন, আমরা তিন জনে একত্র যাইব।"

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান মিঃ ব্লেক ও তাহার স্ত্রীকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিলে তাঁহারা সেই কক্ষের বাহিরে আসিলেন; কাসিডি ফ্লাক্সম্যান সকলের শেষে সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া কক্ষদ্বার বন্ধ করিয়া দিল। তাঁহার পর তাঁহারা বৈদ্যুতিক 'লিফ্‌টে' নীচে নামিয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেই কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের সুবৃহৎ বহুমূল্য 'রোল্‌স্ রয়েস্' (rolls-ro, ce) মোটর গাড়ী বারান্দার নীচে উপস্থিত হইল।

মিঃ ব্লেক সেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া তখন তাঁহার মনের ভাব বুঝিবার উপায় ছিল না; কিন্তু তিনি কি চেষ্টায় যে মানসিক চাঞ্চল্য গোপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা তিনিই জানেন। তাহার বুকের উপর যেন কামারের হাতুড়ী পড়িতেছিল। কাসিডি ফ্লাক্সম্যান কিড় ডয়েলের পত্র পাইয়াছিল; সেই পত্র দেখিয়া মিঃ ব্লেক মনে করিয়াছিলেন তাঁহার সন্দেহ হয় ত সত্য নহে, তাহার পর সে এবং, তাহার স্ত্রী উভয়েই রয়াল একাডিমিতে কিড্ ডয়েলকে গ্রেপ্তার করিতে চলিল দেখিয়া তাঁহার সন্দেহের মূলে কুঠারঘাত হইল! তাঁহার বিশ্বাস ছিল—কাসিডি ফ্লাক্সম্যান কোনও একটা ছল করিয়া, তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবে, সে তাঁহার সঙ্গে থাকিলে কিড্ ডয়েলের আবির্ভাব কখনই সম্ভব পর হইবে না,। যদি তাহার পত্রানুসারে কাজ না হয়, যদি তিনি সেখানে তাহার আবির্ভাবের কোন নিদর্শন দেখিতে না পান তাহা হইলে তাঁহার সন্দেহ যে অমূলক নহে, ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ থাকিবে; কিন্তু ফ্লাক্সম্যান তাঁহার সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও যদি কিড্ ডয়েলের আবির্ভাবের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা হইলে তাঁহার অনুমান যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবে! তাঁহাকে গভীরতর রহস্যান্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে হইবে। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল!

তিনি কোন মীমাংসা করিতে না পারিয়া মনে মনে বলিলেন, "এই দুই পত্রই বোধ হয় ফ্লাক্সম্যানের লেখা! সে জানিতে পারিয়াছে আমি তাহাকে সন্দেহ

করিয়াছি, আমার এই সন্দেহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই সে আমাকে নূতন সন্দেহে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছে। একাডেমিতে গিয়া হয় ত কোন ফল হইবে না।"

মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান গাড়ীতে বসিয়া পথের দুই পাশের অট্টালিকাগুলি দেখিতে দেখিতে চলিল। কাসিডি ফ্লাক্সম্যান গাড়ীতে গম্ভীর ভাবে বসিয়া থাকিল; সে মিসেস্ ফ্লাক্সম্যানের দুই একটা সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ভিন্ন প্রায় কোন কথাই বলিল না; মিঃ ব্লেক ও তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, তিনি নিজের চিন্তায় বিভোর!

লণ্ডনের 'রয়্যাল একাডেমি' 'বরলিংটন হাউস্' নামক সুবিশাল সৌধে প্রতিষ্ঠিত। বেলা ১২টার সময় ফ্লাক্সম্যানের মোটর সেই অট্টালিকার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। তখন একাডেমি সবে মাত্র খুলিয়াছে। দলে দলে নরনারী লণ্ডনের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশালা সন্দর্শনের জন্য চতুর্দ্দিক হইতে সেখানে সমাগত হইতে লাগিল। সকলেই উৎকৃষ্ট বেশ ভূষায় সজ্জিত, যেন তাহারা কোন উৎসবে যোগদান করিতে আসিয়াছে!

চিত্রশালার দ্বারদেশে টিকিট কিনিয়া অট্টালিকায় প্রবেশ করিবার নিয়ম মিঃ ব্লেক দ্বারদেশে তাঁহার পরিচিত অনেক লোক দেখিতে পাইলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া টিকিট কিনিতে অগ্রসর হইতেই ফ্লাক্সম্যান হাসিয়া বলিল, "সে কি কথা! আমরা আপনাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া আসিলাম, আর আপনি টিকিট কিনিবেন? ইহা হইতেই পারে না।" কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া নিজেই তিনখানি টিকিট কিনিলেন; তাহার পর তাঁহারা চিত্রশালায় প্রবেশ করিলেন।

অন্য কোন সময় হইলে মিঃ ব্লেক চিত্রশালার বিভিন্ন কক্ষের চিত্রসম্ভার সন্দর্শনের সুযোগ ত্যাগ করিতেন না; কিন্তু সে দিন তিনি অন্য উদ্দেশ্যে চিত্রশালায় পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেই দিকেই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তিনি সমাগত নর নারীগণের প্রত্যেকের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন; কিন্তু কয়েকটি কক্ষ ঘুরিয়া তিনি যে সকল লোক দেখিতে পাইলেন, তাহাদের কাহাকেও কিড্ ডয়েল বলিয়া সন্দেহ হইল না।

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান মিঃ ব্লেকের পাশে পাশেই ঘুরিতেছিল ; সে তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, "আপনি আজ এখানে কিড্ ডয়েলের সাক্ষাতের আশা ত্যাগ করুন মিঃ ব্লেক ! আমরা তাহার যে পত্র পাইয়াছি তাহা যদি সত্যই সে পাঠাইয়া থাকে—তাহা হইলে সে আমাদিগকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যেই উহা লিখিয়াছে। এখানে আসিয়া আমাদের হাতে ধরা দেওয়ার জন্য তাহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই, এ কথা আমি জোর করিয়াই বলিতে পারি। আমাদের সকল চেষ্টাই বৃথা হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, সে কথা ত আপনি পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন ! আপনি কি মনে করেন আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারিব না ? আপনি লণ্ডনে গোয়েন্দাগিরি আরম্ভ করিয়া অল্প দিনেই যশস্বী হইয়াছেন ; আপনার প্রতিভা ও কৌশলের পরিচয়ে লণ্ডনের পুলিশ আপনাকে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ডিটেক্‌টিভ বলিয়াই মনে করিতেছে। কিড্ ডয়েলকে ধরিয়া লওয়ার ভারও আপনি গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়াছি ; এ অবস্থায় আপনি অকৃতকার্য হইলে কি আপনার দুর্নাম হইবে না ? আপনি ইন্‌স্পেক্টর গজকে বলিয়াছেন—কিড্ ডয়েলকে কয়েক দিনের মধ্যেই গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশের হস্তে অর্পণ করিতে পারিবেন। আপনার এই প্রতিশ্রুতি কি ভঙ্গ হইবে ? পুলিশ আপনার সামর্থ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আছে।"

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান হাসিয়া বলিল, "আমি যাহা বলিয়াছি—নিশ্চয়ই তাহা করিব। আমার কথায় ও কাযে কখনও সামঞ্জস্যের অভাব হয় নাই, কখন হইবেও না ; কিন্তু আমি আজই তাহাকে ধরিয়া দিব—এরূপ অঙ্গীকার করি নাই। আজ কিড্ ডয়েল তাহার প্রতিশ্রুতি অনুসারে যদি এখানে উপস্থিত হয়—তাহা হইলেও তাহাকে গ্রেপ্তারের আশা নাই। আমরা এখানে তাহার সন্ধানে আসিয়াছি—ইহা তাহার জানিতে বিলম্ব হইবে না। সে যে মুহূর্ত্তে ইহা জানিতে পারিবে—সেই মুহূর্ত্তেই এই চিত্রশালা হইতে অদৃশ্য হইবে। তাহার উপর আর এক অসুবিধার কথা ; আমি এ পর্য্যন্ত কোন দিন তাহার প্রকৃত চেহারা দেখিবার সুযোগ পাই নাই, এবং আমার বিশ্বাস তাহার প্রকৃত চেহারা এ দেশের কোন

লোকই দেখে নাই ; সুতরাং সে এখানে আসিলেও আমাদের দেখিবামাত্র পলায়ন করিবে। আমরা তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার সুযোগ পাইব না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু সে তাহার পত্রে লিখিয়াছে—এখানে তাহার উপস্থিতির কোন অকাট্য প্রমাণ রাখিয়া যাইবে। আমার বিশ্বাস, ইহা তাহার অসার দম্ভ নহে, সে নিশ্চয়ই তাহার হাত দেখাইয়া যাইবে। আমার মনে হয় আপনি কোন একটা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আসিলে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার সুযোগ হইত।"

ফ্লাক্সম্যান অবজ্ঞা ভরে বলিল, "ছদ্মবেশ! তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আমাকে ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে? বিড়ম্বনা আর কাহাকে বলে!"

কথায় কথায় তাঁহারা ছয় নম্বর ঘরে প্রবেশ করিলেন। এইবার মিঃ ব্লেক অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিলেন ; কারণ তাঁহার স্মরণ ছিল সেই দিন বেলা বারটা হইতে একটার মধ্যে এই ছয় নম্বর ঘরেই সে তাহার অস্তিত্বের নিদর্শন রাখিয়া যাইবে বলিয়া তাহার পত্রে ঘোষণা করিয়াছিল।

ছয় নম্বর ঘরে যে সকল চিত্র ছিল—তাহাদের অধিকাংশই ক্ষুদ্র, ইউরোপে অনেক বিখ্যাত ক্ষুদ্র চিত্রের সমষ্টি, এবং প্রত্যেক চিত্রই অত্যন্ত মূল্যবান। অনেক প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য চিত্রে এই কক্ষটি সুসজ্জিত। কক্ষটি অন্যান্য কক্ষ অপেক্ষা অপ্রসস্ত হইলেও অনেক বেশী লম্বা। মিঃ ব্লেক দেখিলেন এই কক্ষের প্রত্যেক প্রান্তে একজন চাপরাসধারী প্রহরী দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

এই কক্ষের মধ্যস্থলে দর্শকগণের বিশ্রামের জন্য একখানি গোল টেবিলের চারিপাশে কয়েকখানি চেয়ার সংরক্ষিত হইয়াছিল। কাসিডি ফ্লাক্সম্যান লাঠী তুলিয়া সেই আসনগুলির প্রতি মিঃ ব্লেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং বলিল, "চলুন মিঃ ব্লেক, ঐখানে গিয়া আমরা খানিক বসিয়া বিশ্রাম করি। ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইয়া পরিশ্রান্ত হওয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ, ওখানে বসিয়া এই কক্ষের বিভিন্ন অংশে দৃষ্টিপাত করিবারও সুবিধা হইবে। চলুন, ঐখানে বসিয়াই আমরা পাহারায় থাকিব ; অন্ততঃ বেলা একটা পর্য্যন্ত ত আমাদের এখানে অপেক্ষা করিতেই হইবে।"

মিঃ ব্লেক এই প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিলেন। তিনিও ফাস্কম্যান সেই টেবিলের কাছে আসিয়া দুইখানি চেয়ারে পাশাপাশি বসিয়া পড়িলেন; তাহার পর যে সকল লোক সেই কক্ষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চিত্র দেখিতেছিল, মিঃ ব্লেক তাহাদের প্রত্যেকের উপর দৃষ্টি রাখিলেন। মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান বলিল, "যদি বসিয়া বিশ্রাম করাই আবশ্যক হয়—তাহা হইলে সে কাজটা বাড়ী ফিরিয়াও অনায়াসে চলিতে পারে, সে জন্য কষ্ট করিয়া এই চিত্রশালায় আসিবার আবশ্যক ছিল না। তোমরা বসিয়া বসিয়া বিশ্রাম কর, আর চোর ধর; আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছবিগুলি দেখি। কাছে গিয়া না দেখিলে এ সকল চিত্রের সৌন্দর্য্য উপভোগ করা অসম্ভব।"

মিসেস্ ফাক্সম্যান সেই সুদীর্ঘ কক্ষের বিভিন্ন অংশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রেণীবদ্ধ সুরক্ষিত চিত্রগুলির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই কক্ষের চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চকের কথা বিশ্বাস করিয়া সেখানে যাওয়া অতি মূঢ়ের কার্য্য হইয়াছে। একটা চোর তাঁহাকে এত সহজে বোকা বানাইল, ইহা তিনি বড়ই ক্ষোভ ও অপমানের বিষয় মনে করিলেন। তাঁহার পার্শ্বোপবিষ্ট দীর্ঘদেহ গোয়েন্দা ফ্লাক্সম্যান ছদ্মবেশী কিড্ ডয়েল হইলে তাঁহার আশা পূর্ণ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, ইহা বুঝিয়া মিঃ ব্লেক বড়ই নিরুৎসাহ হইলেন। ফ্লাক্সম্যানকে সঙ্গে লইয়া আসা অবিবেচনার কাজ হইয়াছে বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। যদি তিনি একাকী আসিতেন তাহা হইলে কিড্ ডয়েলের দর্শন লাভের কতকটা সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই তিনি সে পথ বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন।

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান, চিত্রশালায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সেই চিত্রশালার একখানি চিত্র তালিকা কিনিয়া লইয়াছিল; ঐ পুস্তকে প্রত্যেক চিত্রের পরিচয়, চিত্রকরের নাম, চিত্রাঙ্কনের সময় প্রভৃতির উল্লেখ ছিল। ক্যাসিডি ফ্লাক্সম্যান মিঃ ব্লেকের পাশে বসিয়া পাঠ করিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক দুই একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন; তাহাকে বেশ প্রফুল্ল বলিয়াই তাঁহার মনে হইল। কিন্তু মিঃ ব্লেকের মনে শান্তি ছিল না; তিনি সেই কক্ষের সমাগত প্রত্যেক

দর্শকের মুখের দিকে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই আশা করিতে লাগিলেন বন্ধু কিড্ ডয়েল এইবার তাঁহার সম্মুখে শুভাগমন করিয়া তাঁহার 'ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত্ত' শীতল করিবে! কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। খানিক পরে মন্ত্রীসভার একজন সম্মানিত সদস্য আসিলেন, তাঁহার সহিত মিঃ ব্লেকের পরিচয় ছিল ; মিঃ ব্লেক আসন ত্যাগ করিয়া সসম্মানে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। কয়েক মিনিট পরে রাজপরিবারের একটি মহিলা তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হইলেন ; তাঁহার সহিতও মিঃ ব্লেকের পরিচয় ছিল। তাঁহার সহিত দুই একটি আলাপ করিয়া তিনি পুনর্ব্বার তাঁহার আসনে বসিয়া পড়িলেন।

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান হাই তুলিয়া কেতাব বন্ধ করিল, তাহার পর ঘড়ি খুলিয়া বলিল, "মিঃ ব্লেক পৌনে একটা বাজিয়াছে। আর পনের মিনিট সময় আছে! দেখুন, এই অল্প সময়ের মধ্যে কিড্ ডয়েলের আর যে এখানে আসিবার কোন সম্ভাবনা আছে—ইহা ত মনে হয় না। আমি পূর্ব্বেই জানি এ ধাপ্পাবাজি ভিন্ন আর কিছুই নয়! চিঠি দু'খানা যদি সত্যই তাহার লেখা হয় তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই আমাদের দুজনকে কৌশলে এখানে আবদ্ধ রাখিয়া স্থানান্তরে কাহারও সিন্দুক ভাঙ্গিতেছে!"

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফ্লাক্সম্যানের মুখের দিকে চাহিলেন, মনে মনে বলিলেন, এই শয়তান যদি ছদ্মবেশী কিড্ ডয়েল হয়—তাহা হইলে ইহার ন্যায় দক্ষ অভিনেতা পৃথিবীতে আর আছে কি না সন্দেহ!"

এই সময় মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান অন্য দিক হইতে ব্যস্ত ভাবে আসিয়া হাপাইতে হাপাইতে বলিল, "কাসিডি, আমি ভয়ঙ্কর ক্লান্ত হইয়াছি, ক্ষুধায় চোখে দেখিতে পাইতেছি না ; আমার ভারি বিরক্তি বোধ হইতেছে! আমার ছবি দেখিবার সখ মিটিয়াছে, আমি আর ছ'মাসের মধ্যে কোন ছবির দিকে ফিরিয়াও চাহিব না, হাঁ, নিশ্চয়ই ছ'মাস আর ছবি দেখিতে চাহিব না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমার মাথা ধরিয়া গিয়াছে! আমি আর এখানে এক মিনিটও থাকিব না। আমি চলিলাম, রিজ হোটেলে গিয়া আমার দেখা পাইবে ; আমি সেখানে তোমাদেরও খানায়

ফরমাস্ দিয়া টেবিলে তোমাদের প্রতীক্ষা করিব। মিঃ ব্লেক আমার এই অশিষ্টতা মাফ করুন, আমি আপনাদের এখানে রাখিয়া আগেই চলিলাম। সেখানে আপনাকে গরহাজির দেখিলে আমি কিন্তু ভয়ানক রাগ করিব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলে আমি বড়ই সুখী হইতাম মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান! কিন্তু দেড়টার সময় আর এক যায়গায় নিমন্ত্রণ আছে, সেখানে না যাইলে চলিবে না ত! আপনি আজ আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান তাঁহাদের সম্মুখে হইতে অদৃশ্য হইল। কাসিডি ফ্লাক্সম্যান ঘড়ি খুলিয়া বলিল, "আর দশ মিনিট, মিঃ ব্লেক! এ দশ মিনিট ত দেখিতে দেখিতেই কাটিয়া যাইবে। কিড্ ডয়েলের সন্দর্শনের আশা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়ুন। এই দশ মিনিটের মধ্যে এই ঘরটা শেষবার এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া দেখা যাউক।"

মিঃ ব্লেক ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিলেন, "তাই চলুন, আর একবার ঘুরিয়া দেখাই ভাল। কিড্ ডয়েলের আবির্ভাবের আশা আমি ত্যাগ করিয়াছি। আমরা এখানে আছি জানিতে পারিয়া সে এদিকে আসিতে সাহস করে নাই।"

মিঃ ব্লেক ফ্লাক্সম্যানকে সঙ্গে লইয়া উঠিলেন, এবং সেই কক্ষের অন্য প্রান্ত হইতে ঘুরিয়া আসিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সেই সুদীর্ঘ কক্ষের অন্য প্রান্তে কোলাহল ও অনেকের দুপ্-দাপ্ পদশব্দ শুনিয়া তাঁহারা সবিস্ময়ে সেই দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। চিত্রশালার একজন রক্ষী তাঁহাদের পাশ দিয়া দৌড়াইয়া দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল। মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—ভয়ে তাহার মুখ সাদা হইয়া গিয়াছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে! সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে দ্বার প্রান্তবর্ত্তী প্রহরীকে ভগ্নস্বরে বলিল, "বেন্‌স্, সর্ব্বনাশ হইয়াছে, শীঘ্র পুলিশ ডাক; সার হেনরী ল্যাণ্ডের অঙ্কিত 'দি প্রিন্সেস্ রয়াল' ছবিখানি চুরি গিয়াছে। এ ঘরের উহাই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান ছবি।"

মিঃ ব্লেকের মাথায় কে গুলি মারিল! তিনি ঘুরিয়া পড়িতে পড়িতে কোন রকমে সামলাইয়া লইলেন— ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, একটা বাজিয়াছে!

নবম পরিচ্ছেদ

অঙ্গুলী-চিহ্ন

কোন দুর্দ্দান্ত বিপ্লববাদী যদি সেই মুহূর্ত্তে সেই কক্ষে বোমা নিক্ষেপ পূর্ব্বক কক্ষটি চূর্ণ করিবার চেষ্টা করিত—তাহাহা ইলেও মিঃ ব্লেক অধিকতর বিস্মিত বা বিচলিত হইতেননা। তাঁহার মুখের যে ভাব হইল তাহা দেখিয়া কাসিডি ফ্লাকম্যান অতি কষ্টে হাস্য গোপন করিতে সমর্থ হইল। অন্যান্য দর্শকেরা এই অদ্ভুত চুরির সংবাদে সবিস্ময়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। প্রকাশ্য দিবালোকে দর্শক ও প্রহরীগণের সম্মুখে রয়াল একাডেমির সুরক্ষিত কক্ষ হইতে বহু মূল্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট তস্বীরখানি অপহৃত হইয়াছে, ইহা বড়ই বিচিত্র ও রহস্য-পূর্ণ ব্যাপার বলিয়া সকলেরই ধারণা হইল।

মিঃ ব্লেক নিদারুণ মানসিক উত্তেজনায় ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিলেন; তাঁহার চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জল হইয়া উঠিল। তিনি তিন লম্ফে পূর্ব্বোক্ত প্রহরীর পশ্চাতে উপস্থিত হইয়া তাহার হাত ধরিলেন, উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "তুমি বলিতেছ কি? এই কুঠুরী হইতে তস্বীর চুরি গিয়াছে? কখন, কিরূপে চুরি গেল? চুরি সম্বন্ধে যাহা যাহা জানিতে পারিয়াছ—সব কথা আমাকে খুলিয়া বল। আমি ডিটেক্টিভ, আমার নাম রবার্ট ব্লেক।"

তাঁহার কথা শুনিয়া অনেকগুলি দর্শক কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাঁহার চারি দিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের অনেকেই মিঃ ব্লেকের নাম শুনিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে পূর্ব্বে দেখে নাই। তাহারা নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কাসিডি ফ্লাকম্যান নিজের নাম জাহির করিবার এরূপ সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিয়া ভিড় ঠেলিয়া মিঃ ব্লেকের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। সে কাঁসার মত

খন্‌খনে আওয়াজে ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "এই চুরির সকল বিবরণ আমিও জানিতে চাই; কারণ আমিও একজন ডিটেক্‌টিভ। আমি নিউ ইয়র্কের ডিটেক্‌টিভ কাসিডি ফ্রাঙ্কম্যান; লণ্ডনে আমি নূতন আসিলেও আমার নাম কে না শুনিয়াছে?"

লণ্ডনের দুইজন প্রধান ডিটেক্‌টিভকে দুই পাশ হইতে প্রশ্নবাণ বর্ষণ করিতে দেখিয়া প্রহরী বেচারা ঘাব্‌ড়াইয়া গেল! সে মুখ চুণ করিয়া বলিল, "হাঁ হুজুর, এই ঘর হইতে তসবীর চুরি গিয়াছে; 'দি প্রিন্সেস্‌ রয়ালে'র তস্‌বীর! ঠিক কুড়ি মিনিট আগে আমি তাহা গ্যালারীতে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু আর তাহা সেখানে দেখিতে পাইলাম না; তস্‌বীর নাই, যায়গাটা খালি পড়িয়া আছে! খালি পড়িয়া আছে বলা বোধ হয় ঠিক হইল না, কারণ যেখানে তস্‌বীর ছিল, ঠিক সেই স্থানে এক টুকরা কাগজ ছিল; বোধ হয় চোরই তাহা রাখিয়া গিয়াছিল। আমি সেই কাগজটুকু লইয়া আসিয়াছি। এই দেখুন, হুজুর!"

প্রহরী কাগজখানি উচু করিয়া তুলিয়া ধরিবামাত্র মিঃ ব্লেক তাহা তাহার হাত হইতে টানিয়া লইলেন, এবং তাহাতে কি লেখা আছে—ব্যগ্রদৃষ্টিতে তাহাই পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

উহা এক টুক্‌রা পুরু সাদা কাগজ, কাঁচি দিয়া চতুষ্কোণ ভাবে কাটা। তাহাতে পেন্সিল দিয়া যাহা লেখা ছিল তাহা এই;—

"ওরে আহাম্মুক অন্ধ! ধিক্‌ তোদের গোয়েন্দাগিরিতে!

কিড্‌ ডয়েল।"

মিঃ ব্লেকের গালে কেহ হঠাৎ বিরাশি শিক্কা ওজনের এক চড় মারিলে যে ভাবে তিনি ঘুরিয়া দাঁড়াইতেন, ঠিক সেই ভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া, ব্যাকুল ভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন। যাহা তিনি মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্বাসযোগ্য মনে করিতে পারেন নাই, তাহারই অকাট্য প্রমাণ তাঁহার সম্মুখে বর্ত্তমান! কিড্‌ ডয়েল তাহার অঙ্গীকার পালন করিয়াছে। তাঁহার সতর্কতা সত্তেও নির্দ্দিষ্ট সময়েই সে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার আবির্ভাবের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে; এবং সেই নিদর্শন যদি সেই কক্ষে তাহার

আগমনের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত না হইতেও পারে ভাবিয়া সে সকলের চক্ষুতে ধূলা দিয়া সেই কক্ষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্র অপহরণ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছে! অদ্ভুত সাহস, আশ্চর্য্য ক্ষমতা! ব্যাট্ ভিন্ন অন্য কেহ এরূপ অসাধ্য সাধন করিতে পারে—ইহা পূর্ব্বে মিঃ ব্লেক বিশ্বাস করিতে পারেন নাই।

মিঃ ব্লেক কেবল যে কিড্ ডয়েলের অস্তিত্বেরই প্রমাণ পাইলেন এরূপ নহে; অন্য যে প্রমাণ পাইলেন তাহা কিড্ ডয়েল সম্বন্ধে তাঁহার সকল অনুমান সন্দেহ, সিদ্ধান্ত চূর্ণ করিয়া তাঁহাকে উদ্ভ্রান্ত ও বিহ্বল করিয়া তুলিল। তিনি বুঝিলেন, কিড্ ডয়েল আর যে কেহ হয় হউক—সে নিশ্চয়ই কাসিডি ফ্লাক্সম্যান নহে। ফ্লাক্সম্যান প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার পার্শ্ব ত্যাগ করে নাই, সে তাঁহার সঙ্গেই ছিল; এ অবস্থায় এই চুরির জন্য তাহাকে দায়ী করা অসম্ভব। কাসিডি ফ্লাক্সম্যানই ছদ্মবেশী কিড্ ডয়েল এইরূপ সন্দেহ করিয়া তিনি তাহার উপর দৃষ্টি রাখিয়া আসিয়াছেন, আর কিড্ ডয়েল তাঁহার অজ্ঞাতসারে সেই কক্ষে উপস্থিত হইয়া, সকলেরই চক্ষুতে ধূলা নিক্ষেপ করিয়া চিত্রখানি চুরি করিল! কখন আসিল, কখনই বা কোন্ পথে কিরূপে অন্তর্হিত হইল, তাহা জানিতেও পারিলেন না? কি বিড়ম্বনা! কিড্ ডয়েল তাহার পত্রে যে দম্ভ প্রকাশ করিয়াছিল—তাহা অসার দম্ভ বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল; কিন্তু সে সপ্রমাণ করিয়া গেল—তাহার দম্ভপ্রকাশের অধিকার আছে। বুদ্ধির যুদ্ধে সে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছে। কি শোচনীয় লজ্জাজনক পরাজয়! ক্ষোভে, দুঃখে অপমানে মিঃ ব্লেকের উন্নত মস্তক যেন মাটীর ধূলায় মিশিয়া গেল। নিজের শক্তি ও বুদ্ধির উপর তাঁহার ঘৃণা জন্মিয়া গেল।

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান মিঃ ব্লেকের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া হাত নাড়িয়া বলিল, "ওয়াল্ মিঃ ব্লেক! কিড্ ডয়েল যে এ রকম অসম্ভব কাণ্ড করিয়া যাইবে, এ সন্দেহ মুহূর্ত্তের জন্যও আমার মনে স্থান পায় নাই। পত্র পাইয়া আমার ধারণা হইয়াছিল—উহা তাহার ধাপ্পাবাজি মাত্র! লোকটা আমাদের দু'জনের চোখে ধূলা দিয়া তস্বীর চুরি করিয়া বেমালুম অন্তর্দ্ধান করিল? কি আপশোষের বিষয়! ইহা যে আমাদের পক্ষে বড়ই লজ্জাজনক পরাজয় একথা

কি করিয়া অস্বীকার করি? কিড্ ডয়েল পলায়ন করিয়াছে—কিন্তু তাহার অনুসরণ করিবার কোন উপায় দেখিতেছি না। এই রোকাখানি ভিন্ন তাহার অনুসন্ধানের কোন সূত্রই সে রাখিয়া যায় নাই। অতি ভয়ঙ্কর লোক, যেমন তাহার সাহস, তেমনই চাতুর্য্য, আমি ত অবাক্ হইয়া গিয়াছি!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ অবাক্ হইবারই কথা বটে; কিন্তু একটা বিষয়ে আপনার সহিত আমার কিঞ্চিৎ মতভেদ হইতেছে। আপনি বলিলেন, সে এই রোকা ভিন্ন তাহার অনুসন্ধানের কোন সূত্রই রাখিয়া যায় নাই। আপনার একথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই রোকার সাহায্যে তাহার অস্তিত্ব অবধারণ করা সম্ভবপর হইবে না; কিন্তু আপনার এ কথা সত্য নহে। এই রোকার সাহায্যেই রহস্যসূত্র আবিষ্কৃত হইবে। সে কে, তাহার সন্ধান করিতে পারিব।"

কাসিডি ক্লাক্সম্যান মিঃ ব্লেকের মুখের উপর চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব! আপনি একথা কেন বলিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এই রোকায় সে আমাদের দুইজনকেই অন্ধ ও নির্ব্বোধ বলিয়া উপহাস করিয়াছে, আর তাহার নাম স্বাক্ষর করিয়াছে; ইহা ভিন্ন রোকায় এখন কি আছে যাহা তাহাকে সনাক্ত করিবার পক্ষে নির্ভরযোগ্য প্রমাণস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিড্ ডয়েল তাহার অজ্ঞাতসারে, এই রোকায় তাহার অঙ্গুলি চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। সে যতই ধূর্ত্ত তস্কর হউক, এই রোকাখানি রাখিয়া গিয়াই তাহার গ্রেপ্তারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে—ইহা সে ধারণা করিতে পারে নাই।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া কাসিডি ক্লাক্সম্যান বিহ্বল দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল; তাহার বিস্ফারিত নেত্রে কেবল উদ্বেগ নহে, আতঙ্কের চিহ্নও পরিস্ফুট হইল! কিন্তু সে মুহূর্ত্তে তাহার এই আতঙ্ক, উদ্বেগ, বিহ্বলতা গোপন করিয়া লোলুপ দৃষ্টিতে সেই রোকাখানির দিকে চাহিল। মিঃ ব্লেক তাহা তাঁহার দস্তানাবৃত হাতের মুঠার ভিতর শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। কাসিডি ক্লাক্সম্যান কাগজখানি হাতে লইয়া দেখিতে চাহিলে তিনি কি ভাবিয়া তাহা

তাহার হাতে না দিয়া কাগজের যে কোণটিতে আঙ্গুলের দাগ পড়িয়াছিল, তাহাই তাহাকে দেখাইলেন। কাসিডি ফ্লাক্সম্যান দেখিল সত্যই কাগজখানির এক ধারে বুড়া আঙ্গুলের একটি অপরিস্ফুট চিহ্ন বর্ত্তমান! চিহ্নটি খালি চোখে সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত না হইলেও অনুবীক্ষণের সাহায্যে তাহার প্রত্যেক অংশই যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে, এবং উহার ফটো লওয়া আদৌ কঠিন হইবে না, কাসিডি ফ্লাক্সম্যান ইহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল; কিন্তু ইহা বুঝিয়া সে মিঃ ব্লেকের সহিত তর্ক করিতে ছাড়িল না। সে ঈষৎ হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "দুরাশা মিঃ ব্লেক! মিথ্যা মরীচিকাতে আপনার জলভ্রান্তি ঘটিয়াছে! অবশ্য, আপনার উৎসাহে বাধা দেওয়া বা আপনাকে নিরাশ করা আমার উদ্দেশ্য নহে, তবে আপনার ভ্রম দেখাইয়া দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য; কারণ আজকার এই তদন্তে আপনি আমার সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং আপনাকে সাহায্য করিবার জন্যই কাজ কর্ম্মের ক্ষতি করিয়া আপনার সঙ্গে আসিয়াছি; কয়েক ঘণ্টা সময়ও নষ্ট করিয়াছি। আমি স্বীকার করি—ঐ রোকাখানির এক প্রান্তে একটি অঙ্গুলীর অস্পষ্ট দাগ পড়িয়াছে; কিন্তু উহাই যে কিড্ ডয়েলের অঙ্গুলীর চিহ্ন ইহা কিরূপে বুঝিলেন বলুন ত! ঐ প্রহরীটা কাগজ খানি কুড়াইয়া আনিয়া আপনার হাতে দিয়াছে; এই রোকার মুড়ায় যে উহারই আঙ্গুলের দাগ পড়ে নাই, একথা কি আপনি জোর করিয়া বলিতে পারেন? উহা ঐ প্রহরীর অঙ্গুলীর চিহ্ন বলিয়াই আমার বিশ্বাস।"

প্রহরীটা তাহাদের পাশে দাঁড়াইয়া ফ্লাক্সম্যানের কথাগুলি শুনিতেছিল। সে বলিল, "হুজুর যে কথা বলিলেন তাহা সত্য হইতেও পারে, হয় ত উহা আমারই অঙ্গুলী-চিহ্ন; কিন্তু তসবীরখানি আমি ত চুরি করি নাই। উহা আমার অঙ্গুলী-চিহ্ন বলিয়া সুপ্রমাণ হইলেই কি আমাকে চোর বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইবে?—আমি শপথ করিয়া বলিতেছি আমি চোর নই, হুজুর!"

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, লোকটা ভয় পাইয়াছে। তিনি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সদয় ভাবে বলিলেন, "না, তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। তুমি তসবীর চুরি কর নাই, তাহা আমরা জানি; এবং কে তাহা চুরি করিয়াছে তাহাও জানি।

তবে দরকার হইলে হয় ত তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হইবে, এবং কোন সময় তোমার অঙ্গুলী-চিহ্নের দরকার হইতেও পারে; তাহাতে তোমার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই।"

মিঃ ব্লেক একথা বলিলেন বটে, কিন্তু সেই চিহ্নটি নিশ্চয়ই প্রহরীর অঙ্গুলীর চিহ্ন—ইহা দৃঢ়তার সহিত পারিলেন না; কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের অনুমানও যে সত্য হইতে পারে—প্রহরীর অঙ্গুলীর দাগ লাগাও অসম্ভব নয়, এ কথা তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল। এই অঙ্গুলী-চিহ্ন যে অত্যন্ত মূল্যবান এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। ভবিষ্যতে কাগজখানি কোনরূপে নষ্ট হইলে বা অপহৃত হইলে রহস্যের এই সামান্য সূত্রটুকু বিলুপ্ত হইবে ভাবিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার ওয়েষ্ট কোটের পকেট হইতে ঘড়ির মত গোলাকার একটি পদার্থ বাহির করিলেন, এবং তাহার আবরণটি অপসারিত করিয়া, কাগজখানির যে অংশে অঙ্গুলী চিহ্ন ছিল, সেই অংশটুকু তাহার ভিতর পুরিয়া দিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে খট্ করিয়া একটি শব্দ হইল। তখন তিনি কাগজখানি বাহির করিয়া লইয়া সেই যন্ত্রটি পুনর্ব্বার পকেটে পুরিলেন। এই যন্ত্র একটি ক্ষুদ্র 'ক্যামেরা', ক্ষুদ্র ঘড়ি অপেক্ষা তাহার আকার বৃহৎ নহে; কিন্তু তাহার ভিতর যে 'ফিল্ম' ছিল—তাহার শক্তি সামান্য নহে। মুহূর্ত্তে তাহাতে সেই অঙ্গুলী-চিহ্নের ছবি উঠায় মিঃ ব্লেক অপেক্ষাকৃত নিরুদ্বেগ হইলেন।

ঠিক সেই সময় একজন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর একটি কনষ্টেবল লইয়া সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন। অন্য দিক হইতে সাধারণ পরিচ্ছদধারী আর একটি ভদ্রলোকও তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তিনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একজন ডিটেক্‌টিভ।

ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনি এখানে! যেখানে কোন গোল বাধে, সেইখানে সর্ব্বপ্রথমেই আপনাকে দেখিতে পাওয়া যায়; আগে থাকিতেই আসিয়া জোটেন কিরূপে? আপনি কি সর্ব্বজ্ঞ! শুনিলাম সকলের চোখের উপর হইতে একখানি মূল্যবান তসবীর হঠাৎ চুরি গিয়াছে; খবর পাইবামাত্র আমি এখানে আসিয়া দেখিতেছি আপনি আগেই আসিয়াছেন!

আগে আসিলেন কিরূপে ? এখানে চুরি হইবে—এখবর আগেই আপনি কাহারও কাছে পাইয়াছিলেন না কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চিত্রশালার দরজা খুলিবার সময় হইতেই আমি এখানে আছি ; কারণ আমি ও আমার এই বন্ধু মিঃ কাসিডি ফ্লাক্সম্যান একত্র আজ চিত্রশালা দেখিতে আসিয়াছিলাম। মিঃ ফ্লাক্সম্যানের নাম নিশ্চয়ই আপনার সুপরিচিত। হাঁ, চিত্রশালার এই কক্ষ হইতে হঠাৎ একখানি মূল্যবান তসবীর চুরি গিয়াছে ! চুরিটা অবশ্য সকলের অজ্ঞাতসারেই হইয়াছে ; তবে এই চুরির বিশিষ্টতা বা বৈচিত্র্য এই যে, চোর চুরি করিয়া চলিয়া যাইবার সময়, যেখানে তসবীরখানি সংস্থাপিত ছিল, সেই স্থানে তাহার নামের কার্ড রাখিয়া গিয়াছে !"

এই ইন্‌স্পেক্টরের নাম—ইন্‌স্পেক্টর টেম্‌পেষ্ট। তিনি প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিতেই মিঃ ব্লেক কিড্ ডয়েলের সেই শ্লোকখানি ইন্‌স্পেক্টর টেম্‌পেষ্টের সম্মুখে ধরিলেন ; তাহা পাঠ করিয়াই ইন্‌স্পেক্টর টেম্‌পেষ্ট হঠাৎ চমকাইয়া উঠিয়া বিস্ময়সূচক অস্ফুট শব্দ করিলেন। তাহার পর দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ, এখানেও কিড্ ডয়েল ? তাহাকে গ্রেপ্তার করা মুখের কথা নয় ! অনেকেই হাঁপাইয়া, হয়রাণ হইয়া দুই চারি লোটা জল খাইয়াছে ! তাহার অত্যাচারে আমাদের চাকরী রাখাই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইন্‌স্পেক্টর গজের ক্ষুধাতৃষ্ণা মাথায় উঠিয়াছে। তা আপনিও কি কিড্ ডয়েলের বিরুদ্ধে তদন্তভার গ্রহণ করিয়াছেন মিঃ ব্লেক !"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর টেম্‌পেষ্টের প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর না দিয়া বলিলেন, "লোকটার চুরির রকম-সকম একটু নূতনতর কি না—এই জন্য তাহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ খোঁজ খবর লইবার আগ্রহ হয় বৈ কি ; তবে বর্ত্তমান ব্যাপারের তদন্তভার পাই নাই বটে। যাহা হউক, আমি যখন এখানে উপস্থিত ছিলাম—তখন এই চুরি সম্বন্ধে কিছু না কিছু সংবাদ রাখি—এ কথা বলাই বাহুল্য। আমি যতটুকু জানিতে পারিয়াছি তাহা সমস্তই আপনাকে বলিব। তবে তাহাতে আপনার কোন সাহায্য হইবে কি না সন্দেহ, কারণ চোর ধরা পড়িতে পারে—এরূপ কোন সংবাদ আপনাকে দিতে পারিব না।

চুরিটা নিতান্ত সাধারণ চুরি। এরূপ চুরি কেবল লণ্ডনে কেন, সকল স্থানে সকল সময়েই ঘটিতে দেখা যায়; কিন্তু চুরি সাধারণ হইলেও চোর অসাধারণ, এবং কিড্ ডয়েল তাহার অসাধারণ শক্তির পরিচয় দেওয়ার জন্যই প্রকাশ্য দিবালোকে ঘরভরা লোকের চোখে ধূলা দিয়া, তসবীরখানি চুরি করিয়া অদৃশ্য হইয়াছে; সুতরাং ইহা অসাধারণ চুরি! বিশেষতঃ চোর আমেরিকান—ইউনাইটেড ষ্টেটসের দস্যুকুল-চূড়ামণি। ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ সকল বিষয়েই—ধনে, মানে, জ্ঞানে, এমন কি, সমরকৌশলেও ইংলণ্ডকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। জর্ম্মানীর উৎকট গুঁতা ইউনাইটেড ষ্টেটসই বাহুবলে সাম্‌লাইয়া দিয়াছে, ভাগ্যে 'সাম চাচা' আটলাণ্টিক পার হইয়া ছাতা ধরিয়া মাথা বাঁচাইয়াছিল—তাই 'ছত্রভঙ্গ হইতে হয় নাই। আবার সেই মার্কিণের একটা চোর আসিয়া সকলের নাকের জলে চোখের জলে এক করিয়া দিতেছে! অসাধারণ নয় কি?

যাহা হউক, মিঃ ব্লেক এই চুরি সম্বন্ধে যতটুকু সংবাদ জানিতেন, ইন্‌স্পেক্টর টেম্‌পেষ্টের অনুরোধে তাহা তাঁহার গোচর করিলেন; ইন্‌স্পেক্টর নোট-বহি বাহির করিয়া সেই সকল কথা লিখিয়া লইলেন। অনন্তর মিঃ ব্লেক কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের সঙ্গে যখন 'বরলিংটন হাউস্' হইতে বাহির হইয়া পিকাডেলী অভিমুখে ধাবিত হইলেন, তখন বেলা পৌনে দুইটা।

পথে আসিয়া কাসিডি ফ্লাক্সম্যান মিঃ ব্লেককে বলিল, "ওয়াল্ মিঃ ব্লেক, চোখের উপর ধূর্ত্ত কিড্ ডয়েল যে কাণ্ডটা করিয়া গেল—তাহা দেখিয়া নিশ্চয়ই আমাদের চোখ ফুটিয়াছে। আপনি বোধ হয় বুঝিয়াছেন মার্কিণের ডিটেক্‌টিভই শুধু বৃটীশ ডিটেক্‌টিভ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়, মার্কিণের চোরের বুদ্ধিও বৃটীশ ডিটেক্‌টিভের বুদ্ধির অনেক উপরে! কিড্ ডয়েল যে সত্যই তাহার বুদ্ধির ও চাতুর্য্যের পরিচয় দিতে আসিবে, তাহার পত্র ধাপ্পাবাজি নয়, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই; কিন্তু আপনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন! সুতরাং এ বিষয়ে আমি আপনার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলাম; এবং আমি, ইচ্ছা না থাকিলেও, আপনার সঙ্গে আসিয়া খুব ভাল কায করিয়াছি, ইহাও স্বীকার করিতেছি। সত্য কথা বলিতে কি, কিড্ ডয়েলের পত্র সত্য বলিয়া সপ্রমাণ না হইলে আমি বড়ই দুঃখিত

হইতাম। সে যে তাহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছে, ইহাতে আমি আন্তরিক সুখী হইয়াছি; অবশ্য, তাহাকে ধরিয়া তাহার দম্ভ চূর্ণ করিতে পারিলে অধিক-তর সুখী হইতাম। কিন্তু বর্ত্তমান পরাজয়েও আমার ক্ষোভের বিশেষ কোন কারণ নাই। তাহার অদ্ভুত চালাকী সত্ত্বেও আমি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। তাহাকে শীঘ্রই ধরিয়া পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিব, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা। মার্কিণ তস্করকে গ্রেপ্তার করা মার্কিণ গোয়েন্দারই কায, এবং এ কায তাহারই শোভা পায়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আশা করি আপনি কৃতকার্য্য হইবেন; তবে আপনাকে এটুকু ভরসাও দিতে পারি যে, মার্কিণ গোয়েন্দা যদি মার্কিণ দস্যুর গ্রেপ্তারে অকৃতকার্য্য হন, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র বৃটীশ ডিটেক্‌টিভই তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পুরিবে। মার্কিণ ডিটেক্‌টিভের যাহা অসাধ্য, বৃটীশ ডিটেক্‌টিভের তাহা অসাধ্য নহে—ইহার প্রমাণ শীঘ্রই আপনি পাইবেন।"

ফ্লাক্সম্যান বলিল, "আপনার কাযে কথায় সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলেই সুখী হইব; কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিকতর সুখী হইব—যদি আপনি আমার স্ত্রীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যান। সে বেচারা নিশ্চয়ই আগ্রহের সহিত আপনার ও আমার প্রতীক্ষা করিতেছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি ত তাঁহাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি অন্যত্র আমার জরুরি কায আছে; এ জন্য বিশেষ লোভনীয় হইলেও এ প্রস্তাব আমাকে অনিচ্ছার সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে হইতেছে।"

মিঃ ব্লেক কাসিডি ফ্লাক্সম্যানের নিকট বিদায় লইয়া অন্য দিকে প্রস্থান করিলেন। ফ্লাক্সম্যান কয়েক মিনিট তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমার উপর চাল দিতে আসিয়াছিলে? কেমন জব্দ! তোমাকে চূর্ণ না করিলে আমি নিশ্চিন্ত মনে ব্যবসায় চালাইতে পারিব না। শীঘ্রই তোমাকে পদতলে নিষ্পেষিত করিব।"

অনন্তর সে একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া 'রিজ' হোটেলে তাহার স্ত্রীর সন্ধানে চলিল। তাহার মোটর তাহার স্ত্রী পূর্ব্বেই লইয়া গিয়াছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

ফেন্‌উইক স্মান—লণ্ডনে

মিঃ ব্লেক স্থানান্তরে জরুরি কাজ আছে বলিয়া মিসেস্ ফ্লাক্সম্যানের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না ; কিন্তু তাঁহার তখন তেমন জরুরি কাজ কিছুই ছিল না। ফ্লাক্সম্যানে লণ্ডনে পদার্পণ করিবার পর হইতে তাঁহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেছিল তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, সুতরাং তিনি তাহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন ইহা আশা করা যায় না। মিসেস্ ফ্লাক্সম্যানও তাঁহাকে পরীক্ষার জন্যই নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। এ বিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্র আন্তরিক আগ্রহ ছিল না।

নানা কারণে মিঃ ব্লেকের মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছিল ; তিনি চিন্তাকুল চিত্তে পদব্রজে পেলমেল্ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, এবং বিভিন্ন পথে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে তাঁহার ক্লাবে উপস্থিত হইলেন।

ক্লাবে তখন অধিক লোক ছিল না। তিনি একটি নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া ধূম-পান করিতে করিতে তাঁহার পরাজয়ের কথা ভাবিতে লাগিলেন। এতদিন পরে তাঁহার ধারণা হইল, কাসিসি ফ্লাক্সম্যান সম্বন্ধে মিঃ ফেন্ উইক স্মান ও স্মিথ যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই সত্য, তাঁহার সন্দেহ অমূলক। তিনি ফ্লাক্সম্যানকে ছদ্মবেশী কিড্ ডয়েল মনে করিয়া সাংঘাতিক ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। এত দিনে তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলেন ফ্লাক্সম্যান ও কিড্ ডয়েল বিভিন্ন ব্যক্তি। তিনি অমূলক সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমাগত ভুল পথে ঘুরিয়াছেন, ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া এরূপ ভ্রম আর কখন করেন নাই, বিবেচনার ত্রুটিতেই তাহাকে এরূপ ভ্রমে পতিত হইতে হইয়াছে, এ কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া তাঁহার আক্ষেপেরও সীমা রহিল না।

আর একটা কথা পুনঃ পুনঃ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল, তিনি কিড ডয়েলকে

কোন দিন দেখেন নাই ; সুতরাং সে তাঁহার সাক্ষাতেই পূর্ব্বোক্ত চিত্রশালার ৬নং কুঠুরীতে প্রবেশ করিয়া থাকিলে তাহাকে চিনিবার ত কোন উপায় ছিল না।

তিনি যখন ক্লাব হইতে গৃহে ফিরিলেন তখন অপরাহ্ণ পাঁচটা। তাঁহাকে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া স্মিথ 'ইভনিং পোষ্ট' নামক দৈনিকখানির সান্ধ্য সংস্করণ লইয়া আসিয়া, তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি 'প্যারা' পাঠ করিতে লাগিল ; আমরা নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিলাম,—

"রয়াল একাডেমিতে আজ মধ্যাহ্ন কালে যে চুরি হইয়া গিয়াছে, এরূপ অদ্ভুত দুঃসাহস ও কৌশলপূর্ণ চুরি ইতিপূর্ব্বে লণ্ডনে আর কখন হইয়াছে কি না তাহা আমাদের জানা নাই! ইহা অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ও সুচতুর মার্কিণ তস্করের অসীম শক্তি ও বিস্ময়কর চাতুর্য্যের উজ্জ্বল প্রমাণ—এ কথা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। তাহার বিরাট স্পর্দ্ধার পরিচয় পাইয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি, একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই! সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময়ের কথা 'রয়াল একাডেমি'র ছয় নম্বর কক্ষে সুবিখ্যাত বৃটীশ ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক ও গোয়েন্দাগিরিতে সুদক্ষ প্রথিতনামা মার্কিণ ডিটেক্‌টিভ মিঃ কাসিডি ফ্লাক্সম্যান উপস্থিত থাকিতে, তাঁহাদের নাকের নীচে হইতে কিড্ ডয়েল তাঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে 'দি প্রিন্সেস্ রয়াল'এর মহামূল্য তসবীরখানি চুরি করিয়া অনায়াসে অদৃশ্য হইল! আবার, লে-ইস্য উহা চুরি করিয়াছে—তাহা পর্য্যন্ত লিখিয়া রাখিয়া গেল ; অথচ এই খ্যাতনামা ডিটেক্‌টিভদ্বয় সেই কক্ষে বসিয়া থাকিয়াও কিছুই জানিতে পারিলেন না! ইহাতে অনুমান হয়, কিড্ ডয়েল তাঁহাদিগকে কিরূপ অকর্ম্মণ্য ও নির্ব্বোধ মনে করে, তাহাই যেন সে তাঁহাদিগকে দেখাইয়া গেল! আমরা এই দুইজন প্রতিভাসম্পন্ন ডিটেক্‌টিভের এই পরাজয়-সংবাদে আন্তরিক দুঃখিত। এই পরাজয়ে তাঁহাদেরও লজ্জা অনুভব করা উচিত। কিড্ ডয়েলের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার, তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া জনসাধারণের উদ্বেগ ও আতঙ্ক নিবারণ করিবার শক্তি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভগণের মধ্যে কি কাহারও নাই? যদি না থাকে, কিড্ ডয়েল এই ভাবে দস্যুবৃত্তি করিয়া যদি নিঃশঙ্কচিত্তে সমাজে বিচরণ করিতে থাকে, তাহা হইলে লণ্ডনের জনসাধারণ তাহাদের কষ্টার্জ্জিত

অর্থ দ্বারা কেন যে পুলিশ বিভাগের বিপুল ব্যয়ভার বহন করিতেছে, তাহা তাহাদের জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে।"

এই প্যারাটি পাঠ করিয়া স্মিথ মুখ তুলিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "কর্ত্তা, কাসিডি ফ্লাক্স্ম্যান ও আপনি উভয়েই সেখানে উপস্থিত ছিলেন, অথচ কিড্ ডয়েল আসিয়া চুরি করিয়া সরিয়া পড়িল! এ অবস্থায় কিড্ ডয়েলই ছদ্মবেশী ফ্লাক্স্ম্যান আপনার এরূপ সন্দেহ করিবার কি কারণ আছে? আপনার এই সন্দেহ যে অমূলক, ইহা কি এখনও আপনি অস্বীকার করেন?"

মিঃ ব্লেক গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এই ঘটনার পর অগত্যা আমাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে উভয়ে এক লোক নহে। উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া আমার যে সন্দেহ হইয়াছিল, সেই সন্দেহ অমূলক আপাততঃ ইহা স্বীকার না করিয়া আর উপায় কি? 'আপাততঃ' এই জন্য বলিলাম যে, ভবিষ্যতে আমি সপ্রমাণ করিতে পারিব—আমি অন্যায় সন্দেহ করি নাই; উভয়ে অভিন্ন লোক না হউক, তাহাদের সম্বন্ধ এত নিকট যে, একজনকে অন্যের ছায়া বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই জন্যই আমি উভয়কে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলাম। আপাততঃ এ বিষয় লইয়া আমি তোমার সহিত তর্কবিতর্ক করিতে অনিচ্ছুক।"

স্মিথ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। মিঃ ব্লেক উঠিয়া তাঁহার কোটের পকেট হইতে পূর্ব্বোক্ত ঘটিকাবৎ ক্ষুদ্র ক্যামেরাটি বাহির করিয়া লইয়া 'অন্ধকার-কক্ষে' প্রবেশ করিলেন, এবং অঙ্গুলী-চিহ্নের সেই ফটোখানি পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য যথাবিহিত প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলেন।

এই কার্য্য শেষ হইলে মিঃ ব্লেক সেই ফটোখানি বৃহদায়তন 'ফটো'তে পরিণত করিতে আরম্ভ করিলেন।

মিঃ ব্লেক সেই রাত্রিতেই এই সকল কায শেষ করিয়া পরদিন মধ্যাহ্নে ভোজনের পর পুনর্ব্বার 'রয়াল একাডেমি'তে যাত্রা করিলেন। দীর্ঘকাল পরে যখন তিনি চিত্রশালা পরিত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহাকে বেশ প্রফুল্ল দেখা গেল। আনন্দে তাঁহার মুখ হাস্য-বিকশিত।

তিনি চিত্রশালায় উপস্থিত হইয়া প্রথমেই একটি বিষয়ে ক্যাসিডি ফ্লাক্সম্যানের ভ্রম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব দিন চুরির পর যে প্রহরী কিড্ ডয়েলের পরিত্যক্ত রোকাখানি লইয়া গিয়া তাঁহার হাতে দিয়াছিল, সেই রোকার এক প্রান্তে অঙ্গুলীর অস্পষ্ট চিহ্ন দেখিয়া ক্যাসিডি ফ্লাক্সম্যান তাঁহাকে বলিয়াছিল—উহা সেই প্রহরীরই অঙ্গুলী-চিহ্ন। সেই অঙ্গুলী-চিহ্নের ফটো লইয়া তিনি তাহা বৃহদাকারে পরিণত করিয়াছিলেন; তিনি সেই অঙ্গুলী-চিহ্নের ফটোর সহিত উক্ত প্রহরীর বৃদ্ধাঙ্গুলীর চিহ্ন লইয়া মিলাইয়া দেখিলেন,—উভয় চিহ্নে বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নাই! সুতরাং কিড্ ডয়েলের স্বাক্ষরিত কাগজখানিতে যে অঙ্গুলী-চিহ্ন ছিল—তাহা প্রহরীর অঙ্গুলীচিহ্ন নহে—ইহা সপ্রমাণ হইল। এ অবস্থায় উহা যে কিড্ ডয়েলেরই অঙ্গুলীচিহ্ন, এ বিষয়ে সন্দেহের আর কোন কারণ রহিল না। রহস্যের এই সূত্রটুকু পাইয়া তাঁহার মন আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইল; তিনি বুঝিতে পারিলেন প্রগাঢ় রহস্যান্ধকারে ইহা উজ্জ্বল আলোকশিখার কায করিবে; এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই তিনি তদন্ত আরম্ভ করিবেন। সুতরাং ইহা যে কত বড় মূল্যবান প্রমাণ—তাহা বুঝিয়াই তাঁহার এত আনন্দ, আত্মপ্রসাদ ও স্ফূর্ত্তি।

সেইদিন অপরাহ্ণে মিঃ ব্লেক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অগ্নিকুণ্ডের নিকট বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের 'বার্টিলন বিভাগ' যদি এই অঙ্গুলী-চিহ্নের অনুরূপ অঙ্গুলী-চিহ্নের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহার সকল শ্রম সফল হইবে; কিড্ ডয়েল কে, তাহা আবিষ্কার করা তাঁহার পক্ষে আদৌ কঠিন হইবে না।

স্মিথ মিঃ ব্লেকের অদূরে জানালার ধারে একখানি চেয়ারে বসিয়া, মুক্ত বাতায়ন-পথে সেই অট্টালিকার প্রান্তবর্ত্তী রাজপথের দিকে চাহিয়া জন-স্রোত দেখিতেছিল। সে দেখিল—একখানি মোটর মিঃ ব্লেকের দ্বারপ্রান্তে থামিল। গাড়ীতে একটি পুরুষ ও একটি রমণীকে দেখিয়া স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, একটি ভদ্রলোক বোধ হয় আপনার সঙ্গেই দেখা করিতে আসিতেছেন। তিনি আমাদের দরজার সম্মুখে মোটর থামাইয়া এই দিকে চাহিলেন দেখিলাম।

তাঁহার সঙ্গে একটি যুবতীও আছে। দু'জনেরই পোষাকের কি বাহার! ভদ্রলোকটিকে যেন কোথায় দেখিয়াছি, কিন্তু মুখখানা ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না।"

প্রায় দুই মিনিট পরে মিসেস্ বার্ডেল হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া মিঃ ব্লেককে নামের যে 'কার্ড' দিল, তাহার উপর দৃষ্টিপাত করিয়াই তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন, "কাসিডি ফ্লাক্সম্যান সস্ত্রীক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে! এ যে আমার মহাভাগ্য! মতলবটা কি? স্মিথ, যাও, উহাদিগকে সসম্মানে এখানে লইয়া এস।"

মিসেস্ বার্ডেলের সঙ্গেই স্মিথ নীচে নামিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে সে কাসিডি ফ্লাক্সম্যান ও তাহার 'ধর্ম্মপত্নী'কে সঙ্গে লইয়া মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান তাহার সোনা-বাঁধান দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "নমস্কার মিঃ ব্লেক! আমি ও আমার স্ত্রী বায়ুসেবনে বাহির হইয়া এই দিক দিয়া যাইতেছিলাম; এই পথটাই বেকার স্ট্রীট শুনিয়া আমার স্ত্রী বলিলেন, 'মিঃ ব্লেক কাল আমাদের আফিসে গিয়া আমাদের সম্মানিত করিয়াছিলেন; তাঁহার সঙ্গে আজ পালটা দেখা করিয়া গেলে মন্দ হয় না।'—প্রস্তাবটা খুব সঙ্গত ও সময়োচিত বলিয়াই মনে হইল; তাই আপনার দরজায় গাড়ী থামাইয়া আপনার শান্তির একটু ব্যাঘাত করিতে আসিলাম। মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান না কি কাহার কাছে শুনিয়াছেন—আপনার নাম-যশ যত বড়, আপনি সেই রকমই এক প্রকাণ্ড অট্টালিকায় অনেক দাস দাসী লইয়া মহা সমারোহে বাস করেন। সেই জন্যই উঁহার এখানে আসিবার জন্য আরও বেশী আগ্রহ।"

ইহা যে তাঁহার ক্ষুদ্র অট্টালিকা ও আড়ম্বরহীনতার প্রতি অত্যন্ত অশিষ্ট ইঙ্গিত, ইহা বুঝিয়া মিঃ ব্লেকের মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল; কিন্তু তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া তাহাদের প্রতি যথাযোগ্য শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন; অতি কষ্টে মুখে প্রফুল্লতা সুষ্ফুট করিয়া, উভয়কে সসম্মানে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন, "নমস্কার মিসেস ফ্লাক্সম্যান! মিঃ ফ্লাক্সম্যান নমস্কার! আপনারা

দয়া করিয়া আমার এই ক্ষুদ্র গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। এই অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব অনুগ্রহে আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। আমার গৃহ আপনাদের অভ্যর্থনার উপযুক্ত নহে; এ জন্য আমি বড়ই কুণ্ঠা বোধ করিতেছি। স্মিথের সহিত আপনাদের পরিচয় নাই; এটি আমারই সহকারী,—পিতৃমাতৃহীন যুবক, আমিই উহাকে সন্তানবৎ প্রতিপালন করিতেছি।"

মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান হাসিয়া বলিল, "দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটাইতেছেন! আপনার ন্যায় সচ্ছল অবস্থার লোক প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত বিবাহ না করিয়া দুঃসহ একক জীবন বহন করিতেছেন শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলাম! জানি না কি উদ্দেশ্যে আপনি জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ হইতে আপনাকে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। মিসেস্ ব্লেককে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য এখানে উপস্থিত দেখিলে আমাদের কতই আনন্দ হইত! যাহা হউক, আপনার পুত্রস্থানীয় এই যুবকের পরিচয় পাইয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। আশা করি স্মিথ কালে আপনার উপযুক্ত সাকরেদ হইতে পারিবে।"

স্মিথ কয়দিন ধরিয়া কি ভাবে ফ্লাক্সম্যানের অনুসরণ করিতেছিল, এবং ফ্লাক্সম্যান তাহা জানিতে পারিয়া মিঃ ব্লেককে তাহার সম্বন্ধে কি বলিয়াছিল, ইহা স্মরণ করিয়া স্মিথ বড়ই কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, লজ্জায় মাথা তুলিয়া সে ফ্লাক্সম্যানের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না; কিন্তু মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান তাহাকে সাদরে কাছে ডাকিয়া তাহার প্রশংসা করিল ও এত মিষ্ট কথা বলিতে লাগিল যে, স্মিথ পাঁচ মিনিটের মধ্যে যেন তাহার গোলাম হইয়া পড়িল। তাহার ধারণা হইল এই সদাশয়া সুশিক্ষিতা মার্কিণ মহিলা নারী-জাতির অলঙ্কার; লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত সমাজে এরূপ রূপবতী ও গুণবতী মহিলা নিতান্তই দুর্লভ! পোষাকটা তেমন ভাল নাই দেখিয়া স্মিথ তাড়াতাড়ি তাহার ঘরে গিয়া তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া ও মাথায় টেরি কাটিয়া কার্ত্তিক সাজিয়া আসিল। মিসেস্ ফ্লাক্সম্যানের মনোরঞ্জনের জন্য তাহার আগ্রহের পরিচয় পাইয়া মিঃ ব্লেক মনে মনে হাসিতে লাগিলেন।

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান মিঃ ব্লেকের সম্মুখে বসিয়া প্রাণ খুলিয়া গল্প করিতে

লাগিল। তাঁহার উচ্চহাস্যে ঘরের ছাদ উড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। দুই বন্ধুর (?) চুরুটের ধূমে ঘর অন্ধকার হইয়া উঠিল। মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান সেই গল্পে যোগ না দিয়া স্মিথকে বলিল, "চল স্মিথ, তোমাদের ঘর-গুলি সব দেখিয়া আসি; তোমার সঙ্গে চারিদিকে ঘুরিয়া যত আনন্দ পাইব, উঁহাদের গল্প শুনিয়া তত আনন্দ পাইব না। আমি তোমার গল্পই শুনিতে চাই, তা আমার বেশী ভাল লাগিবে।"

মিসেস্ ফ্লাক্স্ম্যানের কথা শুনিয়া স্মিথের মন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল তাহার দুই কাঁধ হইতে হঠাৎ যেন আর দুই-খানি হাত বাহির হইয়াছে!—স্মিথ মিসেস্ ফ্লাক্স্ম্যানকে সঙ্গে লইয়া বিভিন্ন কক্ষে ঘুরিতে লাগিল; অবশেষে মিঃ ব্লেকের 'কৌতুকাগারে' প্রবেশ করিয়া, তিনি দেশ বিদেশ হইতে যে সকল বহুমূল্য দুর্লভ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা তাহাকে দেখাইয়া, সেই সকল জিনিস তিনি কবে কোথা হইতে কি উপলক্ষ্যে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা আরম্ভ করিল।

মিঃ ব্লেক বাহ্যিক শিষ্টাচার প্রদর্শনে কার্পণ্য না করিলেও, কাসিডি ফ্লাক্স্-ম্যান্ ও তাহার পত্নীর এই আকস্মিক অনুগ্রহের কারণ স্থির করিতে না পারিয়া বিলক্ষণ চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিলেন; এমন কি, এজন্য তিনি মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্কও হইতেছিলেন! তবে তিনি অত্যন্ত চতুর ও সতর্ক লোক বলিয়াই ফ্লাক্স্ম্যানকে তাঁহা বুঝিতে দেন নাই।

যাহা হউক, মিঃ ব্লেক কথায় কথায় আমেরিকার সান্ফ্রান্সিস্কোর ভূমিকম্পের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। তাহার কিছুদিন পূর্ব্বেই ভীষণ ভূকম্পনে সান্ফ্রান্সিস্কো নগর বিধ্বস্তপ্রায় হইয়াছিল; বর্ত্তমান শতাব্দীতে আমেরিকায় সেরূপ প্রচণ্ড ভূমিকম্প আর কখনও হয় নাই, ইহা পাঠকগণেরও স্মরণ থাকিতে পারে। এই ভূমিকম্পের কথা আলোচনা করিতে করিতে মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিঃ ফ্লাক্স্ম্যান! আগ্নেয়গিরি হইতে যখন ধূম ও ভস্মের সহিত ধাতুস্রাব আরম্ভ হয়, সেই সময় গিরিগর্ভ হইতে নানা জাতীয় শিলাখণ্ডও নিঃসারিত হইয়া থাকে; উহা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করিলে বোধ হয় নানা প্রকার ধাতুর অস্তিত্ব

আবিষ্কার করিতে পারা যায়। এই জাতীয় প্রস্তর সম্বন্ধে আপনার কোন অভিজ্ঞতা আছে কি না জানি না; কিন্তু উহা ঠিক সাধারণ শিলাখণ্ডের পর্য্যায়ভুক্ত নহে। আমি একবার ইটালী দেশে বেড়াইতে গিয়া বিসুভিয়সের পাদদেশ হইতে ঐরূপ গোলাকার একটি শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম; তাহা আপনাকে দেখাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না।"

এই কথা বলিয়া তিনি টেবিলের দেরাজের ভিতর হইতে কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ শালগ্রাম-শিলাবৎ একখণ্ড প্রস্তর বাহির করিয়া তাহা ফ্লাক্‌স্‌ম্যানের দক্ষিণ হস্তে প্রদান করিলেন।

ফ্লাক্‌স্‌ম্যান মহাআগ্রহে তাহা হাতে লইয়া বলিল, "তাই ত বটে! কিন্তু যথেষ্ট কঠিন হইলেও ইহার মসৃণ উপরিভাগটা যেন আঠাল; চট্‌চট্‌ করিতেছে যে! হাতে লইলে হাতে বাধিয়া যায়—এমন কদর্য্য জিনিস আমি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পরীক্ষা করিতে অনিচ্ছুক; আপনি উহা রাখিয়া দেন।"—ফ্লাক্‌স্‌ম্যান পাথরখানি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দিয়া সন্তর্পণে ধরিয়া মিঃ ব্লেকের হস্তে প্রত্যর্পণ করিল।

মিঃ ব্লেক লজ্জিত ভাবে তাহা ফেরত লইয়া টেবিলের দেরাজে রাখিয়া দিলেন, এবং অনুতপ্ত স্বরে বলিলেন, "হাঁ, জিনিসটা খুব সুখস্পর্শ নয়; তবে দোষ আমার গৃহকর্ত্রীর, সে উহা মুছিয়া রাখিলে অনেকটা ঝরঝরে থাকিত। আপনি কিছু মনে করিবেন না; হাতটা ধুইয়া ফেলুন।"

অনন্তর তিনি স্মিথকে ডাকিয়া ফ্লাক্‌স্‌ম্যানের হাতে জল দিতে ও মিসেস্ বার্ডেলকে চা করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। তিনি ফ্লাক্‌স্‌ম্যানকে বলিলেন, "আশা করি মিসেস্ ফ্লাক্‌স্‌ম্যান দয়া করিয়া এখানে এক পেয়ালা চা খাইতে আপত্তি করিবেন না।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই চায়ের জল গরম হইয়া আসিল; সঙ্গে সঙ্গে দুধ, পেয়ালা পিরিচ, চামচে চিনি 'ট্রে'রূপ আসনে উপবেশন করিয়া চায়ের টেবিলের শোভা বর্দ্ধন করিল। স্মিথ অত্যুৎকৃষ্ট কেক, স্যাণ্ডউইচ্, বিস্কুট প্রভৃতি মুখরোচক খাদ্যদ্রব্য যথানিয়মে টেবিলে সাজাইয়া রাখিল। তখন মিসেস্ ফ্লাক্‌স্‌ম্যান হাতের দস্তানা খুলিয়া চায়ের টেবিলের ভার গ্রহণ করিল

চা প্রস্তুত করিতে করিতে মিসেস্ ফ্লাক্স্ম্যান মিঃ ব্লেককে বলিল, "দেখুন মিঃ ব্লেক, আপনি কাল আমার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন; অবশ্য, আপনার কাজ ছিল বলিয়াই আমরা আপনার সঙ্গে বসিয়া ভোজনের আনন্দে বঞ্চিত হইয়াছিলাম। আজ আর আপনাকে ছাড়িব না, বলিয়া রাখিতেছি। সত্য কথা বলিতে কি, আপনার বাড়ীতে আমার আসিবার ইহাই প্রধান কারণ; আজ রাত্রে আমার ওখানে আপনার নিমন্ত্রণ। আজ আপনার কোন ওজর শুনিতেছি না; আপনি স্মিথকে লইয়া নিশ্চয়ই যাইবেন।"

মিঃ ব্লেক ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। পাছে তিনি আপত্তি করিয়া বসেন, এই আশঙ্কায় স্মিথ এরূপ কাতর ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল যে, তাহার সেই কাতরতায় পাষাণও গলিয়া যাইত! মিঃ ব্লেক বড়ই সমস্যায় পড়িলেন; বুজরুক ফ্লাক্সম্যানের এই চালের উদ্দেশ্য তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না। তিনি এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু ফ্লাক্সম্যান-দম্পতির অভিসন্ধিটা কি, তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল হওয়ায়, বিশেষতঃ, স্মিথের আগ্রহের পরিচয় পাইয়া তিনি অবশেষে সম্মতি দান করিলেন।

সন্ধ্যা ছয়টার সময় ফ্লাক্সম্যান ও তাহার স্ত্রী মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল। স্মিথ পথ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিল! মিঃ ব্লেক পথের দিকের জানালায় দাঁড়াইয়া স্মিথের সেলামের ঘটা দেখিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

স্মিথ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া মিসেস্ ফ্লাক্সম্যানের প্রশংসার ফোয়ারা খুলিয়া দিবে, এমন সময় মিঃ ব্লেকের কাজ দেখিয়া তাহার মুখ বন্ধ হইল,—যেন কোন একটা দৈত্য অদৃশ্য থাকিয়া সজোরে তাহার গলা টিপিয়া ধরিল; আর তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না! সে দেখিল মিঃ ব্লেক পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণবর্ণ শিলাখণ্ড দেরাজ হইতে বাহির করিয়া, সতর্ক ভাবে তাহা পরীক্ষা করিতেছেন!—ঐরূপ পরীক্ষার অর্থ তাহার অজ্ঞাত ছিল না।

স্মিথ অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিল, "কর্ত্তা, আপনি কি এখনও মিঃ ফ্লাক্সম্যানকে সন্দেহ করেন? আপনার ঐ পাথরখানা যে, নিখুঁত ভাবে অঙ্গুলীচিহ্ন লইবার

উপকরণ, ইহা জানি বলিয়াই আপনাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।”—তাহার কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ ও অসন্তোষ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, “ফ্রাক্সম্যানকে তুমিই মুজ্‌রুক বলিয়া কত দিন গালি দিয়াছ! সে যে ভাবে আমার অপমান করিয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া চাবুক পর্য্যন্ত খুঁজিয়াছিলে না? আজ হঠাৎ সুর একদম্ বদ্‌লাইয়া ফেলিলে যে!”

স্মিথ বলিল, “ভুল করিয়াছিলাম কর্ত্তা, ভুল! ভুল! আমেরিকার এরূপ রূপবতী গুণবতী উচ্চশিক্ষিতা আদর্শ রমণী যাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতে পারেন—তিনি কদাচ খারাপ লোক হইতে পারেন না। তাঁহাকে মেকি মনে করা আমার পক্ষে অমার্জ্জনীয় বেয়াদপি, এজন্য আপনি আমার কান মলিয়া দিন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “স্ত্রীলোকেরা যাদুকরী। শুনিয়াছি কোন কোন দেশের যুবতীরা বিদেশী যুবকদের গাড়োল করিয়া রাখে! মিসেস্ ফ্রাক্‌স্‌ম্যান একঘণ্টার মধ্যেই তোমাকে যাদু করিয়া ফেলিয়াছে; আর একবার তুমি তাহার পাল্লায় পড়িলেই তোমার আর দুইখানি ঠ্যাং এবং একটি লেজ গজাইবে। তুমি ঠিক গাড়োল হইবে,—কেবল আকার প্রকারে নয়, বুদ্ধিতেও!”

স্মিথ এই চাবুক খাইয়া আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না; অভিমান ভরে নতমুখে বসিয়া রহিল। মিঃ ব্লেক তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া তাঁহার ‘লেবরেটরি’তে প্রবেশ করিলেন। এই কক্ষে বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক পরীক্ষার সুব্যবস্থা ছিল।

আধঘণ্টা পরে তিনি তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রত্যাগমন করিলে স্মিথ দেখিল তাঁহার ললাটে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার প্রফুল্লতা অন্তর্হিত হইয়াছে; তিনি যেন অত্যন্ত দমিয়া গিয়াছেন!

তাঁহার এরূপ নিরুৎসাহ হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। পাথরখানাতে ফ্রাক্‌স্‌ম্যানের যে অঙ্গুলীচিহ্ন ছিল, তাহার সহিত কিড্ ডয়েলের অঙ্গুলীচিহ্নের বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নাই, ইহাই তাঁহার পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছিল। যে সূত্র অবলম্বন করিয়া তিনি রহস্য ভেদের আশা করিয়াছিলেন—তাহা ঊর্ণার ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া

কোথায় অদৃশ্য হইল! অকাট্য প্রমাণের জাঁতায় তাঁহার অনুমান ও বিশ্বাস চূর্ণ হইয়া ধূলিকণায় পরিণত হইল। কি বিড়ম্বনা!

স্মিথ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "কর্ত্তা, হঠাৎ আপনার এরূপ ভাবান্তর দেখিতেছি যে! অসুখ হয় নাই ত? নিমন্ত্রণটা না হয় বন্দ করিয়া দেওয়া যাক; বিশেষতঃ, আমার ক্ষুধাও—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চায়ের 'ট্রে' শীঘ্র এখানে আন; কোনও জিনিসে হাত দিও না। যা যেখানে যে ভাবে আছে ঠিক সেই ভাবে আনিবে।"

স্মিথ চায়ের টেবিল হইতে মায় সরঞ্জাম 'ট্রে' আনিয়া তাঁহার টেবিলে রাখিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিসেস্ বার্ডেল উহার কোন জিনিস স্পর্শ করে নাই ত? আগে সাবধান করাই উচিত ছিল, কিন্তু তখন, আমার খেয়াল হয় নাই।"

স্মিথ বলিল, "না কর্ত্তা, মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান যেখানে যাহা যেমন রাখিয়া গিয়াছেন, ঠিক সেই রকমই আছে। মিসেস্ বার্ডেল আমাদের নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে; তাই উহাতে এখনও তাহার হাতে পড়ে নাই। আপনি কি মনে করিয়াছেন বাসনগুলা সে ধুইতে গিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিত? না, সে তত অসাবধান নয়।"

মিঃ ব্লেক পেয়ালা পিরিচ, চা-দানী, দুধের জগ প্রভৃতি সকল সরঞ্জাম সহ ট্রেখানি তুলিয়া লইয়া পুনর্ব্বার লেবরেটরিতে প্রবেশ করিলেন। স্মিথ ইহার মর্ম্ম কিছুই ঠাহর করিতে না পারিয়া, হা করিয়া সেই দিকে চাহিয়া দুই হাতে মাথা চুল্‌কাইতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর মিঃ ব্লেক ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে লেবরেটরি হইতে তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। স্মিথ দেখিল, তাঁহার চোখ দুটো যেন আনন্দে ও উৎসাহে জলিতেছে; মুখে বিজয়-গর্ব্ব পরিস্ফুট!

স্মিথ নির্ব্বাক বিস্ময়ে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মিঃ ব্লেক উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "আনন্দ কর, স্মিথ, আনন্দ কর। আমার সকল শ্রম সফল হইয়াছে! কিড্ ডয়েলের সন্ধান পাইয়াছি। আজ আমি জয়ী!"

স্মিথ বলিল, "কিড্ ডয়েলের সন্ধান পাইয়াছেন! ঘরে বসিয়াই? আপনি

অতি আশ্চর্য্য কথা বলিতেছেন কর্ত্তা ! আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না !"

"কিড্ ডয়েলের সন্ধান পাইয়াছ ? আমি এখানে না পৌছিতেই ! অতি সুসংবাদ ব্লেক ! অতি আনন্দের সংবাদ।"

হঠাৎ দ্বারপ্রান্ত হইতে কে এই কথা বলিতেই, মিঃ ব্লেক দ্বারের দিকে চাহিয়া লাফাইয়া উঠিলেন। তাঁহার মার্কিণ বন্ধু ফেনউইক্ ফান একটি ব্যাগ হাতে লইয়া তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মিঃ ব্লেক আনন্দাতিশয্যে উভয় হস্তে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন ; যেন দুইটি শিশু আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইল ! আনন্দের উচ্ছ্বাসে বৃদ্ধও শিশু হইয়া যায়।

মিঃ ফেনউইক ফান্ বলিলেন, "আমি আজ লিভারপুলে জাহাজ হইতে নামিয়াই ট্রেণে চাপিয়াছিলাম ; হঠাৎ আসিয়া বিস্মিত করিব মনে করিয়া তোমাকে টেলিগ্রাম করি নাই। ব্লেক ! তুমি বলিতেছিলে কিড্ ডয়েলের সন্ধান পাইয়াছ ! কোথায় কিরূপে তাহার সন্ধান পাইলে বল। আমি ঠিক সময়েই আসিয়াছি !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি তাহাকে আজ রাত্রি নয়টার পূর্ব্বেই তোমার এবং স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্স্পেক্টর গজের হস্তে সমর্পণ করিব।"

মিঃ ফেনউইক ফান সবিস্ময়ে বলিলেন, "বল কি ব্লেক ! ইহা এরূপ সুসংবাদ যে, বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না ! তোমার কথা সত্য হইলে স্বীকার করিতে হইবে—তোমার অসাধ্যসাধনের শক্তি আছে।"

স্মিথ কয়েক মিনিট স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিল, "আজ রাত্রি ন'টার পূর্ব্বেই ? তখন যে আমরা ফ্লাক্সম্যানের বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইব!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ ; মিঃ ফানও আমাদের সঙ্গে যাইবেন।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু কাসিডি ফ্লাক্স্ম্যান ত কিড্ ডয়েল নয়।"

মিঃ ব্লেক দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "নিশ্চয়ই নয়। সকল ব্যাপার পরে জানিতে পারিবে। সাতটা বাজিয়া গিয়াছে ; আর অধিক বিলম্ব নাই। আমি টেলিফোনে ইন্স্পেক্টর গজকে ডাকিয়া সংবাদ দিয়া রাখি।"

দশ মিনিটের মধ্যে ইন্স্পেক্টর গজ হাঁপাইতে হাঁপাইতে মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

ক্লাক্সম্যান ও কিড্ ডয়েল শৃঙ্খলিত

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর গজকে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া অবিলম্বে বিদায় করিলেন। তাহার পর তিনি যখন মিঃ ফেনউইক্ ফান ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া ট্যাক্‌সিতে উঠিলেন তখন রাত্রি প্রায় আটটা।

মিঃ ব্লেক ফেনউইক ফানের সহিত প্রফুল্ল চিত্তে গল্প করিতে লাগিলেন। স্মিথ এক পাশে আড়ষ্ট ভাবে বসিয়া রহিল; ব্যাপার কি তাহা অনুমান করিতে না পারিয়া তাহার মন অত্যন্ত দমিয়া গিয়াছিল। সে মিসেস্ ক্লাক্সম্যানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেছে, তাহার মন আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইবারই কথা; কিন্তু এ কি ফ্যাসাদ? মিঃ ব্লেক কিড্ ডয়েলকে ধরিয়া দিবেন বলিয়া ফেনউইক ফানকে সঙ্গে লইলেন, আবার ইন্‌স্পেক্টর গজকে দুইজন কন্‌ষ্টেবল ও হাতকড়ি সহ রাত্রি সাড়ে আটটার পূর্ব্বেই সেখানে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিলেন; অথচ কিড্ ডয়েল কোথায়, তাহার সন্ধান পর্য্যন্ত নাই! স্মিথ বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "অতিরিক্ত চিন্তায় কি কর্ত্তার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে? পুলিশ ও হাতকড়ি সঙ্গে লইয়া নিমন্ত্রণ খাইতে যাওয়া, এ আবার কি কাণ্ড! কর্ত্তা ভুল করিয়া একটা বিভ্রাট না ঘটাইলে বাঁচি! নিমন্ত্রণটা শেষে মাঠে মারা যাইবে না কি?"—সকল ব্যাপারই তাহার দুর্ব্বোধ্য রহস্য বলিয়া মনে হইল।

ক্যাসিডি ক্লাক্সম্যান লণ্ডনের পশ্চিম পল্লীতে এক প্রকাণ্ড সৌধে সস্ত্রীক বাস করিত। সেটি লণ্ডনের অভিজাত সম্প্রদায়ের পল্লী; চারিদিকেই বড় বড় লর্ডের বাড়ী। রাত্রি ঠিক আটটার সময় ক্লাক্সম্যানের গাড়ী-বারান্দায় ট্যাক্সি আসিয়া থামিলে, একজন সুবেশধারী আরদালী সসম্মানে তাঁহাদিগকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইল। তাঁহারা বারান্দায় উঠিতে না উঠিতে আর একজন আরদালী

আসিয়া তাঁহাদের কোট ও টুপি খুলিয়া লইয়া পোষাকের ঘরে রাখিতে চলিল; ইহাই বিলাতী ভোজের দস্তুর। মুহূর্ত্ত পরে কাসিডি ফ্লাক্সম্যান বারান্দায় আসিয়া মহা সম্মানে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া হলঘরের একপ্রান্তে অবস্থিত একটি সুসজ্জিত কক্ষে লইয়া গেল।

সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কাসিডি ফ্লাক্সম্যান মিঃ ব্লেককে মধুর স্বরে বলিল, "আসুন মিঃ ব্লেক, স্মিথ এসো,—আর—" সে সবিস্ময়ে এবং কতকটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মিঃ ফেনউইক ফানের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; কি বলিয়া সে এই অপরিচিত আগন্তুকের অভ্যর্থনা করিবে তাহা বুঝিতে পারিল না। এ লোকটা কে? সে ত ইহার নিমন্ত্রণ করে নাই; তবে এই ব্যক্তি কি উদ্দেশ্যে মিঃ ব্লেকের সঙ্গে আসিয়াছে?—তাহার মুখের কথা শেষ হইল না।

মিঃ ব্লেক ফ্লাক্সম্যানের মনের কথা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বলিলেন, "মিঃ ফ্লাক্সম্যান! আপনি আমার বেয়াদপি, আশা করি মার্জ্জনা করিবেন। আমি আমার একটি প্রিয় বন্ধুকে সঙ্গে লইয়াই আপনার নিমন্ত্রণে যোগদান করিতে আসিয়াছি। ইনি কেবল আমার বন্ধু হইলে অবশ্যই এরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে সাহস করিতাম না; কিন্তু ইনি আপনারও বন্ধু—আমাদের উভয়েরই বন্ধু,—আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে আপনাদের নিউ ইয়র্ক হইতে লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন। উঁহাকে সঙ্গে না আনিলে আমারও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসা হয় না; এই জন্য উঁহাকেও সঙ্গে লইয়া আসিলাম। আপনি আপনার স্বদেশীয় বন্ধু ও স্বদেশের কর্ম্মক্ষেত্রের সহযোগী মিঃ ফেনউইক ফানকে নিশ্চয়ই চিনিতে পারিয়াছেন।"

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান মিঃ ফেনউইক ফানের মুখের দিকে চাহিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; সে মুহূর্ত্তের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে মি ব্লেকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর জড়িতস্বরে বলিল, "মিঃ ফেনউইক ফান? হাঁ, উঁহার কথা স্মরণ হইতেছে বটে, দেশে থাকিতে দুই একবার উঁহা সঙ্গে দেখা হইয়াছিল; কিন্তু সে বহুদিনের কথা! উঁহারও স্মরণ আছে কি ন বলিতে পারি না। যাহা হউক, আমাদের পুরাতন পরিচয়ের খাতিরে উনি দয় করিয়া আমার বাড়ী আসিয়াছেন ইহা বড়ই সুখের কথা।"

মিঃ ফেনউইক ফান ফ্লাক্সম্যানের মুখে বিন্দুমাত্র আনন্দ প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "মিঃ ব্লেক ও আপনি ইতিপূর্ব্বে যে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া, তাহা সম্পাদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, আমিও ঠিক সেই ভার লইয়াই স্বদেশ হইতে আজ লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আমি দুঃসাহসী সুচতুর মার্কিণ তস্কর কিড্ ডয়েলকে গ্রেপ্তার করিবার আশায় আসিয়াছি; সে অনেক দিন হইতেই আমার চোখে ধূলি দিয়া পলাইয়া বেড়াইতেছে। এখন সে লণ্ডনেই আছে; শুনিলাম আজ অপরাহ্ণেও সেই ধূর্ত্ত তস্কর মিঃ ব্লেকের ও আপনার সংস্পর্শে আসিয়াছিল! আঃ, আমি সে সময় সেখানে থাকিলে কি মজাই হইত! তাহাকে ঠিক পাকড়াইতাম।"

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আজ? কৈ, না! তবে হাঁ, কাল তাহাকে ধরিবার একটা খুব বড় সুযোগ নষ্ট হইয়াছে বটে; কিন্তু সেজন্য চিন্তা নাই। শীঘ্রই তাহাকে ধরিয়া পুলিশের হাতে সঁপিয়া দিতে পারিব। এই সামান্য কাজের জন্য আপনি আট্‌লান্টিক পাড়ি না দিলেও ক্ষতি ছিল না।"

ঠিক সেই সময় মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান অন্য কক্ষ হইতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া ফ্লাক্সম্যান বলিল, "ইরেণী, এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেশে আমার জানাশুনা ছিল; উনি মিঃ ব্লেকের অতিথি হইয়াছেন বলিয়া মিঃ ব্লেক উঁহাকে আমাদের বাড়ী লইয়া আসিয়াছেন। উঁহার নাম মিঃ ফেনউইক ফান; উঁহার সঙ্গে বোধ হয় তোমার পরিচয় নাই। মিঃ ফান! ইনি আমার স্ত্রী।"

মিঃ ব্লেক অপাঙ্গচোখে মিসেস্ ফ্লাক্সম্যানের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মুখভাবের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন। তিনি দেখিলেন ফেনউইক ফানের গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান একবার নত মুখে মাটীর দিকে চাহিল, যেন কি এক প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া সে মুহূর্ত্তের জন্য শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু চক্ষুর নিমেষে আত্মসংবরণ করিয়া, সে মাথা নোয়াইয়া ফেনউইক ফানকে অভিবাদন করিল। তাহার পর মুখ তুলিয়া নারী-সুলভ কটাক্ষপাত করিয়া হাসিয়া বলিল, "হাঁ, আমি দেশে থাকিতে মিঃ ফানের খ্যাতির কথা অনেকবার শুনিয়াছিলাম বটে; কিন্তু উঁহার

সহিত কখন আমার দেখা সাক্ষাতের সুযোগ হয় নাই। এদেশে দেখা হওয়ায় বড়ই সুখী হইলাম।"

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান একটু কুণ্ঠিত ভাবে মিঃ ব্লেকের সহিত আলাপ করিতেছিল। স্মিথ এক পাশে বোবার মত দাঁড়াইয়া ছিল; তাহার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়!

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান মিঃ ব্লেককে বলিল, "আসুন মিঃ ব্লেক, বসিয়া একটু গল্প করা যাক; ডিনারের বোধ হয় আরও মিনিট পাঁচেক বিলম্ব আছে। আমার—"

ফ্লাক্সম্যানের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বহির্দ্বারের ঘণ্টায় ঝন্‌-ঝন্‌ শব্দ হইল; ফ্লাক্সম্যান হঠাৎ নীরব হইয়া দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই একজন আরদালী কারুখচিত রজতাধারে একখানি নামের কার্ড লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে ফ্লাক্সম্যানকে বলিল, "একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহারই কার্ড।"

ফ্লাক্সম্যান কার্ডখানি তুলিয়া লইয়া নামটা পড়িয়া দেখিল, তাহার পর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ইন্‌স্পেক্টর গজের নামের কার্ড! রাত্রিকালে—এরূপ অসময়ে আমার কাছে তাঁহার কি কাজ থাকিতে পারে? যাহা হউক, ভদ্রলোক যখন আসিয়াছে—দেখা করায় আপত্তি নাই; বাকি! তাহাকে এখানে পাঠাইয়া দাও।"

মিঃ ফেনউইক ফান্‌ মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন, মুহূর্ত্তের মধ্যে উভয়ের চোখে চোখে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল! মিনিট দুই পরে বিশালদেহ ইন্‌স্পেক্টর গজ হেলিয়া দুলিয়া গজেন্দ্র-গমনে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে পুলিশের পরিচ্ছদ, সুগোল রাঙ্গা মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। পুলিশ কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও কঠোরতা তাঁহার চোখে মুখে পরিস্ফুট।

ইন্‌স্পেক্টর গজ মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এই যে মিঃ ব্লেক, পূর্ব্বেই এখানে আসিয়াছেন দেখিতেছি! নমস্কার মিঃ ফ্লাক্সম্যান!"

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান নীরস স্বরে বলিল, "নমস্কার! এ সময় আমার নিকট

আপনার কি প্রয়োজন ইন্‌স্পেক্টর গজ? আপনার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে বলুন।"

ইন্‌স্পেক্টর গজ বলিলেন, "আপনাকে কি করিতে হইবে? যে কাজে আপনর কাছে আসিয়াছি, আপনার সাধ্যানুসারে সেই কাজে আমাকে সাহায্য করিতে হইবে। পুলিশ আপনার নিকট ইহার অধিক আর কি চাহিবে, মিঃ ফ্লাক্সম্যান?"

কাসিডি ফ্লাক্সম্যান কৌতূহল ভরে বলিল, "আপনার কথার মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, ইন্‌স্পেক্টর! আপনি স্পষ্ট করিয়া সকল কথা বলুন। আমার আশঙ্কা হইতেছে আপনাকে অধিক সময় দিতে পারিব না, কারণ—"

ইন্‌স্পেক্টর গজ তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিলেন, "কারণ যাহাই হউক, আপনার সময় নষ্ট করিতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই মিঃ ফ্লাক্সম্যান! আপনি আমার আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, মিঃ ব্লেক পূর্ব্বেই আপনাকে সকল কথা বলিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য কি আপনার অজ্ঞাত? ইহা কি সম্ভব?"—ইন্‌স্পেক্টর প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখানে আসিয়া নানা কথায় সে কথা চাপা পড়িয়া গিয়াছে বটে; আসল কথাই বলা হয় নাই! আমি আপনাকে যাহা বলিয়াছিলাম—তাহা আপনি মিঃ ফ্লাক্সম্যানকে শুনাইতে পারেন।"

ইন্‌স্পেক্টর গজ কাসিডি ফ্লাক্সম্যানকে বলিলেন, "আজ সন্ধ্যার সময় মিঃ ব্লেক টেলিফোনে আমাকে সংবাদ দিয়াছিলেন—কোন জরুরী কাজের জন্য অবিলম্বে তাঁহার সহিত আমার দেখা করা আবশ্যক। স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ডে আমার আফিসে সেই সংবাদ পাইয়াই আমি বেকার ষ্ট্রীটে মিঃ ব্লেকের গৃহে আসিয়া উঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। তখন উনি আমাকে সংক্ষেপে বলেন দুইজন কনষ্টেবল সঙ্গে লইয়া রাত্রি সাড়ে-আটটার পূর্ব্বে আমাকে আপনার গৃহে উপস্থিত হইতে হইবে; সেই সময় আপনি দুর্দ্দান্ত মার্কিণ দস্যু কিড্ ডয়েলকে গ্রেপ্তার করিয়া আমার হস্তে সমর্পণ করিবেন।—তদনুসারে দুইজন কনষ্টেবল

সহ আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি ; কন্‌ষ্টেবলদ্বয় বাহিরে আমার আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। এ সকল কথা জানিয়াও আপনি অজ্ঞতার ভান করিতেছেন কেন বুঝিতে পারিতেছি না !”

ইন্‌স্পেক্টর গজের কথা শুনিয়া কাসিডি ফ্লান্‌ম্যানের মুখ সাদা হইয়া গেল; তাহার বিস্ফারিত নেত্রে আতঙ্ক ও উদ্বেগের ছায়া ঘনাইয়া আসিল ; তাহার ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। সে মানসিক চাঞ্চল্য গোপন করিতে অসমর্থ হইয়া জড়িত স্বরে বলিল, “এ সকল কি ব্যাপার, আমি ত কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না ! মিঃ ব্লেকের মুখ হইতে এরূপ প্রলাপ বাহির হইবে, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। মিঃ ব্লেক, আপনি কি সত্যই ইন্‌স্পেক্টর গজকে ঐ সকল কথা বলিয়াছিলেন ? কি উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন তাহা আমার জানিবার অধিকার আছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ নিশ্চয়ই আছে ; কিন্তু বোধ হয় তাহা নূতন করিয়া বলা অনাবশ্যক। আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম কিড্ ডয়েলকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশের হস্তে সমর্পণের প্রথম সুযোগ ও গৌরব আপনাকেই প্রদান করিব। যে গৌরব আপনি অনায়াসেই লাভ করিতে পারেন, তাহাতে আমার লোভ নাই, মিঃ ফ্লান্‌ম্যান্ !”

মিসেস্ ফ্লান্‌ম্যানের উপর মিঃ ব্লেকের দৃষ্টি ছিল ; তিনি দেখিলেন সে নিঃশব্দে সেই কক্ষ ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ বাঘের মত তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন ; তাহার পর তাহাকে ঠেলিয়া সেই কক্ষের মধ্যস্থলে আনিবার চেষ্টা করিলেন।

এই অদ্ভুত দৃশ্যে সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া রুদ্ধনিঃশ্বাসে মিঃ ব্লেকের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। মিসেস্ ফ্লান্‌ম্যান এইরূপ অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, এবং চক্ষুর নিমেষে পকেট হইতে টোটাভরা পিস্তল বাহির করিয়া যেমন মিঃ ব্লেককে গুলি করিতে উদ্যত হইল, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি তাহার প্রসারিত হস্তের কব্জীতে এরূপ প্রচণ্ড বেগে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন যে, তাহার শিথিল মুষ্টি হইতে পিস্তল খসিয়া মেঝের

উপর পড়িয়া গেল ; সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর নির্ঘোষে গুলি বাহির হইয়া দ্বারের চৌকাঠের নিম্নভাগে বিদ্ধ হইল।

স্মিথ এতক্ষণ স্তব্ধভাবে এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। মিঃ ব্লেককে সবেগে লাফাইয়া পড়িয়া মিসেস্ ফ্লাক্সম্যানকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া সে ক্ষিপ্তপ্রায় হইল, এবং দ্রুতবেগে মিঃ ব্লেকের নিকট উপস্থিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "কর্ত্তা, কর্ত্তা! এ আপনি কি করিতেছেন? আপনি কি হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন? মিসেস্ ফ্লাক্সম্যানের ন্যায় সম্ভ্রান্ত মহিলাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার সম্ভ্রম নষ্ট করা কি আপনার উচিত হইতেছে? এ অপরাধের যে ক্ষমা নাই!"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে ধমক দিয়া বলিলেন, "চুপ করিয়া থাক গর্দ্দভ! অন্ধ মূঢ়! তোমার অনধিকার চর্চ্চা ক্ষমার অযোগ্য!"

স্মিথ তাড়া খাইয়া ভয়ে দূরে সরিয়া গেল ; কিন্তু ঘৃণায় লজ্জায় মাথা তুলিতে পারিল না। নারীর প্রতি মিঃ ব্লেকের এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার অমার্জ্জনীয় বলিয়াই তাহার মনে হইল।

মিঃ ব্লেকের কবল হইতে মুক্তি লাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, এবং টোটাভরা পিস্তল হস্তচ্যুত হইয়া আওয়াজ হইয়া গেল দেখিয়া, মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান ক্ষীপ্তা বাঘিনীর মত মিঃ ব্লেকের বাহুমূল দংশন করিতে উদ্যত হইল! মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তমধ্যে হাত সরাইয়া লইয়া মিসেস্ ফ্লাক্সম্যানের সুবিন্যস্ত বেণী দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া সবেগে আকর্ষণ করিলেন ; তৎক্ষণাৎ পরচুলা সমেত দীর্ঘ বেণী খসিয়া আসিল, এবং খাট করিয়া ছাঁটা কাল চুল সহ পুরুষের মাথা বাহির হইয়া পড়িল!

মিঃ ব্লেক সেই পরচুলা দূরে নিক্ষেপ করিয়া উভয় হস্তে তাহার বাহু চাপিয়া ধরিলেন, সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর গজ, তোমার ওয়ারেণ্টের আসামী, ধূর্ত্ত তস্কর কিড্ ডয়েল কে, তাহা কি এখনও বুঝিতে পার নাই? মিঃ কার্ল, যাহার সন্ধানে তুমি আট্‌লাণ্টিক পার হইয়া নিউ ইয়র্ক হইতে লণ্ডনে আসিয়াছ—এই দেখ, আমি তাহাকে বাহুপাশে বন্দী করিয়াছি!"

সেই সময় সেই কক্ষস্থিত লোকগুলির যেরূপ ভাব-ভঙ্গী হইল, তাহা কোন

সুদক্ষ চিত্রকর তাঁহার তুলিকায় অঙ্কিত করিতে পারিতেন কি-না সন্দেহ; কোন নাট্যকারও ভাষায় সে ভাব ফুটাইয়া তুলিতে অসমর্থ। কাসিডি ফ্লাক্সম্যান এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব কাণ্ডে এতই দমিয়া গেল যে, তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না, সে একখানি চেয়ারে হতাশভাবে বসিয়া-পড়িয়া ঘামিতে লাগিল; তাহার মুখ মৃতের মুখের স্তায় বিবর্ণ, তাহার বক্ষের স্পন্দন স্তম্ভিতপ্রায়!—স্মিথের অবস্থাও প্রায় সেইরূপ শোচনীয়; সে দুই চোখ কপালে তুলিয়া ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, বিস্ফারিত নেত্রে নারীবেশধারী তস্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ইন্‌স্পেক্টর গজ তাঁহার বিরাট দেহের অপরূপ ভঙ্গী করিয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক এভাবে ডিক্ ডয়েলের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন যে, তাঁহার সেই ভাব-ভঙ্গী দেখিলে রসজ্ঞানবর্জ্জিত অতি গম্ভীরপ্রকৃতি পুরুষও না হাসিয়া থাকিতে পারিত না। মিঃ ফেন্‌উইক ফানও এই অপ্রত্যাশিত রহস্যভেদে মানসিক চাঞ্চল্য গোপন করিতে পারিলেন না; তাঁহার উজ্জ্বল নেত্রে বিদ্যুতা-লোক প্রতিফলিত হইয়া তাহার অস্বাভাবিক দীপ্তি বিকাশ করিল।

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর গজের মোহ দূর হইল। তিনি বিহ্বল স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "াক আশ্চর্য্য, এ যে পুরুষ! নারীর ছদ্মবেশে পুরুষ? এ যে আমার কল্পনার অতীত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, এই স্ত্রীরূপী মরদটিই তোমার আসামী কিড্ ডয়েল। শীঘ্র ইহার হাতে হাতকড়ি লাগাও, এই দস্যু পাঁকাল মাছের মত পিচ্ছিল, আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া গলিয়া যায়! একবার যদি পলাইতে পারে, তাহা হইলে শত চেষ্টাতেও আর ধরিতে পারিবে না। ফান্! আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছ? আসামী গ্রেপ্তার করিবে না?"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর গজ ও ফেন্‌উইক ফান চক্ষুর নিমেষে কিড্ ডয়েল ও কাসিডি ফ্লাক্সম্যানকে শৃঙ্খলিত করিলেন।

মিঃ ব্লেক দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "পলায়নের চেষ্টা করিও না, সে চেষ্টা করিলে পায়ে বেড়ি পড়িবে।"

মণিবন্ধে শীতল লৌহশৃঙ্খল-সংস্পর্শে হঠাৎ যেন কাসাডি ফ্লাক্সম্যানের মোহ ভঙ্গ

হইল। সে মাথা তুলিয়া এরূপ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল যে, সম্ভব হইলে তাঁহাকে সেই মুহূর্ত্তেই ভস্ম করিয়া ফেলিত! কিন্তু কলির ব্রাহ্মণ শ্বেতাঙ্গ জাতির নয়ন-বহ্নিতে কাহাকেও ভস্মীভূত হইতে দেখা যায় না, মিঃ ব্লেকও তাহার দৃষ্টিপাতে বিন্দুমাত্র আহত হইলেন না; তিনি হাসিয়া বলিলেন, "মেকির বুজ্‌রুকির ইহাই পরিণাম! স্ত্রী চোর—স্বামী গোয়েন্দা, কি মধুর মিলন! তবে স্ত্রীটি নকল না হইয়া আসল হইলেই সোনায় সোহাগা হইত।"

ক্যাসিডি ফ্ল্যাক্সম্যান ক্রোধকম্পিত স্বরে হুঙ্কার দিয়া বলিল, "ওরে হতভাগা গোয়েন্দা, তুই উচ্ছন্ন যা! এদেশে তুই আমার মান সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠা, আমার আশা ভরসা—সব নষ্ট করিয়া দিলি। কিন্তু মনে রাখিস্ এই শেষ নয়; একদিন তোকে হাতে পাইব। আজ আমি পরাজিত; কিন্তু একদিন তোকে আমার এই পদতলে কীটের ন্যায় নিষ্পেষিত করিব।"—নিষ্ফল আক্রোশে সে গালিচার উপর সবেগে পদাঘাত করিল; এবং দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া বলিল, "তোর এতখানি বুদ্ধি আছে ইহা আমি পূর্ব্বে অনুমান করিতে পারি নাই; এই জন্যই আমার এই পরাজয়।"

কিড্ ডয়েল শুষ্ক হাস্যে বলিল, "সত্যই ফ্ল্যাক্সম্যান, এই ইংরাজ গোয়েন্দাটার মাথা বেশ পরিষ্কার! এতটা আমরা মনে করিতে পারি নাই; তাই অসতর্ক হইয়া কাল যে ভুল করিয়াছিলাম তাহাতেই আমাকে ধরা পড়িতে হইল। আমার অতখানি সাহস না করাই উচিত ছিল; কিন্তু-ভ্যাভারীর দলে মানুষ আছে ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আমাকে অসতর্কতার ফল ভোগ করিতেই হইবে, সে জন্য দুঃখ করা বৃথা। ব্লেক ভিন্ন এই হস্তীমুর্খটা কখন আমাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিত না; উহারে যেমন হাতীর মত চেহারা, বুদ্ধিও সেই রকম; নতুবা আমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য তোমাকে মুরুব্বি ধরে?"

ইন্স্‌পেক্টর গজকে লক্ষ্য করিয়া সে এই কথা বলিল।

মিঃ ফেনউইক ফ্রান্ বলিলেন, "কিড্ তোমার সম্বন্ধে যে কথা বলিল তাহা মিথ্যা নয় ব্লেক! অদ্ভুত তোমার শক্তি, বিস্ময়কর তোমার দূরদৃষ্টি! সত্যই ইহা অলৌকিক বলিয়া আমার ধারণা হইতেছে। তুমি কিরূপে বুঝিলে মিসেস্ ফ্ল্যাক্সম্যানই ছদ্মবেশী কিড্ ডয়েল। আমার মনে এ সন্দেহ কোন দিন স্থান পায় নাই;

কোন দিন আমি উহাকে সন্দেহ করিতে পারিতাম না। পুরুষ ঐ ভাবে নারীর অভিনয় করিয়া সমগ্র সমাজকে প্রতারিত করিতে পারে—ইহা আমার ধারণার অতীত, বিশ্বাসেরও অযোগ্য !"

মিঃ ব্লেক মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু অসম্ভব নয় ত ; তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি থাকিলেই উহা ধরা যায়। তোমরাও পারিতে, ইহাতে অসাধারণত্ব কিছুই নাই। তুমি আমাকে সংবাদ দিয়াছিলে উহারা উভয়েই এক জাহাজে এদেশে আসিয়াছে। এরূপ যোগাযোগ উপেক্ষার বিষয় নহে। প্রথমে ফ্লাক্সম্যানকেই কিড্ ডয়েল বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলাম। কাল অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত আমার এই সন্দেহ দূর হয় নাই! কিড্ ডয়েলের স্বাক্ষরিত রোকায় যে অঙ্গুলী-চিহ্ন পাইয়াছিলাম, আর আজ অপরাহ্ণে কৌশলক্রমে ফ্লাক্সম্যানের যে অঙ্গুলী-চিহ্ন সংগ্রহ করিয়াছিলাম— এই উভয় চিহ্নে সাদৃশ্য না থাকায় আমি বুঝিয়াছিলাম ফ্লাক্সম্যান ছদ্মবেশী কিড্ ডয়েল নহে। কাল রয়াল একাডেমিতে চুরির সময় ফ্লাক্সম্যান আমার সঙ্গে থাকায় এই ধারণাই আমার মনে স্থান পাইয়াছিল ; তবে শেষ পর্য্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, সেই ঘনিষ্ঠতাটুকুই আমি ধরিতে পারি নাই। অবশেষে আজ আমার বাড়ীতে আত্মীয়তা করিতে গিয়া মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান যে পেয়ালার চা খাইয়াছিল, সেই পেয়ালায় অঙ্গুলী-চিহ্ন আবিষ্কার করিয়া তাহার ফটো লইয়া দেখিলাম—তাহার সহিত কিড্ ডয়েলের স্বাক্ষরিত রোকার প্রান্তস্থিত অঙ্গুলী-চিহ্নের কোন পার্থক্য নাই! সুতরাং মিসেস্ ফ্লাক্সম্যানই ছদ্মবেশী কিড্ ডয়েল, ইহা আবিষ্কার করা আমার পক্ষে বিন্দুমাত্র কঠিন হইল না। গ্রেপ্তারের সময় সকল কথাই তোমরা জানিতে পারিবে ভাবিয়া আমি পূর্ব্বে তোমাদের নিকট [illegible] নাই। এখন বুঝিতে পারিয়াছি, লেডি কারভারের হীরক-নেকলেস মিসেস্ ফ্লাক্সম্যান অর্থাৎ কিড্ ডয়েলই চুরি করিয়াছিল। আমাকে অপদস্থ করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবার আশায় ফ্লাক্সম্যান তাহা আত্মসাৎ করিবার লোভ সংবরণ করিয়াছিল ; উহা সঙ্গে লইয়া গিয়া তদন্তের অভিনয়ে বাহির করিয়া দিয়াছিল। তাহার পর কয়েকখানা ঘুষখোর সংবাদপত্রের সাহায্যে ফ্লাক্সম্যান নিজের বাহাদুরীর ঢাক পিটিয়া রাজ্যের কানে তালা লাগাইয়া দিয়াছিল!

যাহাদের সত্যই কিছু মূল্য থাকে ঢাক পিটিয়া তাহাদিগকে সমাজে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে হয় না। আজ কাল বিজ্ঞাপনের দৌরাত্ম্যে মেকি ও সাচ্চা চিনিয়া লওয়া ভার হইয়াছে! কিন্তু মেকির বুজ্‌রুকি কখন স্থায়ী হয় না; এ ক্ষেত্রেও হইল না।”

মিঃ ব্লেক সকল রহস্য ভেদ করিলে ইন্‌স্পেক্টর গজ ও মিঃ ফেনউইক ফান উল্লাস প্রকাশ করিলেন, কিন্তু স্মিথ আর মুখ তুলিয়া কোন কথা বলিতে পারিল না। কিড্‌ ডয়েল নারীর ছদ্মবেশে তাহাকে কিরূপ মুগ্ধ ও প্রতারিত করিয়াছিল, এবং সে মিঃ ব্লেকের নিকট তাহার রূপ গুণের কিরূপ প্রশংসা করিয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করিতে লাগিল; শেষে তাহার সকল আক্রোশ কিড্‌ ডয়েলের উপর গিয়া পড়িল।

নির্লজ্জ কিড্‌ ডয়েল তাহার সঙ্কোচের কারণ বুঝিয়া বলিল, “স্মিথ, তুমি আমার প্রেমে পড়িয়া আমার 'গোলাম' হইয়াছিলে; এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তোমার নেশা ছুটিয়া গেল? ছিঃ, এস তোমাকে বিদায় চুম্বন দিয়া যাই।”

স্মিথ এ কথায় হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া যে কুবাক্য উচ্চারণ করিয়া তাহাকে গালি দিল, সে ভাষা তাহার মুখে কেহ কখন শুনিতে পায় নাই!

খানাটা মাঠে মারা গেল! ইন্‌স্পেক্টর গজের ইঙ্গিতে একজন কন্‌ষ্টেবল একখানি ট্যাক্সি আনিলে তিনি কাসিডি ফ্লানম্যান ও কিড্‌ ডয়েলকে সেই ট্যাক্সিতে তুলিয়া লইয়া থানায় চলিলেন। কন্‌ষ্টেবলদ্বয় তাহাদের দুই পাশে পাহারায় বসিল।

মিঃ ব্লেক, মিঃ ফেনউইক ফান ও স্মিথকে লইয়া অন্য ট্যাক্সিতে বাড়ী ফিরিলেন; তখন রাত্রি দশটা!

সম্পূর্ণ।

“রহস্য-লহরী”র ৭৬ নং উপন্যাস

‘ছুঁচোর কীর্ত্তি!’